Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/41

ওঁ হরিঃ

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ
ও
তাঁহাদের উপদেশাবলী

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীশ্রীহংসভগবান্ ও তাঁহার উপদেশাবলী

ব্রজবিদেহীমহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত
শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা
তর্ক—তর্ক ব্যাকরণতীর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/41

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/41

ওঁ হরিঃ

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ

ও

তাঁহাদের উপদেশাবলী

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীশ্রীহংসভগবান্ ও তাঁহার উপদেশাবলী

ব্রজবিদেহীমহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত
শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা
তর্ক—তর্ক ব্যাকরণতীর্থ

১৩৭০

[গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য—২.৫০ নঃ পঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :—
শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য
কাঠিয়া বাবা কা স্থান,
গুরুকুল রোড্, পোঃ বৃন্দাবন
জিলা—মথুরা।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রীমৎ স্বামী জানকীদাসজী কাঠিয়া বাবা, বি. এ. বেদান্ত-বেদান্ততীর্থ, কাঠিয়া বাবা কা স্থান, গুরুকুল রোড্, পোঃ বৃন্দাবন, জিলা মথুরা।

২। শ্রীদাশরথি চক্রবর্ত্তী, কার্য্যাধ্যক্ষ বাসুদেব, আশুতোষ গ্রন্থগৃহ, ১নং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড্, পোঃ বজ্ বজ্, জিলা-২৪ পরগণা (ভিঃ পিতে পুস্তক এই স্থানে প্রাপ্তব্য)।

৩। শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য, নরনারায়ণ ট্রেডিং কোম্পানী, পোঃ করিমগঞ্জ, জিলা-কাছাড়, (আসাম) (এই স্থানেও ভিঃ পিতে পুস্তক প্রাপ্তব্য)

৪। শ্রীনিত্যানন্দ মিত্র, ৫১।১।২বি সিক্দারবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৪।

৫। শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু, এ্যাড্ভোকেট্, ১৩।১এ যোগীপাড়া মেইন রোড্, কলিকাতা-৬।

৬। ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার, সম্পাদক শ্রীসুদর্শন, ৩নং অন্নদা-নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩।

৭। শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত এম্. এ. সহঃসম্পাদক বাসুদেব, পি ২৫ (৩৪) লেক্ রোড্, কলিকাতা-২৯।

মুদ্রাকর—শ্রীঅবনীকান্ত দাস
বিবেকানন্দ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কালকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশকের নিবেদন

"শ্রীনিম্বার্ক পদ্ধতি" নামক পুস্তকে 'বিশেষ জ্ঞাতব্য' নামে একটি প্রকরণ যোগ করার উদ্দেশ্যে পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে তাহা লিখিয়া লইবার জন্য ১৩৬৮ বাংলার শারদীয়া পূর্ণিমার পুণ্য দিবসে শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হই। সেইদিন তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনে হইয়াছিল যে তিনি শুধু পরকালের পথপ্রদর্শকই নন, ইহকালেরও পরম সুহৃৎ ও একান্ত আপন জন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেইদিন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার করুণাবিগলিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখে পূর্ব্বাচার্য্য-গণের চরিত্র ও তাঁহাদের অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রদ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে "শ্রীনিম্বার্ক-পদ্ধতি" পুস্তকে পূর্ব্বাচার্য্যগণের জীবনী ও তাঁহাদের উপদেশাবলী সন্নিবিষ্ট করিলে ভাল হইবে।

এই বিষয়ে শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিলে তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিলেন যে ঐরূপ করিতে গেলে "শ্রীনিম্বার্ক পদ্ধতি" গ্রন্থের পৃষ্ঠা সহস্রাধিক হইয়া যাইবে। অতএব পূর্ব্বাচার্য্যগণের জীবনী ও উপদেশাবলী প্রকাশ করিতে হইলে পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে প্রকাশ করাই সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয়। তখন আমার বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীগুরুদেব পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে পূর্ব্বাচার্য্যগণের জীবনী ও তাঁহাদের উপদেশাবলী বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে তখন যে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ লিখিতে দেখিয়াছি তাহাতে বিস্মিত না হইয়া পারি নাই। এত দ্রুত গ্রন্থ লিখার কার্য্য চলিতেছিল যে তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। আমি এক মাস শ্রীবৃন্দাবনে ছিলাম, তাহার মধ্যেই শ্রীহংসভগবান্, চতুঃসন্ ও দেবর্ষি নারদের জীবনী ও তাঁহাদের উপদেশাবলী প্রায় লিখিয়া ফেলিয়াছেন দেখিলাম। বুঝিলাম ইহার মূলে তাঁহার গুরুকৃপা—গুরুকৃপাই তাঁহার দ্বারা এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করাইতেছেন। বর্ত্তমান্ গ্রন্থ "শ্রীশ্রীহংস-ভগবান্ ও তাঁহার উপদেশাবলী" সেই গুরুকৃপারই অমৃতরসময় ফল। এমন একটি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিয়া আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। আশাকরি ইহা শুধু সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারীগণকেই নহে, যে কোনও অধ্যাত্মজ্ঞানপিপাসুকেই তৃপ্তি দান করিবে। শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক লিখিত অন্যান্য আচার্য্য-গণের জীবনী ও তাঁহাদের উপদেশাবলী গ্রন্থও আমরা ক্রমশঃ পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। সর্ব্বশেষে শ্রীভগবচ্চরণে প্রণতি নিবেদন পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতেছি যে গ্রন্থগুলি যেন পাঠকপাঠিকাগণের যথার্থ কল্যাণ সাধন করে। ইতি—

গুরুপূর্ণিমা, ২১শে আষাঢ়,
১৩৭০
কাঠিয়া বাবা কা স্থান
গুরুকুল রোড্, পোঃ বৃন্দাবন,
জিলা মথুরা।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/41

ভূমিকা

১। গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে আচার্য্য অর্থাৎ গুরু হইতেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে হয়। শ্রুতি ঃ— "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" (মুণ্ডক)—ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য গুরুর শরণাপন্ন হইবে। "আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি"—আচার্য্যের নিকট বিদ্যালাভ করিলেই সেই বিদ্যা ফলবতী হয় ও সম্যক্ কল্যাণ সাধন করে। শ্রীভগবান্‌ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ" ॥ (৪।৩৪)

—তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণকে সেবা ও প্রণিপাত দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে তাঁহারা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে যে,—

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥"

(১১শ স্কন্ধ ৩য় অঃ ২১।২২

—পরমমঙ্গলজিজ্ঞাসু (আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু) ব্যক্তি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম বিষয়ে যথাযথ তত্ত্বজ্ঞ উপশমাবলম্বী গুরুর শরণাপন্ন হইবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং গুরুকেই আত্মা ও ইষ্টদেব জ্ঞান করিয়া যে সমস্ত ভাগবত ধর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বাত্মা মোক্ষপ্রদ শ্রীহরি তুষ্ট হন, অকপটে গুরুর সেবার দ্বারা তাঁহার নিকট সেই সকল ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন। সর্ব্বশাস্ত্রেই এইরূপ গুরু হইতে ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান লাভ করার উপদেশ আছে।

দুর্লভ মনুষ্যজন্মের চরম সার্থকতা আত্মজ্ঞান লাভে—ভগবৎ-প্রাপ্তিতে। আর এই আত্মজ্ঞান লাভ গুরুকৃপাতেই সম্ভব।

সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ মার্গেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রবৃত্তি মার্গের দ্বারা জগতের বিস্তার হইতেছে এবং জীব বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইতেছে। তাহার ফলে তাহারা দুঃখ-শোকে জর্জ্জরিত হইতেছে। নিবৃত্তিমার্গের দ্বারা প্রাকৃত সুখভোগে বীতরাগ হইয়া জীব পরমেশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেই সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিত্যানন্দে স্থিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে ইহাই মোক্ষ নামে অভিহিত হইয়াছে।

সর্ব্ববিধ কার্য্যের জন্যই শক্তির প্রয়োজন। যে শক্তি জীবের সহিত ঈশ্বরের সংযোগ-সাধন করিয়া জীবকে মোক্ষ প্রদান করে তাহাই গুরুশক্তি। গুরুশক্তি ও ভগবৎশক্তি অভিন্ন। এই গুরুশক্তি অনাদিকাল হইতে শিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। সেইজন্য গুরুশিষ্যের পরম্পরাক্রমে মোক্ষের ধারাও অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে। পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত এই গুরুশক্তি যিনি প্রাপ্ত না হইয়াছেন তিনি যতই জ্ঞানী বা শক্তিশালী হউন না কেন, শিষ্যকে মোক্ষপ্রাপ্তি করাইতে সমর্থ হন না। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে সম্প্রদায়বিহীন বিদ্যা ফলবতী হয় না—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সম্প্রদায়বিহীনা যা বিদ্যা সা নিষ্ফল মতা"। এই যে পরম্পরা-ক্রম তাহাই সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়। এইরূপ বহু সম্প্রদায় বা ধারা জগতে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্থূল দৃষ্টিতে সম্প্রদায়সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ তাহা ভিন্ন নহে। কারণ সকল সম্প্রদায়ের মূলেই এক গুরুশক্তি বা ভগবৎশক্তি বিদ্যমান্ রহিয়াছে। এইরূপ একটি সম্প্রদায়—বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম "শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়"।

সৃষ্টির আদিতে—সর্ব্বপ্রথম সত্যযুগে আবির্ভূত শ্রীহংসভগবান্ শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আদিগুরু বা আদি আচার্য্য। তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মার মানসপুত্র চতুঃসন্—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। শ্রুতির উপদেষ্টা শ্রীসনৎকুমার হইতে দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। দেবর্ষি নারদের শিষ্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য।

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের সমধিক প্রচার দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে সুকঠোর ত্যাগ বৈরাগ্য ও তপস্যার মূলে এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সেই উচ্চ আদর্শের অনুসরণকারীর সংখ্যা চিরকালই বিরল। বঙ্গদেশে যদিও কেন্দুবিল্ব ও বর্দ্ধমানের রাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শ্রীজয়দেব এবং অন্যান্য মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়ের মঠ রহিয়াছে, তথাপি এতদ্দেশে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহার প্রচার ছিল না বলিলেই চলে। সর্ব্বপ্রথম আমাদের পরম গুরুদেব ব্রজবিদেহী শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃকই এই সম্প্রদায়ের নাম বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। তৎপর তাঁহার সুযোগ্যশিষ্য আমাদের শ্রীগুরুদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজবিদেহী শ্রীমহন্ত শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের নিকট বঙ্গদেশবাসী বহু নরনারী দীক্ষা গ্রহণ করায় ক্রমশঃ এই সম্প্রদায় বিশেষরূপে বঙ্গদেশের জন সমাজে পরিচয় লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের ইতিবৃত্ত ও উপদেশসমূহ এখনও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। এজন্য এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের ইতিবৃত্ত ও উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান্ গ্রন্থ সেই ক্রমশঃ প্রকাশ্য "শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী" নামক গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড—"শ্রীশ্রীহংস ভগবান্ ও তাঁহার উপদেশাবলী"।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে এই সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য শ্রীশ্রীহংসভগবানের ইতিবৃত্ত ও উপদেশাবলী অতি বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বর্ত্তমান্ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত-অবলম্বনেই রচিত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের প্রামাণিকতায় যে-কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। গ্রন্থোপদিষ্ট বিষয়টি সার্ব্বজনীন হওয়ায় সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে অধ্যাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রত্যেকের পক্ষেই ইহার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা রহিয়াছে। বিশেষতঃ স্বীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের ইতিবৃত্ত, সিদ্ধান্ত, উপদেশ ও ভাবধারা অবগত হওয়া সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকের পক্ষেই নিতান্ত প্রয়োজন; কারণ এইগুলি বিশেষ ভাবে সাধন-সহায়ক হইয়া থাকে। এই সব বিশেষ প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই গ্রন্থ প্রণয়ন করা হইল।

শ্রীমান্ বীরেশ্বর ভটাচার্য্য পুস্তক-প্রকাশনের সমস্ত ব্যয়ভার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বেচ্ছায় সানন্দে বহন করিয়াছে। তজ্জন্য আমি তাহাকে ভূয়োভূয়ঃ আশীর্ব্বাদ করিতেছি ও শ্রীভগবচ্চরণে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমার শরীর একে বৃদ্ধ, তদুপরি প্রায়ই অসুস্থ থাকে। এমতাবস্থায় আমার দ্বারা এই শ্রমসাধ্য কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে বলিয়া আমি ভাবিতে পারি নাই। গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল যে আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হইলেও যতটুকু হইবে তদ্দ্বারাই আমার কল্যাণ সাধিত হইবে—আমি কৃতার্থ হইব ; কারণ গ্রন্থ রচনায় পূর্ব্বাচার্য্যগণের চরিত্রের অনুধ্যান এবং তাঁহাদের উপদেশাবলীর অনুস্মরণ হইবে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়াই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত হইয়াছি। কার্য্যতঃও দেখিতেছি—এই গ্রন্থ রচনাকে উপলক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ ও শ্রীগুরুদেব অশেষ কৃপা করিতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের কৃপাই আমাকে সঞ্জীবিত করিয়া আমার দ্বারা এই কার্য্য করাইয়া লইতেছেন।

অতএব গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় আচার্য্যগণের কৃপার ফলস্বরূপ এই গ্রন্থখানি সেই আচার্য্যগণেরই শ্রীকরকমলে অর্পণ করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা

১। শ্রীশ্রীহংস ভগবান্
২। শ্রীসনকাদি ভগবান্ (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার)
৩। শ্রীনারদ ভগবান্
৪। শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ *
৫। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যজী মহারাজ
৬। শ্রীবিশ্বাচার্য্যজী „
৭। শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যজী „
৮। শ্রীবিলাসাচার্য্যজী „
৯। শ্রীস্বরূপাচার্য্যজী „
১০। শ্রীমাধবাচার্য্যজী „
১১। শ্রীবলভদ্রাচার্য্যজী „
১২। শ্রীপদ্মাচার্য্যজী „
১৩। শ্রীশ্যামাচার্য্যজী „
১৪। শ্রীগোপালাচার্য্যজী „
১৫। শ্রীকৃপাচার্য্যজী „
১৬। শ্রীদেবাচার্য্যজী „
১৭। শ্রীসুন্দর ভট্টাচার্য্যজী „
১৮। শ্রীপদ্মনাভ ভট্টাচার্য্যজী „
১৯। শ্রীউপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যজী „
২০। শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যজী মহারাজ
২১। শ্রীবামন ভট্টাচার্য্যজী „
২২। শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যজী „
২৩। শ্রীপদ্মাকর ভট্টাচার্য্যজী „
২৪। শ্রীশ্রবণ ভট্টাচার্য্যজী „
২৫। শ্রীভূরি ভট্টাচার্য্যজী „
২৬। শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্যজী „
২৭। শ্রীশ্যাম ভট্টাচার্য্যজী „
২৮। শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যজী „
২৯। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যজী „
৩০। শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্যজী „
৩১। শ্রীকেশব ভট্টাচার্য্যজী „
৩২। শ্রীগাঙ্গল ভট্টাচার্য্যজী „
৩৩। জগদ্বিজয়ী শ্রীকেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্য্যজী মহারাজ
৩৪। শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্যজী „
৩৫। শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্য্যজী „
৩৬। শ্রীস্বভূরাম দেবাচার্য্যজী „
৩৭। শ্রীকর্ণহর দেবাচার্য্যজী „
৩৮। শ্রীপরমানন্দ দেবাচার্য্যজী „
৩৯। শ্রীচতুরচিন্তামণি দেবাচার্য্যজী (নাগাজী) মহারাজ
৪০। শ্রীমোহন দেবাচার্য্যজী মহারাজ

* শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরার সর্ব্বপ্রথম শ্রীহংসাবতার হইতে চতুর্থ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য পর্য্যন্ত আচার্য্য চতুষ্টয়ের নামের পর 'ভগবান্' শব্দের ব্যবহার এই সম্প্রদায়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রেও তদ্রূপ ব্যবহারই দৃষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪১। শ্রীজগন্নাথ দেবাচার্য্যজী মহারাজ
৪২। শ্রীমাখন দেবাচার্য্যজী „
৪৩। শ্রীহরি দেবাচার্য্যজী „
৪৪। শ্রীমথুরা দেবাচার্য্যজী „
৪৫। শ্রীশ্যামলদাসজী „
৪৬। শ্রীহংসদাসজী „
৭৪। শ্রীহীরাদাসজী „
৪৮। শ্রীমোহনদাসজী „
৪৯। শ্রীনেনাদাসজী মহারাজ „ ব্রজবিদেহী
৫০। শ্রীইন্দ্রদাসজী মহারাজ(কাঠিয়া বাবা—কাষ্ঠ কোপীন প্রবর্ত্তক)
৫১। শ্রীবজরংদাসজী মহারাজ
৫২। শ্রীগোপালদাসজী „
৫৩। শ্রীদেবদাসজী „
৫৪। ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃ-সম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীরামদাসজী কাঠিয়া বাবা „
৫৫। ব্রজবিদেহী শ্রীমহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীসন্তদাসজী কাঠিয়া বাবা „

৩। শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত বা মতবাদ

"শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী" গ্রন্থের পাঠক পাঠিকাগণের সর্ব্বপ্রথম এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত বা মতবাদ কি তাহা জানিবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। অতএব গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে এবিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বেদের দুই ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদ্ বেদের জ্ঞানকাণ্ড। ষড়্দর্শনের অন্যতম বেদান্তদর্শন উপনিষদেরই সার-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্কলন। ভগবান্ বেদব্যাস এই গ্রন্থের রচয়িতা। প্রত্যেক আচার্য্যই বেদান্ত-দর্শনকে সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ বলিয়া মান্য করিয়াছেন। তাই বেদান্তদর্শনের ভাষ্য লিখিয়া আচার্য্যগণ স্ব স্ব মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলে ভাষ্যকারগণের নামানুসারেই সম্প্রদায়ের বিশেষ পরিচিতি প্রায়শঃই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীনিম্বার্কভগবান্ও বেদান্তদর্শনের এক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাহার নাম "বেদান্তপারিজাতসৌরভ"। শ্রীহংসভগবান্, চতুঃসন্ ও দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মূল সিদ্ধান্তই তিনি তাঁহার ভাষ্যে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি প্রমাণ সাহায্যে স্থাপন করিয়াছেন। এই ভাষ্যের বিশেষত্ব এই যে আপাতপ্রতীয়মান্ সকল প্রকার বিরোধের সামঞ্জস্য ইহাতে রহিয়াছে। অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য লইয়া এই ভাষ্য সামঞ্জস্যের কীর্ত্তিতে সমুজ্জ্বল। ব্যাষ্টি বা সমষ্টির জীবনে—গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র, যেখানে যা বিরোধ দৃষ্ট হয় এই মতবাদ অনুসরণ করিয়া চলিলে তৎসমস্তেরই সুষ্ঠু মীমাংসা হইতে পারিবে। একমাত্র নিম্বার্কভাষ্য ছাড়া অপর সকল ভাষ্যেই পরমত খণ্ডনের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ভাষ্যরচনাকালে অপর কোনও ভাষ্য প্রচলিত ছিল না বলিয়াই তাঁহার পক্ষে পরমত খণ্ডনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নাই। কথাটা যুক্তিযুক্ত এবং এতদ্দ্বারা শ্রীনিম্বার্কভাষ্যই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য-ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষই মানবের পরম-পুরুষার্থ। ব্রহ্মস্বরূপ, জীবস্বরূপ ও জগৎস্বরূপ, জীব-জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ কি, ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কি এবং সাধনের ফল যে মোক্ষ তাহার স্বরূপ কি, এই সমস্তই বেদান্তদর্শনে আলোচিত ও নির্ণীত হইয়াছে। ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধনির্ণয়ে আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন একান্তাদ্বৈত, কেহ বলেন দ্বৈত, কেহ বলেন বিশুদ্ধাদ্বৈত, কেহ বলেন বিশিষ্টাদ্বৈত, কেহ বলেন দ্বৈতাদ্বৈত—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন মত। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত-মতবাদী। স্বীয় ভাষ্যে এই দ্বৈতাদ্বৈত-মতই তিনি স্থাপন করিয়াছেন।

রূপরসাদি স্থূল এবং বাহ্য বিষয়সমূহ যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ব্বাতীত পরমাত্মা পরব্রহ্ম তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। এইজন্য ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (১।১।৩)—ব্রহ্মসম্বন্ধে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। সর্ব্ববিধ শাস্ত্রমধ্যে শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ, তাই শ্রুতিপ্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ভাষ্যে স্থাপিত তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করিব।

গুরুপরম্পরাক্রমে দেবর্ষি নারদ শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের তৃতীয় আচার্য্য এবং শ্রুতির উপদেষ্টা সনৎকুমারের শিষ্য। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য দেবর্ষি নারদেরই শিষ্য। দেবর্ষি নারদ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বীয় গুরু ঋষি সনৎকুমারের নিকট যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শিষ্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে তিনি দান করেন। দেবর্ষি নারদ যে সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

উক্ত বিবরণ এইরূপ :—একদা দেবর্ষি নারদ সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য শ্রুতির উপদেষ্টা ঋষি সনৎকুমারের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হইলেন। ঋষি বলিলেন—"তুমি কি কি অবগত আছ আমাকে বল"। তদুত্তরে দেবর্ষি নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থস্থানীয় অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম-স্থানীয় ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈবউৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা, মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা ও গন্ধর্ব্বশাস্ত্র—এতৎ সমস্তই অবগত আছি। কিন্তু এতৎ সমস্ত অবগত হইয়া—"সঃ অহং মন্ত্রবিদেব অস্মি"—আমি কেবল মন্ত্রবিৎই হইয়াছি, "ন আত্মবিৎ"—আত্মবিৎ হই নাই। কিন্তু আপনাদের ন্যায় জ্ঞানীর নিকট শ্রবণ করিয়াছি "আত্মবিৎ শোকং তরতি"—আত্মজ্ঞ পুরুষ শোকসাগর অতিক্রম করিয়া থাকেন। অতএব "সঃ অহং ভগবঃ শোচামি, ভগবান্ তং মা শোকস্য পারং তারয়তু"—। "হে ভগবন্! অনাত্মজ্ঞ শোকগ্রস্ত আমাকে শোকসাগরের পরপারে লইয়া যাউন্ (ছাঃ ৭।১।৩)। দেবর্ষি নারদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া করুণার্দ্র হৃদয় ঋষি সনৎকুমার তাঁহাকে যে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন তাহাই ছান্দোগ্য উপনিষদে ভূমাবিদ্যা নামে অভিহিত।

দেবর্ষি নারদ এবং ঋষি সনৎকুমারের মধ্যে একের পর এক প্রশ্নোত্তর চলিয়াছে। অবশেষে ঋষি সনৎকুমার বলিলেন—"প্রাপ্তব্য বিষয়ের মধ্যে সুখই শ্রেষ্ঠ, অতএব "সুখং ত্বেব বিজ্ঞাসিতব্যমিতি"—"সুখ কি তাহাই তুমি জানিতে ইচ্ছা কর।" তখন দেবর্ষি নারদ বলিলেন—"সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি" (ছাঃ ৭।২২।১)।—হে ভগবন্! সুখ কি তাহাই আমি জানিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাই। তিনি উত্তর করিলেন—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্"—যাহা ভূমা তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই—ভূমাই সুখ"। অতএব—"ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"—সেই ভূমা কি তাহাই তুমি জানিতে ইচ্ছা কর। দেবর্ষি নারদ বলিলেন—"ভগবন্! ভূমা কি তাহাই আমি জানিতে চাই (৭।১৩।১)। তখন ঋষি ভূমার লক্ষণ এইরূপ বলিলেন যে,—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা"—যখন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কিছু দেখেন না, পৃথক্ কিছু শুনেন না, পৃথক কিছু জানেন না, তখন তাহাই ভূমা অর্থাৎ যাহা কিছু দেখেন শোনেন এবং জ্ঞাত :হন, তৎসমস্তই ব্রহ্ম। তাহার পরই বলিলেন—"যত্রান্যং পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতং, অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্"—যখন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে কিছু দেখেন, শোনেন ও জ্ঞাত হন তখন তাহা অল্প। যাহা ভূমা তাহা অমৃত, যাহা অল্প তাহা মর্ত্ত্য (মরণধর্ম্মশীল)।" দেবর্ষি নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ভূমার অবস্থান কোথায়?" ভগবান্ সনৎকুমার বলিলেন—"তিনি নিম্নে, তিনি উর্দ্ধে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে,—তিনিই এতৎ সমস্ত,—"সঃ এবেদং সর্ব্বম্"। তৎপর "অহং" সম্বন্ধে বলিলেন—"আমি অধোভাগে, আমি উর্দ্ধে, আমি পশ্চাতে, আমি সম্মুখে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে—আমিই এতৎসমস্ত"। (৭।২৫।২)

জিজ্ঞাসু শিষ্যকে গুরু আনন্দের সহিত উপদেশ প্রদান করেন। তাই ঋষির বলার বিরাম নাই। এইবার আত্মার সম্বন্ধে বলিতেছেন—"আত্মাই নিম্নে, উর্দ্ধে, পশ্চাতে, সম্মুখে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তরে, দক্ষিণে—আত্মাই এতৎ সমস্ত। এইরূপ যিনি দেখেন, শোনেন, মনন করেন, বিশেষভাবে জানেন, তিনিই আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া স্বরাট্ হন—"স্বরাড্ ভবতি" এবং সমস্ত লোকে তাঁহার অপ্রতিহত গতি লাভ হয়—"তস্য সর্বেবষু লোকেষু কামাচারো ভবতি।" আর যাঁহারা এইরূপে অবগত না হইয়া তদ্বিপরীতরূপে অবগত হন তাঁহারা মরণ ধর্ম্মের অধীন হন এবং লোকসকলে তাঁহাদের অবাধগতি লাভ হয় না (৭।২৬।২)।" অনন্তর বক্তব্য শেষ করিতে গিয়া বলিলেন—তত্ত্ববিৎ পুরুষ—"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্" —মৃত্যু দর্শন করেন না, রোগ দর্শন করেন না, দুঃখও দর্শন করেন না, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ রোগ শোক মৃত্যু সব কিছুই জয় করেন। দেবর্ষি নারদও গুরুকৃপায় এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন; রোগ, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু জয় করিলেন। শ্রুতি স্বয়ংই বলিয়াছেন—"তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ"—রাগাদি দোষবিমুক্ত নারদকে ভগবান্ সনৎকুমার অজ্ঞানান্ধকারের পরপার দর্শন করাইলেন অর্থাৎ অমৃতময় লোকে লইয়া গেলেন। দেখা যাইতেছে দেবর্ষি নারদ শ্রুতির উপদেষ্টা ঋষি সনৎকুমারের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া আত্মবিৎ হইয়াছেন এবং রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু অতিক্রম করিয়াছেন। সেই দেবর্ষি নারদেরই শিষ্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য।* তিনিও যে, গুরুর নিকট হইতে সম্পূর্ণ

* শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য যে দেবর্ষি নারদের শিষ্য, তাহা তিনি স্বয়ংই বেদান্তদর্শনের ১ম অধ্যায় ৩য় পাদ ৮ সূত্রের স্বীয় ভাষ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মবিদ্যা সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের রচিত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যও যে সম্পূর্ণ ব্রহ্ম-বিদ্যার ধারক ও বাহক, যুক্তিমূলে তাহা স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীনিম্বার্কভাষ্য সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সারবান্। ভাষা সহজ, সরল অথচ গভীরভাবব্যঞ্জক। শাস্ত্রপ্রমাণে বক্তব্য বিষয় সর্ব্বত্র স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। দ্রষ্টা পুরুষের বক্তব্যে ভাষার কাঠিন্য বা অস্পষ্টতা এবং ভাবের অসামঞ্জস্য থাকে না, এই ভাষ্যেও তাহা নাই। কারণ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। বক্তব্যপ্রকাশে তাঁহার সংশয় বা অনিশ্চয়তা দৃষ্ট হয় না—সর্ব্বত্রই নিঃশঙ্ক এবং আত্মজ্ঞানের দৃঢ়ভূমির উপর স্থিত হইয়া স্বীয় বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্য-পাঠে যথার্থ জিজ্ঞাসুর নিকট ভাষ্যের এই বিশেষত্ব অজ্ঞাত থাকে না।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত এই যে—জীব ও জগৎ ব্রহ্ম। শ্রুতি প্রমাণেও ইহাই অবগত হওয়া যায়। জগৎ সৃষ্টির মূলে ব্রহ্মের বহু হইবার সঙ্কল্প। "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"—সেই পরমাত্মা কামনা করিলেন—আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব। "স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" তিনি তপস্যা করিলেন অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য্য সম্বন্ধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন—কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই জগতের যাহা কিছু সমস্তই সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি করিয়া তৎসমস্তে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

করিয়াছেন,—"পরমাচর্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈঃ অস্মদ্‌গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টো ভূমাত্বেবং বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" এবং সম্প্রদায়ে প্রচলিত গুরুপরম্পরাতেও তদ্রূপই ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার এই অনুপ্রবেশ জীবাত্মরূপে ; কারণ ঈশ্বররূপে তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াতো আছেনই। তিনি যে জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, তাহা "জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" এই শ্রুতি স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন।

তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্ট জগৎ, জীব ও স্রষ্টা ব্রহ্ম অভিন্ন ; কারণ সৃষ্টির নিমিত্তকারণ যেমন ব্রহ্ম, তদ্রূপ উপাদান-কারণও তিনিই। কুম্ভকার যেমন পৃথক্ বস্তু-মৃত্তিকার দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে, ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টি তদ্রূপ নহে। ব্রহ্ম ব্রহ্ম-উপাদানেই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। অতএব সৃষ্টির অণু পরমাণু সমস্তই তিনি এবং তৎসমস্তে তিনিই জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট। তাঁহার এই অনুপ্রবেশ বড় রহস্যময়। সৃষ্ট পদার্থমাত্রই তিনি এবং তৎসমস্তে তিনিই জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও তাহাতেই তাঁহার সমস্ত সত্তা পর্য্যাপ্ত হইয়া যায় নাই—তৎসমস্তের অতীতরূপেও তিনি বর্ত্তমান্ আছেন অর্থাৎ বিশ্বানুগ হইয়াও বিশ্বাতীত। অতএব জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ (ব্রহ্মসূত্র ২য় অঃ ৩য় পাদ ৪২, ২য় অঃ ১ম পাদ ১৪ সূত্র এবং গীতা ১০।৪২ ও ১৫।৭ দ্রষ্টব্য*)। অংশের সহিত অংশীর যে সম্বন্ধ, জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকেই ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলা হয়। অংশ সর্ব্বতোভাবেই অংশীর

*২য় অঃ ৩য় পাদ ৪২সূত্র—"অংশো নানা ব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিত বাদিত্বমধীয়ত একে ॥

২য় অঃ ১ম পাদ ১৪ সূত্র—"তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ ॥

গীতা ১০।৪২—"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

গীতা ১৫।৭—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গীভূত অতএব অভিন্ন। কিন্তু অংশীর সত্তা অংশকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান্ থাকে, অংশেই পর্য্যাপ্ত নহে ; অতএব অংশী অংশ হইতে ভিন্নও বটে। সুতরাং জীব ও জগৎরূপ অংশের সহিত ব্রহ্মরূপ অংশীর সম্বন্ধকে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলা হয়। দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধেরই নামান্তর।

প্রশ্ন হইতে পারে যে তবে জীব ও ব্রহ্মে পার্থক্য কিরূপ ? তাহার উত্তর এই যে, ব্রহ্ম বিভু, জীব অণু। বিভুর অংশ অণু তাহার সহিত অভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সমান হইতে পারে না। কাজেই জীবের সহিত ব্রহ্মের পার্থক্য সুস্পষ্ট। জগৎও ব্রহ্মের অংশ হওয়ায় এইপ্রকার ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ; সুতরাং জীব ও জগৎ উভয়ই সত্য, মিথ্যা নহে। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাঁহার রচিত বেদান্তকামধেনু নামক গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"সর্ব্বং হি বিজ্ঞানমতো যথার্থকং
শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ।
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতং
ত্রিরূপতাপি শ্রুতিসূত্রসাধিতা॥"

—দৃশ্যমান্ সমস্ত পদার্থই বিজ্ঞানময়, অতএব যথার্থ (সত্য), কারণ নিখিল পদার্থকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়া শ্রুতিস্মৃতি সর্ব্বত্র উপদেশ করিয়াছেন, ইহাই বেদজ্ঞদিগের অভিমত। আর ব্রহ্মের ত্রিরূপতাও (প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বররূপতাও) শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

একান্তাদ্বৈতবাদীমতে "অভিন্ন" শব্দের অর্থ অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতে হইবে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, কারণ ব্রহ্মই সৎস্বরূপ একমাত্র বস্তু ; জীব ও জগতের মোটেই অস্তিত্ব নাই, মিথ্যা— "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা"।

এই মতবাদ যে শাস্ত্রসম্মত নহে এবং যুক্তিগ্রাহ্যও নহে তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"অহং ব্রহ্মাস্মি" আমিই ব্রহ্ম, "তত্ত্বমসি" তুমিই সেই ব্রহ্ম ইত্যাদি, "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ"—যখন জ্ঞানীপুরুষ সর্ব্বভূতকে আত্মা বলিয়া অবগত হন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" এই দৃশ্যমান্ জগতের সব কিছুই ব্রহ্ম, এই সমস্তই আত্মস্বরূপ। যদি জীব ও জগতের অস্তিত্বই না থাকে—মিথ্যা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত বাক্য কি শ্রুতি অযথাই প্রয়োগ করিয়াছেন বলিতে হইবে? এইরূপ শত শত শ্রুতি উল্লেখ করা যাইতে পারে যদ্দ্বারা জীব ও জগতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। গীতায়ও শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

হে মহাবাহো!

জীবলোকে জীব আমারই সনাতন অংশ—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। (গীতা ১৫।৭)

জগৎরূপা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জীব নামক আমার অন্য এক প্রকৃতি আছে যাহা জগৎরূপা প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং জগৎকে ধারণ করিতেছে—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (গীতা ৭।৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা কিছু চরাচর পদার্থ আছে তৎসমস্ত আমা ভিন্ন কিছু নহে—"ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্"। (গীতা ১০।৩৯)

হে অর্জ্জুন! অধিক কিছু জানিবার প্রয়োজন কি? শুধু এইমাত্র জানিয়া রাখ যে আমিই আমার একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"
(গীতা ১০।৪২)

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতিকে মায়া এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে। তাঁহার অঙ্গসমূহ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥" (শ্বেতঃ ৪।১০)

অতএব মায়া এবং মায়ার কার্য্য জীব-জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে বিশ্বসৃষ্টি এবং তাহার মূল কারণ ব্রহ্মকেই অস্বীকার করা হয়। আর জীব-জগতের পারমার্থিক সত্যতা অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিলে বস্তুতঃ ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করা হয়। তাহাতে ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বেরই হানি হয়। এই মতবাদ যে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও একান্ত দ্বৈতবাদেরই পরিপোষক, বিচারশীল সুধী পাঠকমাত্রই তাহা বুঝিতে পারিবেন। বস্তুতঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঐ মতবাদকে একপ্রকার নাস্তিকবাদই বলা চলে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—অসুরস্বভাব পুরুষগণই জগৎকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যা প্রতিষ্ঠাহীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে—"অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্" (গীতা ১৬।৮)।*

অতএব ইহাই প্রমাণিত হয় যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সিদ্ধান্ত বা মতবাদ শ্রুতি প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদের এবং শাস্ত্রমর্য্যাদার সম্পূর্ণ ধারক ও বাহক।

শ্রুতি এবং অপরাপর শাস্ত্র ব্রহ্মকে কোথাও সগুণ কোথাও বা নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একই বস্তু যুগপৎ সগুণ ও নির্গুণ অর্থাৎ গুণযুক্ত ও গুণহীন বলিলে তাহা স্থূলবিচারে এবং সাধারণবুদ্ধিতে অস্বাভাবিকই মনে হয়। তাই ভাষ্যকারগণের মধ্যে কেহ সগুণ শ্রুতির কেহ বা নির্গুণ শ্রুতির প্রাধান্য দিয়া স্ব স্ব মতের বিরোধী শ্রুতিগুলিকে গৌণ অর্থে প্রয়োগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যাকে একদেশদর্শী এবং প্রকারান্তরে শাস্ত্রের প্রমাণিকতার অস্বীকৃতিরই জ্ঞাপক বলা চলে; শ্রুতি তো কোথাও তাঁহার বাক্যকে গৌণ বা মুখ্য বলিয়া বর্ণনা করেন নাই? ব্রহ্ম সর্ব্বাতীত—স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন; এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া—তাঁহার নিকট পোঁছিতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য ফিরিয়া আসে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। অতএব সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ যুক্তি তর্ক অনুমান প্রভৃতির বিষয়ীভূত নয় বলিয়া শাস্ত্রই ব্রহ্ম সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ

---

* আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব ব্রজবিদেহী শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক লিখিত দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যার তৃতীয় খণ্ড "বেদান্ত দর্শন" ও "গুরু-শিষ্য-সংবাদ" এই গ্রন্থ দুইটী পাঠ করিলে এই বিষয়ে বিস্তৃতরূপে অবগত হওয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (১।১।৩) এই ব্রহ্মসূত্রে ও অন্যান্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে—প্রকৃতির অতীত অচিন্ত্য বিষয় সম্বন্ধে তর্ক করিবে না—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"

অতএব শ্রুতি যখন প্রকৃতির অতীত অচিন্ত্য ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই বলিয়াছেন, তখন যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাঁহাকে কেবল সগুণ অথবা কেবল নির্গুণ বলা যাইতে পারে না।

এক্ষণে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য এই সগুণ নির্গুণ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহাই দেখা যাউক। তাঁহার মতে নির্গুণ শব্দের অর্থ গুণহীন নহে, গুণাতীত—অর্থাৎ তাঁহাতে গুণ আছে সত্য, কিন্তু তিনি তাহার অতীত রূপেও বর্ত্তমান আছেন—তিনি সেই গুণে আবদ্ধ নহেন, তিনি তাহার আশ্রয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন—

হে পার্থ! যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পদার্থ রহিয়াছে তৎসমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে। কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ নহি (যদিও) তাহারা আমার মধ্যেই স্থিত রহিয়াছে—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥" (গীতা ৭।১২)

অতএব এই ভগবদ্বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রাকৃত অপ্রাকৃত সমস্ত গুণই তাঁহাতে রহিয়াছে।

নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে—গুণ ও গুণী এই উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই; গুণী বস্তু স্বরূপতঃ গুণাতীত হইয়াও গুণযুক্ত থাকে। ব্রহ্মাশ্রিত-ত্রিগুণাত্মক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির পরিণাম বলিয়া জগৎও গুণাত্মক ও ব্রহ্মাশ্রিত, সেই গুণাত্মক জগতের আশ্রয়রূপে ব্রহ্ম গুণী হইলেও গুণাতীত স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে নির্গুণ বলা হয়। ব্রহ্মাশ্রিত গুণের কথা অনুক্ত থাকে মাত্র। অনুক্ত থাকে বলিয়াই যে তাঁহাতে গুণ নাই তাহা নহে,—গুণাত্মক জগৎ কখনও গুণী ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, অতএব তিনি সগুণও বটেন। অতএব ব্রহ্ম সম্বন্ধে ঐরূপ কেবলমাত্র সগুণ বা নির্গুণ-দৃষ্টি পূর্ণ-দৃষ্টি নহে, ইহা খণ্ড-দৃষ্টি, ইহাতে ব্রহ্মের একদিক্ মাত্র লক্ষ্যীভূত হয়। পূর্ণদৃষ্টিতে বা অখণ্ডদৃষ্টিতে গুণী যে গুণসকলকে অতিক্রম করিয়া স্বস্বরূপেও অবস্থান করেন, তাহাও লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হয়। তাই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ যুগপৎ উভয়াত্মক। ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্বে কালব্যবচ্ছেদ নাই—সমকালেই ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ। অতএব যেভাবেই তাহার ব্যাখ্যা করা হউক না কেন ব্রহ্মের স্বরূপ ও সত্তা একরূপই থাকে। কেবলমাত্র বিবক্ষা অনুসারে তাহার অর্থ অনুধাবন করিতে হয়। সগুণ নির্গুণের ইহা অপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আর কিছুই হইতে পারে না। এই ব্যাখ্যাতেই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের আপাতপ্রতীয়মান্ বিরোধের সমন্বয় হইতে পারে বলিয়া ইহাই যথার্থ ব্যাখ্যা। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য এইভাবেই সগুণত্ব ও নির্গুণত্বের সামঞ্জস্য দেখাইয়া ভাষ্যে সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

সমস্ত বেদবাক্যের সুতরাং বেদোক্ত-আপাতপ্রতীয়মান্ সমস্ত বিরোধীবাক্যেরও সমন্বয় যে একমাত্র ব্রহ্মেই হয়, তাহা ব্রহ্মসূত্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ংই "তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) সূত্রে উপদেশ করিয়াছেন। কাজেই শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের সামঞ্জস্য-পূর্ব্বক যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা যে শ্রুতিসম্মত এবং যুক্তি-প্রমাণ-সিদ্ধ, তাহা সত্যান্বেষীর নিরপেক্ষ-বিচারে অবশ্যই স্বীকৃত হইবে। সত্য সর্ব্বাতিশায়ী—সেখানে ভেদ বিভেদের অবকাশ নাই। যেখানে বিরোধ, যেখানে অসামঞ্জস্য, বুঝিতে হইবে সেখানে সত্যের আলোক প্রতিফলিত হয় নাই—মিথ্যার কুহেলিকা সেখানে সত্যকে আবৃত করিয়া দৃষ্টির বিভ্রম ঘটাইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য পূর্ব্বাচার্য্যগণের মূল সিদ্ধান্তই তাঁহার ভাষ্যে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীহংসভগবান্, চতুঃসন্ ও দেবর্ষি নারদ যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তানুযায়ী শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে ও তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থে মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে, বিশেষতঃ তাহার ১১শ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যে শ্রীহংসভগবান্-উপদিষ্ট-ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কিনা অনেকে এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন। অতএব এই বিষয়েও এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কাহারও কাহারও মতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য-বিষয় ভক্তি (পরাভক্তি)। কাজেই শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য মোক্ষকে যে পরমপুরুষার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ও তাহাতে উপদিষ্ট শ্রীহংসভগবানের সিদ্ধান্ত ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ প্রশ্ন তাঁহারা করিয়া থাকেন। তাহার উত্তর এই যে—শ্রীমদ্ভাগবতের ও তাহাতে উপদিষ্ট শ্রীহংসভগবানের মতে মোক্ষই পরমপুরুষার্থ; ভক্তি মোক্ষের সাধক, পরমপুরুষার্থ নহে। কাজেই শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সিদ্ধান্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের ও তাহাতে উপদিষ্ট শ্রীহংসভগবানের সিদ্ধান্তের মোটেই বিরোধ নাই—বিরোধ যে নাই, তাহাই এক্ষণে দেখান যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতকার স্বয়ংই তাহা বলিয়াছেন—

"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥ (ভাগঃ ১২।১৩।১২)

—সর্ব্ববেদান্তের সার যে এক অদ্বৈত ব্রহ্ম যাঁহার সহিত সমস্ত জীবজগৎ একাত্মভাবে স্থিত আছে—তাহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এবং কৈবল্যমুক্তিই ইহার একমাত্র প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে—

"তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে।
ত্রৈবর্গ্যোঽর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ॥"

(ভাগঃ ৪।২২।৩৫)

—চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই আত্যন্তিক পুরুষার্থ। কারণ ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ সর্ব্বদাই কৃতান্তভয়যুক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে দেখা যায়—উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীহংস ভগবান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ভাগবতধর্ম্মের পুনরায় উপদেশ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শেষে বলিয়াছেন—

—আমি সংক্ষেপে অথচ সহজভাবে দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পূর্ণ বেদান্তের সার তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম—তোমার নিকট সুস্পষ্ট-যুক্তির সহিত যে জ্ঞান আমি পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিলাম, তাহা লাভ করিয়া পুরুষ সংশয়শূন্য হইয়া মুক্ত (মোক্ষপ্রাপ্ত) হইবেন—

"এষ তেঽভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ।
সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ॥
অভীক্ষ্ণশস্তে গদিতং জ্ঞানং বিস্পষ্টযুক্তিমৎ।
এতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যেত পুরুষো নষ্টসংশয়ঃ॥"

(ভাগ ঃ ১১।২৯।২৩-২৪)

ভগবান্ ১১স্ক ১৮শ অধ্যায়ে ইহাও বলিয়াছেন—

"ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্।"
ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ॥
ইতি স্বধর্ম্মনির্ণিক্তসত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্‌গতিঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন চিরাৎ সমুপৈতি মাম্॥"

(ভাগঃ ১১।১৮।৪৪-৪৬)

—হে উদ্ধব! যিনি অনন্যপরায়ণ হইয়া ও সর্ব্বভূতে আমার সত্তার ভাবনা করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে নিত্য আমার ভজনা করেন, তিনি আমার প্রতি দৃঢ়া (পরা) ভক্তি লাভ করেন। তিনি সেই পরাভক্তির দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ সর্ব্বলোকমহেশ্বর পরব্রহ্ম-স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বোক্তপ্রকার স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ হইয়া নিত্য আমার ভজনের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইলে পরাভক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা আমার গুণ-শক্তি-স্বরূপাদি বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন ; এইরূপে আমার সম্বন্ধে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যে আমাকে প্রাপ্ত হন।

অনুরূপবাক্য গীতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"

(গীতা ১৮।৫৪-৫৫)

ভগবান্ বলিতেছেন—ব্রহ্মভাবে (ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বুদ্ধিতে) স্থিত প্রসন্নচিত্ত পুরুষ কোনও বিষয়ের জন্য শোক করেন না, কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। সর্ব্বভূতে তাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি হওয়াতে তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী হন (অনাত্মা বলিয়া তাঁহার কাছে কিছুই পরিহার্য্য নহে)। তখন তিনি মৎসম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন। সেই পরাভক্তির দ্বারা সর্ব্বতত্ত্বের সহিত আমার যথার্থস্বরূপ (পরম বিভুস্বভাব, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, চিদানন্দময় স্বরূপ) জ্ঞাত হইয়া আমাতে প্রবেশ করেন (মোক্ষ লাভ করেন)। এখানে গীতা বাক্যের সহিত উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণকথিত শ্রীহংসভগবানের উপদিষ্ট উপদেশাবলীর একতানতা বিশেষরূপে লক্ষ্যণীয়।

উপরোক্ত বাক্যসমূহের দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় যে শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীহংসভগবানের মতে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। অতএব শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের মতের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীহংসভগবানের মতের কোনরূপ বিরোধ নাই। এই পর্য্যন্তই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত বা মতবাদের সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

৪। ভাগবতধর্ম্মপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ বর্ণনা

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণ-কথিত সনাতন ভাগবতধর্ম্ম। সর্ব্বপ্রথম, সৃষ্টির আদি সত্যযুগে শ্রীহংসভগবান্ সনকাদি-ঋষিগণকে ইহা উপদেশ করিয়াছিলেন। কালবশে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে তাহাই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সবিস্তারে তাঁহার নিকট বর্ণনা করেন। এই গ্রন্থে বর্ণিত ভাগবতধর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া আমরা এখানে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদের সার সংক্ষেপে সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে এই গ্রন্থে বর্ণিত কোন কোন উপদেশের পুনরুক্তি হইলেও পাঠক-পাঠিকাগণের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া একই স্থানে একত্রে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদের প্রায় সমস্ত উপদেশই সংক্ষেপে লিখিত হইল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা—অবতার লীলা শেষ করিয়া স্বধামে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছেন। যে সকল কার্য্য সাধনের জন্য তিনি অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা শেষ হইয়াছে, কাজেই এইবার তাঁহাকে স্বধামে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া তিনি কখনও থাকেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে সেই বিরহ-ব্যথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হইবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের পদ-প্রান্তে উপনীত হইয়া কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিলেন—"হে ভগবন্! আপনার বিরহ আমি সহ্য করিতে পারিব না, আপনি যেখানে যাইবেন আমাকেও সেখানে লইয়া চলুন। কারণ, হে মহাযোগিন্! ভক্তগণের সহিত আপনার চরণদর্শন, নিত্য আপনার স্মরণ, কীর্ত্তনাদি দ্বারা আপনার অনুগ্রহলাভকেই আমি পরমপুরুষার্থ বলিয়া মনে করি। তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন—"হে প্রিয় উদ্ধব! আমি যে প্রয়োজনে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, সেই ভূভারহরণরূপ দেবকার্য্য শেষ হইয়াছে। এক্ষণে আমি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিব। আমি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে কলির প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। আমার অবস্থান হেতুই কলি এতকাল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কলি-প্রভাবে ধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে। এমতাবস্থায় তোমার আর এখানে থাকা উচিত হইবে না। অতএব—

"ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্॥' (ভাগঃ ১১।৭।৬)

—তুমি স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি সমস্ত স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে মন আমাতেই নিবেশিত কর এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন কর। আমি সর্ব্বব্যাপী—সমস্ত ভূতবর্গে আমিই বিরাজমান্; যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বত্র আমাকে দর্শন করেন, সর্ব্বপ্রকার অশুভ হইতেই তাঁহারা মুক্ত হন।" উদ্ধব বুঝিলেন ভগবান্ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব সংসারে থাকিয়াই কিভাবে পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া বলিলেন—"হে ভগবন্! আমি ত্রিতাপে তাপিত, সুতরাং নির্ব্বেদপ্রাপ্ত। আপনি অসীম অনন্ত আনন্দময় পুরুষ, বৈকুণ্ঠবাসী নরসখা নারায়ণ। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম "শরণং প্রপদ্যে"— সংসার ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবার উপায় আমাকে বলুন"। উদ্ধব কর্ত্তৃক এইভাবে প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যে সমস্ত উপদেশ করিয়াছিলেন যাহা শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ নামে প্রসিদ্ধ তাহা শ্রীমদ্ ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় হইতে উনত্রিংশ পর্য্যন্ত অধ্যায়সমূহে বর্ণিত আছে। ভগবান্ ভক্তের অধীন। ভক্তের ইচ্ছা তিনি পূরণ না করিয়া পারেন না—পারেন না যে, তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ।

সর্ব্বধর্ম্মের সার সম্পূর্ণ ভাগবতের নিগূঢ়তম রহস্য শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধবের নিকট ব্যক্ত করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। এই উপদেশসমূহে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় বিভিন্ন ধর্ম্মমতের বিশদ ব্যাখ্যা এবং ধর্ম্মের নিগূঢ়তম রহস্যের উদ্ঘাটন দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং ভগবান্ ব্যতিরেকে এই নিত্য শাশ্বত ধর্ম্মের উপদেশ করার আর কাহার সামর্থ্য আছে? এই উপদেশে বদ্ধ মুক্তের লক্ষণ, সৎসঙ্গের মহিমা, অনিমা লঘিমাদি যোগ সিদ্ধি, ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম, গৃহস্থধর্ম্ম, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম, সন্ন্যাস ধর্ম্ম, কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞান-যোগ, ভক্তি-যোগ, সাংখ্য-যোগ ইত্যাদি অতি উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সংসারবৈরাগ্য এবং আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশ করেন যদু ও অবধূত-সংবাদের মাধ্যমে। সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রাপ্ত অবধূত সদা প্রসন্নমনা—সর্ব্ববিষয়ে অসঙ্গ হইয়া আপন মনে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। সংসারে সকলেই ত্রিতাপানলে দগ্ধ হইতেছে, অবধূত কিন্তু সংসারে থাকিয়াও সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত। সংসারানল তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না—তিনি নিত্যানন্দে সদা নিমগ্ন, তাঁহার সাম্যভাব কিছুতেই নষ্ট হয় না—আনন্দময় পুরুষ তিনি। তাঁহার প্রশান্ত ললাট, শান্ত মুখশ্রী, করুণার্দ্র হৃদয়। যে তাঁহাকে দর্শন করে সেই মুগ্ধ হয়। ভক্তি-শ্রদ্ধায় আপনা হইতেই তাঁহার চরণে মাথা লুটাইয়া পড়ে। দৈবক্রমে ধর্ম্মজ্ঞ রাজা যদুর সঙ্গে অবধূতের সাক্ষাৎ হয়। যদু তাঁহাকে দর্শন করিয়াই বুঝিলেন এই ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রকার কামনা-বাসনা-বিবর্জ্জিত, আপ্তকাম, আত্মারাম। কিভাবে ব্রাহ্মণ এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া যদু প্রশ্ন করিলেন—"হে ব্রাহ্মণ! সকলেই যখন সংসার দাবানলে দগ্ধ হইতেছে, তখন দাবানলমুক্ত গঙ্গাসলিলে নিমজ্জিত হস্তীর ন্যায় আপনাকে দেখিতেছি স্নিগ্ধ, শান্ত, সন্তাপবিহীন। এইরূপ অবস্থা আপনি কি করিয়া লাভ করিয়াছেন তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি স্ত্রীপুত্রবিহীন ঐশ্বর্য্য-ভোগে বীতস্পৃহ, সংসারী মানুষের কাম্য সর্ব্বপ্রকার ভোগ-সুখ আপনি ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি যে আপনাকে সদাই নিত্যানন্দে মগ্ন দেখিতেছি তাহার কারণ কি কৃপাপূর্ব্বক বলুন।

অবধূত বলিলেন—"গুরুকর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াই আমি এই অবস্থা লাভ করিয়াছি। আমার বহু গুরু,—তাঁহাদের সংখ্যা চতুর্ব্বিংশ। কাহার নিকট কি শিখিয়াছি, একে একে বলিতেছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণ করুন। পৃথিবী আমার এক গুরু। তাঁহার নিকট শিখিয়াছি ক্ষমা। পর্ব্বতের নিকট শিখিয়াছি পরার্থপরতা। বৃক্ষের নিকট পরোপকারিত্ব শিখিয়াছি। আকাশের নিকট শিখিয়াছি অসঙ্গতা—আকাশ সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু বস্তুর দোষগুণে লিপ্ত নহে; পরমাত্মাও তদ্রূপ সর্ব্বত্র বিরাজমান্ থাকিয়াও নিঃসঙ্গী। জলের নিকট শিখিয়াছি স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা। অগ্নির নিকট শিখিয়াছি অক্ষোভতা—সুগন্ধ দুর্গন্ধ যে কোনও বস্তু তাঁহাতে নিক্ষেপ করা যায়, অগ্নি নির্ব্বিকারভাবে তাহা ভক্ষণ করেন, জাগতিক সুখ-দুঃখ ভালমন্দ এমনিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। চন্দ্রের নিকট শিখিয়াছি দেহের জন্ম-মরণাদির ও অবস্থান্তরপ্রাপ্তির জ্ঞান। চন্দ্রের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কিন্তু চন্দ্রের হয় না; সেইরূপ দেহধারী জীবের দেহেরই জন্মমরণাদি ও অবস্থান্তর হইয়া থাকে, আত্মার জন্মমরণাদি ও কোনরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। সূর্য্যের নিকট শিখিয়াছি পরার্থে স্বীয় কর্ম্মফল ত্যাগ—সূর্য্য স্বীয় রশ্মি দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া যথাকালে তাহা বর্ষণ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করেন, কিন্তু তাহার বিনিময়ে তিনি কিছুই চান না। কপোত-কপোতীর নিকট শিখিয়াছি সন্তান-বাৎসল্যের বিষময় পরিণাম। স্নেহই—আসক্তিই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের মূল, শুধু যে দুঃখভোগই হয় তাহাই নহে, সেই স্নেহ-পরায়ণ আসক্ত ব্যক্তিকে অবশেষে কপোত-কপোতীর ন্যায় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া স্নেহ ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। কুরর পক্ষীর নিকট শিখিয়াছি বিষয়গ্রহণেই দুঃখ, এমনকি ইহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। একদা কোনও এক কুরর পক্ষী একখণ্ড মাংস লইয়া উড়িয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতেছিল। তদ্দর্শনে অন্য একটি কুরর ঐ মাংসখণ্ড কাড়িয়া লইবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। প্রথমোক্ত কুরর যদি ঐ মাংসখণ্ড ত্যাগ করে তবে আক্রমণকারী কুররের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু লোভ ও মোহ বশতঃ তাহা ত্যাগ করিতে পারিল না ; ফলে আক্রমণকারী কুরর দ্বারা নিহত হইল। মানুষও তেমনি বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিতে না পারিয়া কখনও বা মৃত্যুসম দুঃখে কখনও বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বালকের নিকট শিখিয়াছি নিশ্চিন্ততা—এই মাত্র যাহা একান্ত প্রিয় বলিয়া সে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, পরমুহূর্ত্তেই তাহা ত্যাগ করিতে তাহার মনে কোন চিন্তা ভাবনা নাই। মানুষ ভবিষ্যৎ-চিন্তায় আকুল, কিন্তু বালক ভবিষ্যতের কথা ভাবে না, সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত। কুমারীর নিকট শিখিয়াছি বহুলোকের সহিত একত্রবাস কলহ ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। সঙ্গহীন হইয়া একাকী থাকিলে কলহহেতু দুঃখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কোন এক সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুমারী ধান ভানিতেছিল। তাহার হাতে অনেকগুলি চুড়ি ছিল এবং ধানভানার সময় সেই চুড়িগুলির পরস্পর সংঘর্ষে শব্দ হইতেছিল। শব্দ শুনিয়া লোকে তাহার ধানভানার কথা জানিতে পারিবে মনে করিয়া সেই কুমারী দুই হাতে এক একটি করিয়া মাত্র চুড়ি রাখিয়া আর সব ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তখন দেখিল তাহাতে আর শব্দ হয় না। তখন কুমারী বুঝিল একাকী বাসই কলহনিবৃত্তির উপায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকিলে আর কাহার সহিত কলহ হইবে? বাণনির্ম্মাতার নিকট শিখিয়াছি চিত্তের একাগ্রতা। বাণ নির্ম্মাণকারী অন্য সব বিষয়ে লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া একাগ্রমনে বাণ নির্ম্মাণ করিতেছিল। এমন সময় রাজাকে লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদল লোক বাদ্যভাণ্ডসহ কোলাহল করিতে করিতে তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বাণনির্ম্মাতা কিছুই জানিতে পারিল না। কারণ তাহার মন সর্ব্বতোভাবে স্বীয় কার্য্যেই নিবিষ্ট ছিল। সেইরূপ যোগী বাহ্য বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া কেবলমাত্র আত্মধ্যানেই রত থাকিবেন।

বায়ুর নিকট শিখিয়াছি বিষয়ের দোষগুণে নির্লিপ্ততা—বায়ুর অপর নাম গন্ধবহ—সুগন্ধ দুর্গন্ধ দুই-ই তিনি যেমন সমানভাবে বহন করেন, কোনটাতেই লিপ্ত হন না; তদ্রূপ যোগী বালত্ব তরুণত্বাদি দেহধর্ম্মে ও রূপরসাদি বিষয়ে নির্লিপ্ত হইবেন। অজগরের নিকট শিখিয়াছি যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বস্তুতেই উদরপূর্ত্তি করিতে হইবে, স্বাদু অস্বাদু বিচার করিবে না—যথালাভে সন্তুষ্টি। সাগরের নিকট শিখিয়াছি সর্ব্বাবস্থায় অপ্রমত্ততা—কোন কিছুতেই সাগরের বিক্ষেপ নাই, সাগর সর্ব্বাবস্থায় একরূপ থাকে—বর্ষায় যেমন নদীজল পরিপূরিত হইলেও সাগর বেলাভূমি অতিক্রম করে না, গ্রীষ্মকালেও শুকাইয়া যায় না; যোগীও তেমনি সর্ব্বাবস্থায় অপ্রমত্ত থাকিয়া শান্ত-সমাহিত-জীবন যাপন করিবেন। পতঙ্গের নিকট শিখিয়াছি সৌন্দর্য্যের আকর্ষণই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের এমনকি মৃত্যুরও কারণ হইয়া থাকে—পতঙ্গ অগ্নির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, সেইরূপ মানুষও রমণীর বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিপদাপন্ন হয় এবং কখনও কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সঞ্চয়ের বিপদ্ মধুমক্ষিকার নিকট শিখিয়াছি—মধুমক্ষিকা চাক নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মধু সঞ্চয় করে, মানুষ মধুসংগ্রহের জন্য সেই মৌচাক ভাঙ্গিয়া মক্ষিকাকুল ধ্বংস করে; নির্জ্জনবাসী যোগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনো সঞ্চয় করিবেন না, করিলে লোভীর হস্তে পড়িয়া সঞ্চিত বস্তুর সহিত বিনষ্ট হইবেন।

পিঙ্গলা নামক বেশ্যাও আমার অন্যতম গুরু। পিঙ্গলার নিকট এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি যে, আশাই দুঃখের মূল, আশা ত্যাগ করিলে শান্তি লাভ করা যায়—দিবাবসানে পিঙ্গলা ভাবিতেছে কোন না কোন পুরুষ তাহার নিকট আসিবে, তাহাকে ধন দিবে এবং ইন্দ্রিয়সুখ প্রদান করিবে। তাহার গৃহের সম্মুখের রাস্তা দিয়া যে কেহ যায় তাহার সম্পর্কেই ঐরূপ মনে করে, কিন্তু একে একে কত পুরুষই চলিয়া গেল, কেহই তাহার নিকট আসিল না। এমনিভাবে আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠ চিত্ত হইয়া তাহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল—পিঙ্গলা একবার ঘরে আসিতেছে একবার বাহিরে যাইতেছে, এইরূপ করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্রি পার হইয়া রজনী শেষ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু তাহার নিকটে কেহই আসিল না দেখিয়া সে নিরাশ হইল এবং তাহার মনে বৈরাগ্য উপজাত হইল, তখন সে ভাবিতে লাগিল—অহো! আমি কি মূর্খ, পুরুষদেহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কি ঘৃণ্য আচরণই না আমি করিতেছি। যে পুরুষদেহের সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হইতেছি, তাহা ত বিষ্ঠা-মূত্রেরই সমবায়—এতে বাস্তবিকই সুখপ্রদ কিছু নাই। অথচ এই অপবিত্র অশুচি পুরুষদেহের কামনাতেই বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতেছি। হায়! আমার এই দুষ্প্রবৃত্তি কবে নিবৃত্ত হইবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার বিবেকজ্ঞান জাগ্রত হইল, ঘৃণ্য দেহের প্রতি মোহ-জাল ছিন্ন হইল, মন শান্ত হইল, তখন কান্তবৃষাজনিত দুরাশা ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া শান্তি লাভ করতঃ শয্যায় গিয়া শয়ন করিল।

"ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা।" (ভাগঃ ১১।৮।৪৩)

তাই তাহার নিকট শিখিয়াছি—

আশাই পরম দুঃখের কারণ এবং নৈরাশ্যই পরম সুখের কারণ— "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্" (ভাগঃ ১১।৮।৪৪) সর্পের নিকট শিখিয়াছি নিজে গৃহ নির্ম্মাণ না করিয়াও অন্যের নির্ম্মিত গৃহে সুখে বাস করা যায়—সর্প নিজে কোন বাসস্থান নির্ম্মাণ করে না, মুসিকাদির নির্ম্মিত গর্ত্তাদিরূপ গৃহে সে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে ও একাকী বিচরণ করে ; তদ্রূপ যোগী নিজের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া অপরের নির্ম্মিত গুহাদিরূপ নির্জ্জন গৃহে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবেন ও একাকী বিচরণ করিবেন। মাকড়সার নিকট জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের তত্ত্ব যথাযথরূপে অবগত হইয়াছি—মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর হইতে সূত্র বিস্তার করিয়া তাহারই মধ্যে স্থিত থাকিয়া ক্রীড়া করে এবং পরে পুনরায় সেই সূত্র নিজেরই মধ্যে গুটাইয়া লয়, তদ্রূপ পরমেশ্বর নিজ হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে স্থিত থাকিয়া বিহার করেন এবং পুনরায় নিজেরই মধ্যে বিশ্বকে লয় করিয়া লন। পেশস্কৃৎ নামক পোকার (কাঁচপোকার) নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি নিরন্তর ধ্যানের ফলে ধ্যেয়বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়—কাঁচপোকা তেলাপোকাকে ধরিয়া যখন দেওয়ালের গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তেলাপোকা ভয়ে কাঁচপোকার নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকে, তাহার ফলে সেও কাঁচপোকাই হইয়া যায়, তদ্রূপ স্নেহ দ্বেষ বা ভয় হেতু পরমাত্মার নিরন্তর ধ্যান করিলে তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ! এইভাবে আমি এই সকল গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমার নিজের দেহও আমার এক গুরু। কারণ আমার এই দেহ হইতে আমি বৈরাগ্য ও বিবেক প্রাপ্ত হইয়াছি—এই দেহ অনিত্য এবং অস্থি-মজ্জা-মাংস-রক্ত-পূঁজ-বিষ্ঠা ও মূত্রের সমষ্টি; অতএব ঘৃণ্য এবং শৃগাল কুকুরাদির ভক্ষ্য, ইহা জানিয়া আমি ইহার প্রতি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু মনুষ্য দেহ এইরূপ নশ্বর হইলেও এই দেহ দ্বারাই যথাযথরূপে তত্ত্ব-চিন্তা করিয়া আমি বিবেক লাভ করিয়াছি। এইরূপে বিবেক ও বৈরাগ্য লাভ করিয়া জ্ঞানালোকের দ্বারা মুক্তসঙ্গ, নিরহঙ্কার ও আত্মস্থ হইয়া আমি পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি।”

অবধূত যদুকে এইরূপ বলিয়া তাঁহার দ্বারা পূজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। যদুও তাঁহার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ও তদনুযায়ী চলিয়া ক্রমশঃ বিষয়সঙ্গ হইতে মুক্ত ও সমচিত্ত হইলেন।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট যদু-অবধূত-সংবাদ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—দেহধারী জীব সকলের মধ্যে কেহ নিত্যবদ্ধ, কেহ নিত্যমুক্ত হয় কেন? ভগবান্ বলিলেন —“গুণক্রিয়া হইতেই দেহধারী জীব বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। আর যাঁহারা গুণাতীত তাঁহারাই মুক্ত। এই গুণাতীত অবস্থা একমাত্র আমার কৃপাতেই লাভ হইয়া থাকে, জীবের সাধ্য নাই যে আমার মায়াকে অতিক্রম করে। হে উদ্ধব! সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবার দ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান ও আমার প্রতি উত্তম ভক্তি লাভ হয় এবং সাধুসঙ্গ লব্ধ সেই ভক্তির দ্বারাই আমার মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ।।
প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব ।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ।।"

(ভাগঃ ১১।১১।৪৭-৪৮)

অতঃপর দ্বাদশ অধ্যায়ে সৎসঙ্গের মহিমা, শরণাগতির মাহাত্ম্য এবং ভগবান্‌ই যে সর্ব্বাত্মা সর্ব্বব্যাপী তাহা বলিতে যাইয়া ভগবান্ বলিলেন— হে উদ্ধব! তুমি আমার ভক্ত সুহৃৎ ও সখা, অতএব পরম গোপনীয় হইলেও বক্ষ্যমাণ পরম রহস্য তোমার নিকট ব্যক্ত করিব—"সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা"(ভাগঃ ১১। ১১।৪৯) হে উদ্ধব! সৎসঙ্গের মহিমা শ্রবণ কর, সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে,যোগ,যাগ, বেদাভ্যাস, জ্ঞান, বৈরাগ্য, দান, ব্রত, ইষ্টাপূর্ত্ত, দেবপূজা, তীর্থভ্রমণ, যম, নিয়ম প্রভৃতি কিছুই আমাকে তদ্রূপ বশীভূত করিতে পারে না। গোপীগণ সৎসঙ্গ-প্রভাবেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তুমি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাত্মা আমার শরণাপন্ন হও। আমার শরণাগতিই সর্ব্বপ্রকার ভীতি হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া জানিবে—

"মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্ ।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥" (১১।১২।১৫)

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীহংসভগবানের ইতিহাস ও উপদেশ বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিলেন—গুণত্রয় বুদ্ধিরই বৃত্তি, আত্মার নহে। গুণত্রয়কে জয় করিয়াই অর্থাৎ গুণাতীত হইয়াই মানুষ ভক্তিধনের অধিকারী হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলিলেন—আত্মসমর্পণের দ্বারা পরমানন্দ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইলে যে অতুলনীয় সুখ লাভ হইয়া থাকে, বিষয়াসক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণের সে সুখ কোথায় ?—

"ময়াত্মনা সুখম্ যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥"

(ভাগঃ ১১।১৪।১২)

আর ইহাও জানিবে যে আমাকে প্রাপ্ত হইলেই আর্ত্তজীবের সকল দুঃখের অবসান হয়, তাহার সর্ব্বদিক্ সুখময় হইয়া উঠে।

"ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥" (ভাগঃ ১১।১৪।১৩)

হে উদ্ধব ! সঙ্গের দোষগুণ ভাল-ভাবে বিচার করিয়া চলিবে। সৎসঙ্গ যেমন আনন্দপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ, অসৎসঙ্গ তেমনই দুঃখপ্রদ এবং সংসার-বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। আরও একটি কথা বিশেষ-ভাবে মনে রাখিবে যে, স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পুরুষের যেরূপ ক্লেশ ও বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে, অন্য কিছুই তদ্রূপ হয় না।

"ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥"

(ভাগ ঃ ১১।১৪।৩০)

অতএব ধীরব্যক্তি স্ত্রীগণের ও স্ত্রীসঙ্গী-ব্যক্তিগণের সঙ্গ দূর হইতেই পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলকর নির্জ্জনস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক নিরলসভাবে আমার চিন্তা (ধ্যান) করিবেন—

"স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাঞ্চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥"

(ভাগঃ ১১।১৪।২৯)

পঞ্চদশ অধ্যায়ে অণিমাদি যোগসিদ্ধির কথা বলিতে গিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াছেন—আমাতে সমাহিতচিত্ত যোগীর নিকট অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধিসমূহ আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়া থাকে—

"ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥"

(ভাগ ঃ ১১।১৫।১)

কিন্তু এই সকল সিদ্ধি ভগবৎ-প্রাপ্তির অন্তরায়-স্বরূপ। এই সমস্তের দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না, আর ভক্তিলাভ ব্যতীত আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুরই কামনা করিবে না।

ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান্ উদ্ধবের নিকট তাঁহার বিভূতির বর্ণনা করিয়া তাহার পর বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব! তোমার এত সব জানিবার প্রয়োজন নাই—তুমি বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ ও প্রাণ সংযত কর এবং বিশুদ্ধ মনের দ্বারা বুদ্ধিকেও সংযত কর। এইরূপ করিলে তুমি পুনরায় জন্মমরণরূপ সংসার পথে পতিত হইবে না। মন বাক্য প্রভৃতির সংযমব্যতিরেকে সব কিছুই ব্যর্থ হয়—কাঁচা মাটির ঘটে রক্ষিত জলের ন্যায় সেই যোগীর ব্রত, তপস্যা ও দান ক্ষয় প্রাপ্ত হয় জানিবে—

"তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ"॥ (ভাগঃ ১১।১৬।৪৩)

সপ্তদশ অধ্যায়ে উদ্ধব প্রশ্ন করেন—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালনকারী ব্যক্তি কি ভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তি লাভ করিতে পারে। তদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন—প্রত্যেক বর্ণের ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্। কিন্তু অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, কাম-ক্রোধ-লোভহীনতা এবং সকল প্রাণীরই কল্যাণ ও প্রিয়-সাধন সকল বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। আর শৌচ, স্নান, আচমন, সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনা, প্রীতিপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা, জপ, ধ্যান, অভক্ষ্য-বর্জ্জন এবং মন বাক্য ও কায়ের সংযম সকল আশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম। তৎপর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলিলেন—তাঁহার এই দেহ তুচ্ছ কামভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হয় নাই, ইহকালে ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক তপস্যার জন্য এবং পরকালে অনন্ত সুখ লাভের জন্য ইহা সৃষ্ট হইয়াছে—

"ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ॥" (ভাগঃ ১১।১৭।৪২)

অনন্তর সকল বর্ণেরই গৃহীর ধর্ম্ম বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহী আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব কাহারো প্রতি আসক্তচিত্ত হইবেন না; কারণ, পান্থশালায় পথিকে পথিকে মিলন যেমন ক্ষণস্থায়ী, পুত্র, পত্নী, স্বজন ও বন্ধুগণের সহিত মিলনও তেমনি স্বল্পকালস্থায়ী। স্বপ্ন ভঙ্গে যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট দৃশ্যসকল নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী পুত্রাদির সঙ্গে সম্পর্ক লোপ প্রাপ্ত হয়—

"পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥"
(ভাগঃ ১১।১৭।৫৩)

অতএব প্রত্যেক গৃহীর কর্ত্তব্য—মমতা শূন্য ও আসক্তিশূন্য হইয়া অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করা, তাহা হইলে সে সংসারে আর আবদ্ধ হইবে না—

"ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥" (ভাগঃ ১১।৭।৫৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু মোহান্ধ জীব সংসারের অনিত্যতা এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তিই যে সকল দুঃখের মূল ও সকলেই যে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, অপরে তাহার ভাল মন্দ কিছুই করিতে পারে না, তাহা বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ মিথ্যা ভাবনা করিয়া থাকে—

অহো ! আমার বৃদ্ধ পিতামাতা, ভার্য্যা ও শিশু সন্তানগণ আমা ব্যতীত দীন অনাথ ও দুঃখিত হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবে ?

"অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥"

(ভাগঃ ১১।১৭।৫৭)

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মোহান্ধ সেই জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া অসৎ বস্তুতে আসক্তি-নিবন্ধন তামসী যোনি প্রাপ্ত হয়—

"এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ ॥"

(ভাগঃ ১১।১৭।৫৮)

দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ভগবদ্ভজন ব্যতীত মানুষ কি দুর্দ্দশাগ্রস্তই না হইয়া থাকে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম বর্ণনা করিতে গিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন—যে গৃহস্থ ব্যক্তি বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বনে ইচ্ছুক, তিনি উপযুক্ত পুত্রের নিকট স্ত্রীকে রাখিয়া অথবা পত্নীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিতই বনে গমন করিবেন। আয়ুর তৃতীয়ভাগ বনেই সুকঠোর তপস্যা করিয়া যাপন করিবেন।

সন্ন্যাসী কেবলমাত্র কৌপীন পরিধান করিবেন। তাঁহার ধর্ম্ম হইল—মৌন, চেষ্টা-শূন্যতা ও প্রাণায়াম ; আবার এইগুলিই যথাক্রমে বাক্য, শরীর ও মনের দণ্ড। যাঁহার এই সকল দণ্ড অর্থাৎ সংযম নাই, তিনি কেবলমাত্র বংশ-দণ্ড ধারণ করিয়াই সন্ন্যাসী হইতে পারেন না "বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ" (ভাগঃ ১১।১৮।১৭)। আর সন্ন্যাসী জ্ঞানী হইয়াও বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিবেন, সাধন ভজনে নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন, পণ্ডিত হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় কথা বলিবেন এবং বেদজ্ঞ হইয়াও বৃষের ন্যায় অনিয়ত আচরণ করিবেন--

"বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥" (ভাগঃ ১১।১৮।২৯)

সন্ন্যাসী কখনো দুর্ব্বাক্যের দ্বারা অন্যের মনে পীড়া জন্মাইবেন না এবং অপরের দুর্ব্বাক্যসকল ক্ষোভহীন হইয়া সহ্য করিবেন—

"অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন ॥" (ভাগঃ ১১।১৮।৩১)

যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত আহার্য্য বস্তুতে সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইবেন, কখনো আহার ত্যাগে যত্নবান্ হইবেন না। আহার লাভের জন্য অবশ্যই যত্ন করিতে হইবে, কারণ দেহধারণ দ্বারাই তত্ত্ববিচার সম্ভব হয় এবং তদনন্তর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়—

"আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥" (ভাগঃ ১১।১৮।৩৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে উদ্ধব! সংক্ষেপে এই কথা মনে রাখিবে যে ভগবানে নিষ্ঠা ও সকল প্রাণীর প্রতি অদ্রোহ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম; তপস্যা ও তত্ত্ববিচার বানপ্রস্থের ধর্ম্ম; প্রাণীগণের রক্ষা ও নিয়মিত যজ্ঞানুষ্ঠান গৃহস্থের ধর্ম্ম এবং আচার্য্যের সেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। এইরূপে অনন্যমনা হইয়া যিনি স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মের দ্বারা সদা আমার সেবায় রত থাকেন এবং সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামীরূপে আমার ধ্যান করেন, তিনিই আমাতে দৃঢ়া (পরা) ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন—

"ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্॥" (ভাগঃ ১১।১৮।৪৪)

হে উদ্ধব! এই কথা বিশেষভাবে মনে রাখিবে যে, স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা আমার ভক্তের চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাহারপর তিনি ক্রমশঃ আমার ঐশ্বর্য্য পরিজ্ঞাত হইয়া ও জ্ঞান-বিজ্ঞানযুক্ত হইয়া অচিরেই আমাকে লাভ করেন—

"ইতি স্বধর্ম্মনির্ণিক্তসত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন চিরাৎ সমুপৈতি মাম্॥"
(ভাগঃ ১১।১৮।৪৬)

বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী পুরুষগণের যে ধর্ম্ম পিতৃলোকপ্রাপ্তির সাধনরূপে আচরিত হয়, তাহাই ভক্তিসহকারে আমার প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হইলে তাহার দ্বারা পরম মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে—

"বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এব আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥" (ভাগঃ ১১।১৮।৪৭)

ঊনবিংশ অধ্যায়ে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে ভগবন্!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি গভীর সংসারকূপে নিপতিত, কালসর্পকর্ত্তৃক দষ্ট এবং তুচ্ছ বিষয় সুখে অতিশয় আসক্ত, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন এবং মোক্ষপ্রদ জ্ঞানভক্তি-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন—

"দষ্টং জনং সম্পতিতং বিলেঽস্মিন্ কালাহিনা ক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষম্।
সমুদ্ধরৈনং কৃপয়াপবর্গ্যৈর্ব্বচোভিরাসিঞ্চ মহানুভাব ॥"

(ভাগঃ ১১।১৯।১০)

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে উদ্ধব! পূর্ব্বেই তোমাকে ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছি, এক্ষণে পুনরায় সেই ভক্তির সাধন সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

আমার অমৃতময়ী কথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার গুনানুকীর্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, আমার স্তব, আদরপূর্ব্বক আমার সেবা, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা আমার অভিবাদন, আমার ভক্তগণের পূজায় অধিক যত্নবান্ হওয়া, সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্ববোধ, সর্ব্ববিধ কার্য্য আমার প্রীত্যর্থে সম্পাদন, কেবলমাত্র আমার গুণানু-কীর্ত্তনেই বাক্যের প্রয়োগ, আমাতেই মন সমর্পণ, সর্ব্ব-প্রকার কামনা ত্যাগ এবং আমার জন্যই অর্থ, ভোগ ও সুখের পরিত্যাগ এবং আমার জন্যই যজ্ঞ, দান ও তপস্যা,—এই সকল অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির আমার প্রতি ভক্তি জন্মে। যাহার আমার প্রতি ভক্তি জন্মে তাহার আর প্রাপ্তব্য কিছু বাকী থাকে না।

"ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥"

(ভাগঃ ২১।১১।২৪)

অনন্তর উদ্ধবের শমদমাদির লক্ষণ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—আমাতে যে বুদ্ধির একান্ত অভিনিবেশ তাহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শম। ইন্দ্রিয়-সংযম দম, দুঃখ-সহন তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থ ইন্দ্রিয়ের জয়ের নাম ধৃতি। ভূত সকলের প্রতি সর্ব্বপ্রকার বিরোধ-ভাবের ত্যাগই প্রকৃত দান। ভোগে বীতস্পৃহ হওয়াই তপস্যা। স্বভাব-জয়ই শৌর্য্য, সমদর্শনই সত্য, প্রিয় ও সত্য বাক্যই ঋত, কর্ম্মে অনাসক্তিই শৌচ এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগই সন্ন্যাস। ধর্ম্মই ইষ্ট ও যথার্থ ধন, আমিই যজ্ঞ, জ্ঞানোপদেশই দক্ষিণা, প্রাণায়ামই পরম বল, সুখদুঃখান্বেষী না হওয়াই সুখ, কামসুখা-পেক্ষাই দুঃখ, সত্ত্বগুণের উদয়ই স্বর্গ, তমোগুণের বৃদ্ধিই নরক, অসন্তুষ্টিই দারিদ্র্য, অজিতেন্দ্রিয়ই কৃপণ, অনাসক্তিই প্রভুত্ব এবং আসক্তিই দাসত্ব, গুরুস্বরূপ আমিই বন্ধু, মনুষ্যদেহই গৃহ, গুণবান্ ব্যক্তিই ধনী, গুণ-দোষ দর্শনই দোষ, আর দোষ-গুণ দর্শন না করাই গুণ।

বিংশ অধ্যায়ে ভগবান্ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিলেন, হে উদ্ধব! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটি মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়, ইহা ছাড়া মোক্ষলাভের অন্য কোন উপায় নাই—

"জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥"

(ভাগঃ ১১।২০।৬)

আর কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই ভক্তি লাভ হয় না, বরং যতদিন না বৈরাগ্য উপজাত হয় আমার লীলাকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, ততদিন নিষ্ঠা সহকারে কর্ম্ম (স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম) অবশ্যই করিয়া যাইতে হইবে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।" (ভাগঃ ১১।২০।৯)

ভক্তিযোগের এমনই মাহাত্ম্য যে কামনা-বাসনা-পরায়ণ ব্যক্তিও যদি তাহার অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাহার হৃদয়ের সমস্ত কামনা-বাসনা দূর করিয়া দেন। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"কামা হৃদয়্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।" (ভাগঃ ১১।২০।২৯)

তৎপর বলিলেন সর্ব্বাত্মরূপে দর্শনই আমার স্বরূপ দর্শন এবং এইরূপ দর্শনেই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং কর্ম্মসমূহ নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অবশেষে ভক্তিই যে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদ তাহাই বলিতে গিয়া বলিলেন—

মানুষ কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান এবং তীর্থ-বাসাদি অন্যান্য মঙ্গলকর উপায় সমূহের দ্বারা যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, আমার ভক্ত তৎসমস্ত পাইতে ইচ্ছা করিলে একমাত্র আমার প্রতি ভক্তিদ্বারা তৎসমস্তই পাইতে পারেন। এমন কি স্বর্গ, মোক্ষ, ও আমার ধামও অনায়াসে তাঁহার লাভ হইয়া থাকে—

"যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ (ভাগঃ১১।২০।৩২-৩৩)

একবিংশ অধ্যায়ে ভগবান্ স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—

হে উদ্ধব! নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী নিষ্ঠাই গুণ, অপরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকারে অবস্থিতিই দোষ ; ইহাই গুণ দোষের নির্ণয়—

"স্বে স্বেহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥" (ভাগঃ ১১।২১।২)

অতএব স্বীয় অধিকার অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই উচিত এবং সেই সকল কর্ম্ম ভগবৎ-প্রীত্যর্থে করিলেই আর বন্ধনের কারণ হয় না। বেদে যে সকাম কর্ম্মের প্রশংসা দেখা যায় তাহার অর্থ হইল—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না।

ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

—বেদোক্ত ফলশ্রুতি মনুষ্যের পরমপুরুষার্থ-বাচক নহে। বহির্ম্মুখ মনুষ্যগণকে মোক্ষরূপ পরম শ্রেয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্যই ঐরূপ বলা হইয়াছে। তিক্ত ঔষধ সেবনে অনিচ্ছুক বালককে যেমন মিষ্ট দ্রব্য প্রদানের দ্বারা ঔষধ সেবনে রুচি জন্মান হয়, বেদের ঐ ফলশ্রুতিও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে—

"ফলশ্রুতিরিয়ং নৃনাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনম্ ;" (ভাগঃ১১।২১।২৩)

দ্বাবিংশ অধ্যায়ে উদ্ধব জিজ্ঞাসা করেন—হে ভগবন্! তত্ত্বের সংখ্যা নির্ণয়ে মত ভেদ দৃষ্ট হয়, ইহার কারণ কি? তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব! তত্ত্বসম্বন্ধে যিনি যাহা বলিয়াছেন সবই ঠিক, পণ্ডিতগণের বাক্য যুক্তিহীন নহে—

"সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্বিদুষাং কিমশোভনম্" ॥
(ভাগঃ ১১।২২।২৫)

সংখ্যানির্ণয়ে স্থূলদৃষ্টিতে বৈষম্য প্রতীয়মান্ হইলেও পরস্পর অন্ত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবিষ্ট বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা বলিলেও কোন প্রকার বিরোধ নাই। শম দম দ্বারা চিত্তমল বিদূরীত হইলে, ভগবানে নিষ্ঠা উপজাত হয়, তখন পরস্পরে অন্তর্নিবিষ্ট তত্ত্বসকল প্রত্যক্ষীভূত হয় ও সন্দেহ দূর হয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে অর্থই যে অনর্থের মূল এবং কৃপণের ধন যে কোন কাজেই লাগে না তাহাই দেখান হইয়াছে। এই বিষয়ে ভগবান্ বলিয়াছেন—

কৃপণগণের অর্থ প্রায়ই সুখের কারণ হয় না—

"প্রায়েনার্থঃ কদর্য্যাণাং ন সুখায় কদাচন ॥" (ভাগঃ ১১।২৩।১৫) দৃষ্টান্তস্বরূপ এক কৃপণ ব্রাহ্মণ কিভাবে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনের নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন তাহা বলিয়া বলিলেন—ব্রাহ্মণ ঐভাবে লাঞ্ছিত হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তখনো উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না—সে সময় তাঁহার মনে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি বলিয়াছেন—এই উৎপীড়নকারিগণ আমার সুখ দুঃখের কারণ নহে। আর দেবতা, আত্মা, কর্ম্ম এবং কালও আমার সুখ দুঃখের কারণ নহেন। মনই সুখ ও দুঃখের মূল কারণ এবং মনই জন্ম-মরণরূপ সংসারচক্রের প্রবর্ত্তক। অতএব মনঃসংযমই একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহাতেই দুঃখের নিবৃত্তি এবং সুখ লাভ হইয়া থাকে; অতএব ব্রাহ্মণ মনঃসংযম পূর্ব্বক স্থির করিলেন—আমি শ্রীহরির চরণ কমল দ্বারা দুস্তর সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইব—

"অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব"

—(ভাগঃ ১১।২৩।৫৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সংকল্পানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। উপাখ্যান শেষ করিয়া ভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন—

হে বৎস! তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার প্রতি বুদ্ধি নিবেশিত করিয়া মনকে সংযুক্ত কর। এই মনঃসংযমই মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়—

"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত! নিগৃহাণ মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ॥"
(ভাগঃ ১১।২৩।৬১)

চতুর্বিবংশতি অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ বর্ণনা করিয়া পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় জীবেরই, আমার নহে; কারণ গুণত্রয় জীবের চিত্তেই উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ গুণের দ্বারাই জীব সংসারে আবদ্ধ হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুণসঙ্গ ত্যাগ করতঃ নির্গুণ হইয়া শ্রীহরির ভজনা করিবেন—

"গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ"।
(ভাগ : ১১।২৫।৩৩)

সাত্ত্বিক-রাজস-তামস জ্ঞান ও নির্গুণ জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন—আত্মা-বিষয়ক জ্ঞান সাত্ত্বিক, দেহাত্মাভিমান-বিষয়ক জ্ঞান রাজস ও প্রাকৃত অর্থাৎ আহার-বিহারাদি-বিষয়ক জ্ঞান তামস, আর মদ্বিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ বলিয়া জানিবে।

"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥"
(ভাগ : ১১।২৫।২৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে পুরুরবার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। রাজচক্রবর্ত্তী পুরুরবা কিভাবে উর্ব্বশীর মোহে মোহিত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহা প্রদর্শন করিয়া ভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন—হে উদ্ধব! অসৎসঙ্গ ও স্ত্রীলোকের মোহ এমনি সর্ব্বনাশকর হয় যে, পুরুরবা রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হইয়াও তিনি রমণীগণের ক্রীড়ামৃগের ন্যায় বৃথাই কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন—

"ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্ত্তী নরদেবশিখামণিঃ" (ভাগঃ ১১।২৬।৯)

দুঃখ ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে রাজা পুরুরবা বলিয়াছিলেন—স্ত্রীগণ যাহার মন হরণ করিয়াছে সেই ব্যক্তির বিদ্যার দ্বারা কি হয়? তাহার বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, শাস্ত্রজ্ঞান, নির্জ্জন-বাস, মৌনাবলম্বন সবই বৃথা—

"কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্॥"

(ভাগ ঃ ১১।২৬।১২)

অতএব স্ত্রীগণের অথবা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বশীভূত পুরুষগণের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে—

"তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ"।

(ভাগঃ ১১।২৬।২৪)

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়কে পণ্ডিতগণও বিশ্বাস করিতে পারেন না,—কারণ ইহারা পণ্ডিতগণের মনকেও হরণ করিয়া ফেলে; আর আমার মত জড়-বুদ্ধি ব্যক্তির কি কথা?" অতএব হে উদ্ধব! দুর্জ্জনগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিবে ; কারণ সাধুগণ উপদেশ দ্বারা শরণাগত ব্যক্তির বিষয়াসক্তি দূর করিয়া দেন—

"সন্ত এতস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।"

(ভাগঃ ১১।২৬।২৬)

সাধুগণ প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাশূন্য, অহংকারবিহীন, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব-রহিত ও নিঃসঙ্গ হন। ভগবান্-অগ্নিকে আশ্রয় করিলে যেমন মানুষের শীত, ভয় ও অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইরূপ সাধুর শরণাগত ব্যক্তির ভগবদ্-বিমুখতারূপ জড়তা, সংসার-ভয় ও সংসারমূলক অজ্ঞান দূর হয়। অতএব জলনিমগ্ন ব্যক্তির যেমন সুদৃঢ় নৌকাই উৎকৃষ্ট অবলম্বন ও উদ্ধারের উপায়, এই ঘোর সংসারে পতিত জনগণের পক্ষে তেমনি শান্তচিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ সাধুগণই পরম আশ্রয়—

—"নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়নম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥"

(ভাগঃ ১১।২৬।৩২)

সপ্তবিংশ অধ্যায়ে উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি! আপনার আরাধনারূপ ক্রিয়াযোগ আমাকে উপদেশ করুন।" ভগবান্ বলিলেন—"হে উদ্ধব! কর্ম্মকাণ্ড অসীম, তবে সংক্ষেপতঃ বলিতেছি শ্রবণ কর। আমার পূজা তিন প্রকার ? (১) বৈদিক (২) তান্ত্রিক ও (৩) বৈদিক তান্ত্রিক উভয়-মিশ্রিত। এই তিনের মধ্যে যাহার যেরূপ অভীষ্ট সে সেই বিধির দ্বারাই আমার পূজা করিবে। উত্তম দ্রব্যাদি দ্বারা প্রতিমাদিতে অথবা হৃদয়ে পূজা প্রশস্ত। নিষ্কাম ভক্ত যথাপ্রাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুদ্বারা ভক্তির সহিত প্রতিমাদিতে আমার পূজা করিলেই তাহা সুসম্পন্ন হয়। মানসপূজাই শ্রেষ্ঠ, মনোময় দ্রব্যের দ্বারাই তাহা সম্পন্ন হয়। নিষ্কাম ভক্তিযাগের দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়—

"মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।"

(ভাগ ঃ ১১।২৭।৫৩)

অষ্টাবিংশ অধ্যায় পূর্ব্ববর্ণিত জ্ঞানযোগের সার সঙ্কলন, ইহাকে পরামর্থ-নির্ণয় অধ্যায়ও বলা হয়।

পরমার্থ লাভের উপায় সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন "আমার ধ্যান ও নাম সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা কামাদি এবং শ্রেষ্ঠ যোগিজনের আচরণ দ্বারা দম্ভ-মোহাদি অশুভসকল ধৈর্য্যসহকারে বিনাশ করিবে। হঠযোগাদি সাধন, যদ্দ্বারা দেহকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করা যায়, তাহার কোন মূল্যই নাই জানিবে; কারণ দেহ যত দীর্ঘকাল স্থায়ীই হউক না কেন, একদিন না একদিন তাহার পতন হইবেই। কেবলমাত্র দেহ ধারণেই দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা নহে, ভগবান্-লাভেই তাহার সার্থকতা। মনুষ্যদেহের যে এত প্রশংসা শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ একমাত্র মনুষ্য দেহেই ভগবদ্ভজন ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, অন্য কোন দেহে হয় না। তাই ভগবান্ বলিলেন—যোগী যদি আমাকে আশ্রয় করিয়া যোগচর্য্যা করেন, তবেই তাঁহার যোগচর্য্যা সার্থক হয় এবং তদ্দ্বারা আত্মানন্দ (মোক্ষ) লাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথম সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীহংসভগবান্‌রূপে যে সনাতন ভগবতধর্ম্ম সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মানস পুত্র চতুঃসন্‌কে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি এবং সার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উনত্রিংশ অধ্যায়। উদ্ধব বলিলেন—হে অচ্যুত! আপনার উপদিষ্ট যোগানুষ্ঠান সাধারণ মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য; অতএব সকলের পক্ষে ভগবান্‌কে লাভ করার সহজসাধ্য উপায় কি তাহাই আপনি কৃপাপূর্ব্বক বলুন। তদুত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে উদ্ধব! মর্ত্ত্য মানব শ্রদ্ধাসহকারে যাহার অনুষ্ঠান করিয়া দুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে, আমি আমার সেই সুমঙ্গল ধর্ম্ম-সকল তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি—

"হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্।
যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্ মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জ্জয়ম্॥"

(ভাগঃ ১১৷২৯৷৮)

হে উদ্ধব! চিত্ত ও মন আমাতে সমর্পণ করিলে ভাগবতধর্ম্মে রুচি হইবে। তখন ধীরে ধীরে আমার রূপ-গুণ-লীলা স্মরণ করিতে করিতে আমার প্রীত্যর্থে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। আমার ভক্ত ও সাধুগণ যে দেশে বাস করেন, সেই দেশে বাস করিবে এবং দেব, মনুষ্য ও অসুরগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ভক্ত তাঁহাদের আচরণ অবলম্বন করিবে। সামর্থ্যানুযায়ী একাকী অথবা অন্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার উদ্দেশ্যে নৃত্য-গীতাদি সহকারে পর্ব্ব, যাত্রা ও মহোৎসব সম্পন্ন করিবে ও করাইবে। এইরূপ করিতে করিতে নির্ম্মল হইয়া আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা আমাকেই স্বীয় আত্মাতে ও সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অনাবৃতরূপে দর্শন করিবে। জ্ঞানদৃষ্টিতে যিনি সর্ব্বত্র আমার সত্তা দর্শন করিয়া সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং ব্রাহ্মণ, অন্ত্যজ, তস্কর, দাতা, সূর্য্য, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, সরল ও কুটিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেরই প্রতি সমদর্শী তিনিই পণ্ডিত বলিয়া জানিবে। এই-ভাবে সর্ব্বত্র আমার সত্তা দর্শন করিলে অহংকার, স্পর্দ্ধা, তির-স্কার, অসূয়া, হিংসা প্রভৃতি আশু বিনষ্ট হয়। অপরের উপহাস ও মিত্রতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া আমি উত্তম, উনি নীচ এইরূপ দৈহিক দৃষ্টি ও লজ্জাদি পরিহার পূর্ব্বক কুকুর, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীকে ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে—

"প্রণমেৎ দণ্ডবৎ ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।"

(ভাগঃ ১১।২৯।১৬)

এইরূপ যিনি করেন তাঁহার সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ ও আসক্তি দূরীভূত হয়—

"পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ"

(ভাগঃ ১১।২৯।১৮)

কায়মনোবাক্যে সর্ব্বত্র আমার সত্তা দর্শনের সাধনকেই আমি অন্যান্য সমস্ত সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি—

"অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥

(ভাগ ঃ ১১।২৯।১৯)

হে উদ্ধব! আমি সংক্ষেপতঃ অথচ সহজভাবে দেবতাগণের দুর্জ্ঞেয় এই সম্পূর্ণ বেদান্তের সার তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম—

"এষ তেঽভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ।
সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ॥" (ভাগঃ ১১।২৯।২৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের ভাগবতী কথার এবং শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদের শেষ কথা হইল "ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ"—বেদান্তের সার সঙ্কলন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তর এই কথাই পুনরায় উদ্ধবকে বলিয়া ভাগবান্ তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতেছেন যে—হে উদ্ধব! জ্ঞান, কর্ম্মযোগ, কৃষি, বাণিজ্য, দণ্ডনীতির অনুশীলন—এই সমস্ত সাধনের ফলে যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, একমাত্র আমার প্রতি ভক্তি দ্বারাই তৎসমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে উদ্ধব! আমিই তোমার সেই চতুর্ব্বর্গ—"তাবাংস্তেহহং চতুর্ব্বিধঃ"(ভাগঃ ১১।২৯।৩৩) হে সখে উদ্ধব! আমার কথিত ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে তো? তোমার মোহ এবং হৃদয়স্থ সমস্ত সন্দেহই বিদূরিত হইয়াছে তো? অমৃত পানের পর যেমন অন্য কিছু পানের প্রবৃত্তি থাকে না, তদ্রূপ মৎকথিত এই তত্ত্ব জানিতে পারিলে আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না। আমাতে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণকথিত সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া উদ্ধব কৃতকৃতার্থ হইলেন। তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে প্রণতি নিবেদনপূর্ব্বক বলিলেন—হে অনন্ত! হে সর্ব্বকারণের কারণ! আমার দেহভিমানরূপ অজ্ঞান আপনার কৃপায় দূরীভূত হইয়াছে। আপনাকে হৃদয়ের বাহিরে ও অভ্যন্তরে সমভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি এক্ষণে অজ্ঞানমুক্ত। অগ্নির সান্নিধ্যে শীত, অন্ধকার ও ভয় কখনও থাকিতে পারে কি? —"বিভাবসোঃ কিং নু সমীপগস্য শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য॥"

(ভাগঃ ১১।২৯।৩৭)

হে মহাযোগিন্! আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার শরণাগত, যাহাতে আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি লাভ হয়, আপনি সেইরূপ শিক্ষাই আমাকে প্রদান করুন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্! প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥" (ভাগঃ ১১।২৯।৪০)

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—হে উদ্ধব! আমার আজ্ঞায় তুমি বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া আমার নিকট তুমি যে তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছ, বাক্য ও চিত্তকে আমাতে নিবেশিত করিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ ভাবনা দ্বারা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর—

"মত্তোঽনুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্।
ময্যাবেশিতবাক্‌চিত্তো মদ্ধর্ম্মনিরতো ভব ॥"
(ভাগঃ ১১।২৯।৪৪)

তাহা হইলে অনায়াসে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা ত্রিবিধা গতি অতিক্রম করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে—

"অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্।"
(ভাগঃ ১১।২৯।৪৪)

ইহাই উদ্ধবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শেষ কথা, ইহাই ভক্ত উদ্ধবের প্রতি ভগবানের শেষ আশীর্ব্বাদ। আমরাও তাঁহার নিকট এই আশীর্ব্বাদই ভিক্ষা করিতেছি এবং এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে—

হে হরে! আমি পুনরায় একমাত্র আপনার শ্রীচরণকমলেরই দাসানুদাস হইব, আমার মন প্রাণপতি আপনারই গুণসমূহ স্মরণ করুক, বাক্য আপনারই গুণানুকীর্ত্তন করুক, এবং দেহ আপনারই সেবাকর্ম্ম করুক। হে প্রভো! আপনাকে ভিন্ন আমি ধ্রুবলোক, ব্রহ্মলোক, সার্ব্বভৌম, রসাতলের আধিপত্য, অনিমাদি যোগসিদ্ধি সমূহ অথবা পুনর্জ্জন্মরাহিত্য (মোক্ষও) আকাঙ্ক্ষা করি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে অরবিন্দাক্ষ! অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেমন মাতার জন্য, গোবৎসগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেমন স্তন্যের জন্য, প্রিয়ের বিরহে বিষণ্ণ হইয়া প্রিয়া যেমন প্রবাসী প্রিয়ের জন্য ব্যাকুল হয়, তদ্রূপ আমার মন আপনাকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে; অতএব আপনি আমাকে দর্শন দান করিয়া আমার সেই ব্যাকুলতা দূর করুন—

"অহং হরে তব পাদৈকমূলদাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃস্মরেতাসুপতেগু র্ণাংস্তে গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ॥
ন নাকপৃষ্ঠং ন পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধী রপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্যকাঙ্ক্ষে॥
অজাতপক্ষ ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথা বৎসতরা ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥"

(ভাগঃ ৬।১১।২৪-২৬)

——:০:——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ—অবতরণিকা	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শ্রীহংসভগবানের আবির্ভাব ও তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ	১৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম	২২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—বানপ্রস্থ ধর্ম্ম, সন্ন্যাস ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচারীধর্ম্ম	২৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—দ্রব্য, দেশ, কাল প্রভৃতির শুদ্ধি অশুদ্ধি ও বেদের তাৎপর্য্য	৩৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—অর্থের প্রতি অত্যাসক্তির পরিণাম, অর্থের অনর্থকারকতা ও জ্ঞানবিচার দ্বারা মনোজয়	৪২
সপ্তম পরিচ্ছেদ—সাংখ্যযোগ উপদেশ	৪৯
অষ্টম পরিচ্ছেদ—তত্ত্ব সম্বন্ধে নানামতের বিরোধভঞ্জন	৫৪
নবম পরিচ্ছেদ—সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের বৃত্তি ...	৫৮
দশম পরিচ্ছেদ—সাধুসঙ্গের মহিমা ও প্রভাব	৬৩
একাদশ পরিচ্ছেদ—যমনিয়মাদি যোগাঙ্গসমূহ ও ভক্তি-লাভের উপায়	৭০
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—পরমার্থ-নির্ণয়	৭৭
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—ভাগবতধর্ম্ম	৮০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

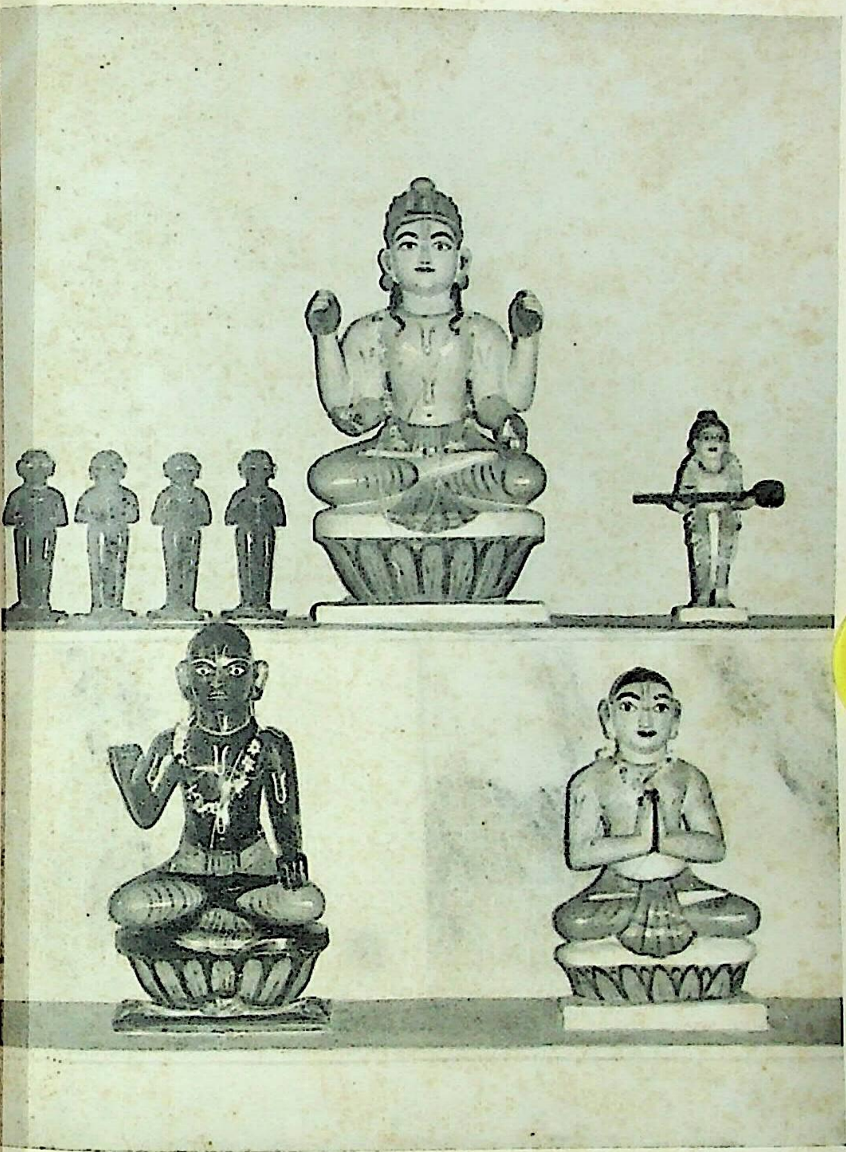

বিদেহী শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের বৃন্দাবনস্থ আশ্রম
কাঠিয়া বাবা কা স্থান"-এ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীহংস ভগবান, শ্রীশ্রীনারদ ভগবান, শ্রীশ্রীসনকাদি-
ঋষি চতুষ্টয়, শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্য্যজী ও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যজীর মর্ম্মর মূর্ত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ
ওঁ হরিঃ

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী

—প্রথম খণ্ড—

শ্রীশ্রীহংস ভগবান্ ও তাঁহার উপদেশাবলী

—প্রথম পরিচ্ছেদ—

অবতরণিকা ঃ—'হংস' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ, শ্রীশ্রীহংস ভগবানের আবির্ভাব ও তৎকৃত তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের প্রাসঙ্গিকতা।

শ্রীভগবান্ জীবমাত্রেরই একান্ত আপন জন, পরম সুহৃৎ; তাই জীবের দুঃখে তাঁহার করুণার অন্ত নাই।

তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী ঃ—"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি পরম করুণাবশতঃ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহার এই অবতার রূপও অনন্ত প্রকার। যুগভেদে শ্রীভগবান্ যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যযুগে তিনি যে রূপ ও কলেবর ধারণ করিয়া প্রকট হন, তাহার বর্ণনা ঐ অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে দৃষ্ট হয়ঃ

"কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জ্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ ॥" ১১।৫।২১

—সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্বাহু, জটাযুক্ত ও বল্কল পরিহিত এবং তিনি কৃষ্ণাজিনের উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করেন।

ঐ অধ্যায়েরই পরবর্ত্তী ত্রয়োবিংশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,

"হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥"

এই সত্যযুগে শ্রীভগবান্ 'হংস' নামে অভিহিত হন। সুতরাং সত্যযুগে অবতীর্ণ হংসভগবানের মূর্ত্তি সম্বন্ধেই যে উপরোক্ত শ্লোকের উক্তি, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। অবশ্য এই গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীশ্রীহংসাবতার সৃষ্টির আদিতে প্রথম সত্যযুগে প্রকট হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী প্রত্যেক সত্যযুগেও যে শ্রীশ্রীহংসাবতার হইয়া থাকেন, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের উপরিলিখিত উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য। 'হংস' যে শ্রীভগবানের একটি বিশেষ নাম, ইহা শ্রীবিষ্ণুনামাষ্টক স্তোত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

"অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্॥ "....ইত্যাদি

মহাভারতে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রের চতুস্ত্রিংশ শ্লোকেও শ্রীবিষ্ণুর এক নাম যে 'হংস' তাহা উক্ত হইয়াছে, যথা—

"মরীচির্দমনো 'হংসঃ' সুপর্ণো ভুজগোত্তমঃ"...ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেদিনীকোষে 'হংস' শব্দের অর্থ বিষ্ণু ও পরমাত্মা বলিয়া লিখিত আছে। এতদ্ভিন্ন মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বের অন্তর্গত সনৎসুজাত প্রকরণে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সনৎকুমারের উপদেশেও পরমাত্মা 'হংস' নামে বর্ণিত হইয়াছেন :—

"একং পাদং নোৎক্ষিপতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরণ্।
তং চেৎ সন্ততমূর্দ্ধায় ন মৃত্যুর্নামৃতং ভবেৎ॥
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্॥....ইত্যাদি

—অর্থাৎ এই সংসাররূপ সলিল হইতে উর্দ্ধে স্থিত হংসরূপ পরমাত্মা তাঁহার জগদ্রূপ এক পাদকে উর্দ্ধে উত্তোলন করেন না। যদি তাহাকেও উর্দ্ধে উত্তোলন করেন, তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষ বলিয়া আর কিছু থাকে না। যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

টীকাকার নীলকণ্ঠও বলিয়াছেন—

"হংস ইব হংসঃ পরমাত্মা।"

ঋগ্‌বেদে ও কঠোপনিষদে পরমাত্মা সম্বন্ধে 'হংস' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—"হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরীক্ষসদ্......" ইত্যাদি [ঋগ্ ৪।৪০।৫ এবং কঠোপনিষৎ ২।২।২]।

এই স্থলে আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—"হন্তীতি হংসঃ"। 'হন্তি' পদ দ্বারা হনন বা নাশ করা ও গমন করা—উভয় অর্থই বুঝায়। অতএব যিনি "অহং সঃ" বা "সোঽহম্" ভাবের ধ্যানপরায়ণ উপাসকদিগের সংসারভীতি নাশ করেন, তিনি 'হংস'। আবার যিনি সর্ব্বত্র গমন করেন অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিও হংস। সুতরাং বিনাশ ও গমন উভয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থেই পরমাত্মাকে বুঝায় বলিয়া 'হংস' শব্দ পরমাত্মবাচক। "যঃ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যঃ"—সর্ব্বভূতের যিনি গুহাশয় পুরুষ বা অন্তর্য্যামী তিনিও 'হংস'।

যেদিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, পরমাত্মাকে 'হংস' বলিলে সকল প্রকার শাস্ত্রের সহিতই সঙ্গতি হয়।

শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম দেহত্যাগের সময় ভগবানের স্তুতি করিবার কালে প্রথমেই শ্রীভগবানের হংসস্বরূপের স্তুতি করিয়াছেন—"শুচিং শুচিপদং হংসং"............ইত্যাদি (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৪৭।১৭)। এতদ্ভিন্ন শব্দরত্নাবলীতে 'হংস' শব্দের অর্থ "গুরু"ও বলা হইয়াছে। সাক্ষাৎ বিষ্ণু পরমাত্মা এই হংসমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হওয়ায়, এই আবির্ভূত মূর্ত্তি বিষ্ণু ও পরমাত্মা তো বটেনই, আত্মযোগ উপদেশ করা হেতু গুরুপদেও তিনি সমাসীন; ইহাতেও কোন অসামঞ্জস্য নাই। হংস যেমন জল-মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধকে পৃথক্ করিয়া লইতে সক্ষম, সেইরূপ বিষয় ও চিত্তের সহিত জড়িত আত্মাকে বিষয় ও চিত্ত হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীভগবানের এই মূর্ত্তি 'হংস'—ইহাও যুক্তিযুক্ত।

'জ্ঞানী পরমহংস' অর্থেও 'হংস' শব্দের ব্যবহার শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ, ৯ম অধ্যায়, ১৮ শ্লোকে দেখা যায়। অতএব শ্রীসনকাদি ঋষিগণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করার নিমিত্ত অবতীর্ণ হওয়ায় গুরুরূপে শ্রীভগবান্ জ্ঞানী পরমহংসস্বরূপ, ইহাও বলিতে পারা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়, ১৯শ শ্লোকে এবং ১১শ স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায়, ১৭শ শ্লোকেও বর্ণিত হইয়াছে যে ভগবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বয়ং হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মযোগ উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"তুভ্যং চ নারদ ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
ভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্।
জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং
যদ্ বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব ॥" (ভাগঃ ২।৭।১৯)
"হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং
দত্তঃ কুমার ঋষভো ভগবান্ পিতা নঃ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণ—
স্তেনাহৃতা মধুভিদা শ্রুতয়ো হয়াস্যে॥" (ভাগঃ ১১।৪।১৭)

—অর্থাৎ "হে নারদ! নারায়ণের প্রতি তোমার ভক্তি অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া হংসাবতারে তোমাকে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ ও আত্মতত্ত্ব প্রকাশক ভাগবতজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভক্তিযোগাদি জ্ঞান বাসুদেবের শরণাগত ভক্তগণ অনায়াসেই লাভ করিয়া থাকেন।" *

"শ্রীহংসরূপী ভগবান্, সনকাদি কুমারগণ, এবং আমাদের পিতা ভগবান্ ঋষভ—ইঁহারা জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত অচ্যুত

---

* এই স্থলে ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে শ্রীহংস ভগবান্ দেবর্ষি নারদকে ভাগবতজ্ঞান উপদেশ করিলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রীসনৎকুমারই তাঁহার গুরু; কারণ নারদজী বিধিপূর্ব্বক সমিৎপাণি হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ শ্রীসনৎকুমারেরই শরণাগত হইয়াছিলেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭ম অধ্যায়)। এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড (দেবর্ষি নারদ সম্বন্ধীয় পরবর্ত্তী পুস্তক) দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ হইয়া আত্মযোগ উপদেশ করিয়াছেন। সেই বিষ্ণুই হয়গ্রীবাবতারে মধুদৈত্যের কবল হইতে বেদ সকল উদ্ধার করিয়াছিলেন।”

এই শ্লোক দুইটিতে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে ভগবান্ বিষ্ণুই হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মযোগ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ ভাগবতজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার প্রার্থনায় হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া গুরুরূপে স্বয়ং সনকাদি ঋষিগণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে গুরুশক্তির সঞ্চার করায় শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়কে হংস সম্প্রদায়ও বলা হয়।

হংসমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক সনকাদি কুমারগণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করার ইতিহাস ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগতের একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভক্ত উদ্ধবকে যে প্রসঙ্গে বলিয়াছেন এবং যেরূপ প্রশ্নের উত্তরে যেরূপভাবে উপদেশ করিয়াছেন, অতঃপর তাহা বিবৃত করা হইতেছে। তথায় দেখা যায় যে বিষয়সকলকে বিপদের কারণ ও দুঃখজনক জানিয়াও মানুষ কেন আবার কুক্কুর গর্দ্দভাদির ন্যায় সেই বিষয়ই উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়— উদ্ধবের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতেছেন— “আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞান ও অবিবেকী পুরুষের দেহের প্রতি ‘আমি’ এইরূপ যে মিথ্যা জ্ঞান, সেই দেহাত্মবুদ্ধির ফলেই সত্ত্বপ্রধান মন দুঃখাত্মক রজোগুণে পরিব্যাপ্ত হয়। সেই রজোগুণযুক্ত মন হইতে নানাবিধ বিকল্প বা কল্পনার সহিত সঙ্কল্পের উদয় হয়। সেই দুর্ম্মতি পুরুষের সতত বিষয়চিন্তার ফলে দুঃসহ কামনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপজাত হয়। রজোগুণের প্রভাবে বিমোহিত, কামনার বশীভূত সেই ইন্দ্রিয়পরবশ পুরুষের "বিষয়ভোগে উত্তরোত্তর অধিক দুঃখই ভোগ হয়"---এইরূপ জানিয়াও সেই ভোগপ্রদ কর্ম্মসকলই করিয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্ম সম্পাদনকালে জ্ঞানী ব্যক্তির চিত্ত রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা কখনও কখনও বিক্ষিপ্ত হইলেও তিনি বিষয়ের দোষসকল অবগত থাকায় নিরলসভাবে শ্রীভগবানে চিত্তবৃত্তিকে সমাহিত করেন এবং বিষয়ের প্রতি আসক্ত হন না।"

শ্রীভগবান্ পুনঃ বলিলেন—"জ্ঞানী ব্যক্তি যত্নসহকারে অপ্রমত্ত হইয়া আসনজয়ী ও শ্বাসজয়ী হইবেন এবং তাঁহাতে (শ্রীভগবানে) আত্মসমর্পণ করিয়া যথাকালে নিয়মপূর্ব্বক মনকে পুনঃ পুনঃ তাঁহাতেই সমাহিত করিবেন। এইরূপে সকল বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীভগবানে সমাহিত করাই যথার্থ যোগ।" তাঁহার শিষ্য শ্রীসনকাদি ঋষিগণ এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, যথা—

"এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা॥" – (ভাগঃ ১১।১৩।১৪)

—অর্থাৎ সমস্ত বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া সাক্ষাৎ আমাতে সমাহিত করাকেই আমার শিষ্য সনকাদি ঋষিগণ যোগ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন!

এই শ্লোকে 'এতাবান্ যোগঃ'—'এইরূপ যোগ' বলায় এই যোগের কথা যে শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেও উপদেশ করিয়াছেন এবং শ্রীভগবানের পূর্ব্বোপদিষ্ট সেই যোগই যে তদীয় শিষ্য শ্রীসনকাদি ঋষিগণও উপদেশ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যেরূপ যোগের কথা শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেও উপদেশ করিয়াছেন, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাহা এতৎপ্রসঙ্গে বিবৃত হইল।

মনুষ্যগণ বিষয়সকলকে বিপদের কারণ অবগত হইয়াও কি কারণে কুক্কুরাদির ন্যায় সেই বিষয়সমূহ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হন [শ্লোক ৮] এই বিষয়ে ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১৩শ অধ্যায়ে উদ্ধবের প্রশ্নের যে উল্লেখ আছে, তদ্ভিন্ন ভাগবতের উক্ত স্কন্ধের দশম অধ্যায়েও আবার দৃষ্ট হয় যে উদ্ধব ভগবান্‌কে প্রায় তদনুরূপ প্রশ্নসকলই করিতেছেন—"হে বিভো! দেহধারী জীব সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণ ও বিষয়সমূহের সহিত লিপ্ত থাকিলে কিরূপে দেহজাত কর্ম্ম ও সুখাদিতে আবদ্ধ না হইয়া নির্লিপ্ত থাকিতে পারে? আর জ্ঞানস্বরূপ জীব স্বরূপতঃ আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত হইয়াও গুণ-সমূহের দ্বারা বদ্ধই বা হয় কেন?…" ইত্যাদি [শ্লোক ৩৫-৩৭]। পরবর্ত্তী একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ উদ্ধবের এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

ভাগবতের পূর্ব্বোল্লিখিত ১১শ স্কন্ধের ১৩শ অধ্যায়ের প্রথমেই উদ্ধবের প্রশ্ন ও শ্রীভগবানের উপদেশের সহিত এই একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীভগবানের উপদেশের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অতএব ইহা বুঝা যায় যে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত "এতাবান্ যোগঃ" বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবান্ যেরূপ যোগের কথা বলিয়াছেন, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্বোপদেশে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্বোপদেশেও সেইরূপ যোগের কথাই শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন। উভয় অধ্যায়েই প্রশ্নের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও উত্তরের বিষয়বস্তু একই প্রকার। কেবল ভাষার ও বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। সুতরাং শ্রীভগবান্ হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীসনকাদি ঋষিগণকে যে যোগোপদেশ করিয়াছিলেন এবং যে যোগোপদেশ শ্রীভগবান্ "এতাবান্ যোগঃ" বাক্যের দ্বারা সূচিত করিয়াছেন, সেই যোগোপদেশের অবতরণিকা স্বরূপে একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত তৎসদৃশ উপদেশও এখানে আলোচিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ে দেখা যায় যে শ্রীভগবান্ উদ্ধবের "জীব গুণে আবদ্ধ হয় কেন?............... ইত্যাদি প্রশ্নের [যাহা উপরে উক্ত হইয়াছে] উত্তরে বলিতেছেন —"হে উদ্ধব! আমার অধীনস্থ সত্ত্বাদি গুণের প্রভাবেই আত্মাকে বদ্ধ বা মুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। জীবের শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ এবং দেহধারণ প্রভৃতি সমস্তই আমার মায়া প্রভাবেই হইয়া থাকে। এইরূপ আমার মায়া দ্বারাই জীব সত্ত্বাদিগুণে বদ্ধ হয়, এবং আমার অনুগ্রহেই মুক্ত হয়। হে উদ্ধব! জ্ঞান ও অজ্ঞান বা বিদ্যা ও অবিদ্যা— সকলই আমারই শক্তি এবং তাহা আমারই ইচ্ছায় প্রবর্ত্তিত। সেই জ্ঞান ও অজ্ঞান বা বিদ্যা ও অবিদ্যাই দেহী জীবগণকে মুক্ত বা বদ্ধ করে। আমার অংশস্বরূপ এই জীব অবিদ্যার দ্বারা বদ্ধ হয় ও বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি অবিদ্যাগ্রস্ত বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন তিনি নিত্য বদ্ধ, আর যিনি তত্ত্বজ্ঞানী তিনি মুক্ত। স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট দেহকে স্মরণ করিলেও সেই দেহকে নিজের বলিয়া মনে করেন না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্ম্মবশে দেহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থান করিলেও সেই দেহের প্রতি আত্মবুদ্ধি করেন না। কিন্তু স্বপ্নদর্শী অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন বস্তুতঃ স্বপ্নদেহে অবস্থিত না হইয়াও নিজকে সেই দেহাবদ্ধ বলিয়া মনে করে, সেইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞ ব্যক্তি দেহের প্রতি মমত্ব বুদ্ধি করিয়া দেহকেই নিজ আশ্রয়-স্থল বলিয়া জ্ঞান করে।

যিনি নির্ব্বিকার, তত্ত্বদর্শী ও জ্ঞানী তিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিলেও "আমি গ্রহণ করিতেছি" এইরূপ মনে করেন না। কিন্তু অজ্ঞ মায়াচ্ছন্ন জীব সত্ত্বাদি গুণজনিত কর্ম্মবশে এই দৈবাধীন শরীরে বাস করিয়া 'আমিই কর্ত্তা' ভাবিয়া সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া শয়ন, উপবেশন, পর্য্যটন, স্নান, দর্শন, ঘ্রাণ, শ্রবণও ভোজনাদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করিলেও তাহাতে বদ্ধ হন না। ভগবদ্ভাবে ভাবিত সেই জ্ঞানী ব্যক্তি আকাশ, সূর্য্য ও বায়ুর ন্যায় বিষয়সমূহে অনাসক্ত হইয়া পরিমার্জ্জিত নির্ম্মল জ্ঞানের দ্বারা সকল সংশয় ছিন্ন করেন এবং স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় দেহাদি বিষয়ভোগ হইতে বিরত থাকেন। তিনি নিজকে ও বিষয়সকলকেও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বোধ করেন এবং সর্ব্বত্র এক আত্মবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি গুণ-দোষে নির্লিপ্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হন এবং প্রিয়কারী বা অপ্রিয়কারীকে প্রশংসা বা নিন্দা করেন না। তিনি ভাল বা মন্দ কোন কিছুই করেন না, বলেন না এবং অন্যকোনরূপ সঙ্কল্পও করেন না। তিনি কায় মন ও বাক্যকে শ্রীভগবানে সমাহিত করিয়া আত্মারাম হইয়া জড়ের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব হে উদ্ধব! তুমি তত্ত্ববিচার দ্বারা আমাতে নানাত্ব ভ্রম দূর করিয়া, বিশুদ্ধ মনকে সর্ব্বব্যাপী এবং পূর্ণ আমাতে সমর্পণ কর এবং বিবিধ কর্ম্ম করিবার পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত হও। যদি ব্রহ্মরূপী আমাতে মন নিশ্চল ভাবে ধারণ করিতে না পার তাহা হইলে কর্ম্মফলে নিরপেক্ষ হইয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ কর। হে উদ্ধব! আমি যাঁহার আশ্রয়, সেই শ্রদ্ধান্বিত পুরুষ আমার লোকপাবন সুমঙ্গল কথাসমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন, আমার জন্ম ও কর্ম্মসমূহ নিরন্তর স্মরণ, এবং আমার প্রীতি সম্পাদনের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম— এই ত্রিবর্গের আচরণ করিতে করিতে সনাতন আমার প্রতি নিশ্চলা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।"

ইহার পর পরবর্ত্তী দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, শ্রীভগবানের এইরূপ উপদেশেও উদ্ধবের সংশয় দূর না হওয়ায় তিনি পুনরায় শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন ঃ—

"সংশয়ঃ শৃণ্বতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর।
ন নিবর্ত্তত আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ॥
ভাগঃ ১১।১২।১৬

অর্থাৎ "হে যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর! যে সংশয় দ্বারা আমার মন নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়াছে, আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার সেই সংশয় দূর হইতেছে না।"

উদ্ধবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পুনরায় উদ্ধবকে বলিলেন—"হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এইসকল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও সূত্র (মহত্তত্ত্বের পূর্ব্বাবস্থা)—প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যই, এক কথায় ব্যক্তাব্যক্ত সমস্তই আমার অভিব্যক্তি।

এই পরমেশ্বর আদিতে এক এবং অব্যক্ত ছিলেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িয়া কালক্রমে এক একটি বীজ যেমন বৃক্ষ, শাখা, পল্লবাদি বহু প্রকারে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ অব্যক্ত একমাত্র পরমেশ্বরই বহুপ্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন; যেহেতু তিনি সর্ব্বকারণ, চিৎ ও অচিৎ শক্তিসমূহে যুক্ত, ত্রিগুণের আশ্রয় এবং ব্রহ্মাদি লোকপালেরও জনক।

"যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং
পটো যথা তন্তুবিতান সংস্থঃ।
য এব সংসারতরুঃ পুরাণঃ
কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে॥" (ভাগঃ ১১।১২।২১)

—সূত্রের ওতপ্রোতভাবে বিন্যাসেই যেমন বস্ত্রের স্থিতি, তদ্রূপ এই অনন্ত বিশ্ব পরমেশ্বরে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যাহা পূর্ব্বেও সূক্ষ্মরূপে পরমকারণ পরমব্রহ্মে অবস্থিত ছিল, সেই অনাদি কর্ম্মদ্বারা সৃষ্ট এই সংসাররূপ বৃক্ষ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলরূপ পুষ্প ও ফল প্রসব করিয়া থাকে।

পুণ্য ও পাপ, এই দুইটি সংসারবৃক্ষের বীজ; অপরিমিত বাসনা ইহার মূল; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণ ইহার কাণ্ড; পঞ্চভূত ইহার স্কন্ধ; ইহাতে শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয়রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ—এই একাদশটি ইন্দ্রিয় ইহার শাখা; ইহাতে জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি পক্ষীর নীড় আছে; বাত, পিত্ত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কফ এই তিনটি ইহার বল্কল ; সুখ ও দুঃখ—এই দুইটি ইহার ফল এবং এই সংসারবৃক্ষ সর্ব্বপ্রকাশক পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কামনাপরবশ গৃহস্থরা ইহার দুঃখরূপ ফলটি এবং অরণ্যবাসী তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ ইহার সুখরূপ ফলটি ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অতএব. হে উদ্ধব! তুমি ধৈর্য্যসম্পন্ন ও সাবধান হইয়া জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ কুঠারা-ঘাতে জীবের বাসনাময় এই সংসারবৃক্ষ ছেদন করিয়া এবং শ্রীগুরুর উপাসনার দ্বারা প্রাপ্ত ভক্তিযোগ সহায়ে সর্ব্বাত্মা আমাকে লাভ করিয়া পরে ঐ কুঠাররূপ-অস্ত্রও পরিত্যাগ কর।"

এই উক্তিরই অনুবৃত্তিরূপে শ্রীভগবান্ আবার ইহার পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ অধ্যায়েও উদ্ধবকে বলিতেছেন—"সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ —এই তিনটি গুণ বুদ্ধির, আত্মার নহে। অতএব সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণকে বিনাশ করিবে এবং সেই সত্ত্বগুণকেও শমদমাদি উপশমাত্মক সত্ত্বগুণের দ্বারাই বিনাশ করিবে। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতে আমার প্রতি পুরুষের ভক্তি উৎপন্ন হয়, সাত্ত্বিক পদার্থসমূহের সেবার দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তাহা মদ্ভক্তিরূপ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়। আমার প্রতি ভক্তিরূপ ধর্ম্ম রজোগুণ ও তমোগুণকেও বিনষ্ট করে। রজোগুণ ও তমোগুণ বিনষ্ট হইলে সেই রজস্তমোমূলক অধর্ম্মও শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব সত্ত্ববৃদ্ধির জন্য পুরুষ সাত্ত্বিক শাস্ত্র, সাত্ত্বিক দেশ, সাত্ত্বিক কাল, সাত্ত্বিক কর্ম্ম প্রভৃতিরই অনুশীলন করিবেন ; কারণ তাহা হইতে আমাতে ভক্তিরূপ ধর্ম্ম জন্মে এবং তাহা হইতেই এই সংসারের কারণ গুণত্রয়ের নাশক তত্ত্বজ্ঞান ও ধ্রুবাস্মৃতি নামক পরাভক্তিরও উদয় হইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার পরই উদ্ধব পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন যে, বিষয় সকলকে বিপদের কারণ ও দুঃখদায়ক জানিয়াও মনুষ্যগণ কুক্কুর ও ছাগের ন্যায় সেই বিষয়সকল উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয় কেন? উদ্ধবের এই প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গেই হংসরূপী শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক শ্রীসনকাদি ঋষিগণকে উপদেশ দানের কথা আসিয়াছে। [শ্রীমদ্ভাগবতের এই ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত উদ্ধবকৃত এই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।] সুতরাং এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উত্থাপিত উদ্ধবের প্রশ্ন ও শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের প্রাসঙ্গিকতা উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের উপদেশগুলিও জানা প্রয়োজন। শ্রীশ্রীহংসাবতারের কাহিনীর অবতরণিকা স্বরূপে এই পর্য্যন্তই উল্লেখ করা হইল।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীহংস ভগবানের আবির্ভাব ও তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ।

"এতবান্ যোগ আদিষ্টঃ..." ইত্যাদি শ্লোকে "আমার শিষ্য শ্রীসনকাদি ঋষিগণ এইরূপ যোগই উপদেশ করিয়াছিলেন" শ্রীভগবানের এইরূপ কথা শুনিয়া উদ্ধব তখন তাঁহাকে বলিলেন :—

"যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব !
যোগমাদিষ্টবানেতদ্রূপমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥"

—ভাঃ ১১।১৩।১৫

—'হে কেশব ! আপনি যে সময়ে এবং যেরূপে সনকাদি ঋষিগণকে যোগোপদেশ করিয়াছিলেন, আমি সেই কাল এবং আপনার সেই রূপ জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপা করিয়া তাহা বলুন।'

উদ্ধবের এই প্রার্থনার উত্তরে শ্রীহংস ভগবানের আবির্ভাবের কারণ বিষয়ে শ্রীভগবান্ বলিতে লাগিলেন—"হে উদ্ধব! একদা ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীসনকাদি কুমার চতুষ্টয় তাঁহাদের পিতা ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—

"গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো !
কথমন্যোন্যসন্ত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ ॥"

—ভাঃ ১১।১৩।১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—অর্থাৎ চিত্ত বিষয়ে সংযুক্ত হয় ও বিষয়সমুদয়ও চিত্তে আবিষ্ট হয় এবং ইহার ফলেই দেহধারী জীবগণ জন্মমৃত্যুপূর্ণ সংসারযাতনা ভোগ করিয়া থাকে। হে প্রভো! এই বিষয় ও চিত্তের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করা সম্ভব। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি কিরূপে এই বিষয় ও চিত্তের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিতে সক্ষম হইবেন?

ব্রহ্মা তখন সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া তাঁহার চিত্ত তৎকালে রজোগুণপ্রধান ছিল। রজোগুণপ্রধান চিত্তের চাঞ্চল্য-হেতু সৃষ্টিকর্ম্মরত ব্রহ্মা শ্রীসনকাদিকুমারগণের এই প্রশ্নের উত্তর দানে তৎকালে অসমর্থ হইয়া শ্রীভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তখন শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের নিকট হংসরূপে আবির্ভূত হইলেন। ইহা ভাগবতকার স্পষ্টতঃই এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"এবং পৃষ্টো মহাদেবঃ স্বয়ম্ভূর্ভূতভাবনঃ।
ধ্যায়মানঃ প্রশ্নবীজং নাভ্যপদ্যত কর্ম্মধীঃ॥
স মামচিন্তয়দ্দেবঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া।
তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা॥"

—ভাঃ ১১।১৩।১৮।১৯

হংসরূপী শ্রীভগবান্‌কে দেখিয়া শ্রীসনকাদি কুমারগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে?" তখন হংসরূপধারী শ্রীভগবান্ বলিলেন—"যদি আত্মার প্রতি লক্ষ্য করিয়া "আপনি কে" এই প্রশ্ন করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদের এই প্রশ্ন সঙ্গত হয় নাই; কারণ আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। সেইজন্যই 'এক' বস্তুতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেদমূলক "আপনি কে?" এই প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আত্মা বহু হইলে বহুর মধ্যে একটিকে নির্দ্দেশ করিয়া "আপনি কে?" এই জাতীয় প্রশ্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু আত্মা বহু নহে, এক। আর পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত দেহের সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করিয়া থাক, তবে তাহা অনর্থক; কারণ সর্ব্বদেহের উপাদান কারণ পঞ্চভূত একই।

শ্রীসনকাদিকে এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মার নিকট তাঁহারা পূর্ব্বে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—"হে দ্বিজগণ!

"মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা ॥"

—ভাগঃ ১১।১৩।২৪

—'মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু গৃহীত হয়, সেই সকল আমিই, আমা হইতে ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। নিরন্তর মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা এই সত্য তত্ত্বই অবগত হও।'

"হে ঋষিগণ! বিষয়-সমূহ চিত্তে এবং চিত্ত বিষয়-সমূহে আবিষ্ট হয়; কিন্তু সেই বিষয় ও চিত্ত উভয়ই আমা হইতে অভিন্নাত্মক জীবাত্মার নানাবিধ দেহ ধারণের কারণ। পুনঃ পুনঃ বিষয়সেবার ফলে চিত্তে বিষয়সংস্কার দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও সেই সংস্কারই চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখে; কিন্তু আমি এতদুভয়ের অতীত। আমার সহিত এবম্বিধ অভিন্নবুদ্ধিতে স্থিত হইয়া জীব তাহার নিজ স্বরূপে ভগবদাত্মক এবং এই গুণসমূহ তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপভুক্ত নহে—এইরূপ জ্ঞান করিয়া চিত্ত ও বিষয়-সমূহে আসক্তি পরিত্যাগ করিবে।

"সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের দ্বারা জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি হইয়া থাকে; এইগুলি বুদ্ধির বৃত্তি। বিবেকী পুরুষ জীবকে এই সকল বৃত্তির সাক্ষীরূপে, তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

অহঙ্কারই জীবাত্মাকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-বৃত্তিতে যুক্ত করিয়া তাহার সংসারবন্ধন ঘটায়। অতএব যখন জীব (সাধক) গুণত্রয় ও অবস্থাত্রয়ের অতীত তুরীয়-স্বরূপ আমাতে স্থিত হইয়া এই অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারিবে, তখনই বিষয় ও চিত্তের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধিত হইবে। তখন আর ঐ বিষয় ও চিত্ত জীবাত্মাকে সংসারে আবদ্ধ করিতে পারিবে না। অহঙ্কার যে আত্মাকে সংসারাবদ্ধ করিয়া আত্মার দুঃখাদিরূপ অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, বিদ্বান্-পুরুষ তাহা অবগত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন এবং তুরীয়-স্বরূপ আমাতে স্থিত হইয়া সংসার-বন্ধনের হেতুভূত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিবেন। এই কথাই ভাগবতকার নিম্নোক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন—

"অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থবিপর্য্যয়ম্।
বিদ্বান্ নির্ব্বিবদ্য সংসারচিন্তাং তুর্য্যে স্থিতস্ত্যজেৎ॥"

—ভাগঃ ১০।১৩।২৯

তৎপর শ্রীশ্রীহংস ভগবান্ আরও বলিলেন :—

যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্‌ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াৎ ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ॥

—ভাগঃ ১১।১৩।৩২

—যিনি জাগ্রত অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর বাহ্য স্থূল বিষয়সমূহ ভোগ করেন, স্বপ্নাবস্থায় হৃদয়ে তদনুরূপ বিষয় সকল ভোগ করেন এবং সুষুপ্তি কালে সমুদয় বিষয়ে ভোগ-রহিত হন—তিনি এই তিনটি অবস্থারই দ্রষ্টা বলিয়া সেই সমস্তের স্মৃতি তাঁহার বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং তিনি স্বরূপতঃ একই। তিনিই ইন্দ্রিয় সমূহের নিয়ন্তা অর্থাৎ পরিচালক।

"এবং বিমৃশ্য গুণতো মনসস্ত্র্যবস্থা
মন্মায়য়া ময়ি কৃতা ইতি নিশ্চিতার্থাঃ।
সঞ্ছিদ্য হার্দ্দমনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণ—
জ্ঞানাসিনা ভজ মাখিলসংশয়াধিম্॥"—ভাগঃ ১১।১৩।৩৩

—সত্ত্বাদি গুণত্রয়নিবন্ধন মনের যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়, তাহা আমারই মায়া দ্বারা আমাতেই বিরচিত। বিচার পূর্ব্বক ইহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া তোমরা অনুমান ও সদুক্তি অবলম্বনে শাণিত জ্ঞানরূপখড়্গের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া সকলের হৃদয়াধিষ্ঠিত আমার ভজনা কর।

শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন—"এই জাগতিক বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া ও বিষয়তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া নিজের আনন্দময় স্বরূপে স্থিত হও এবং সেই আনন্দই নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে উপভোগ করিতে থাক। এইরূপ করিলে যদি তুচ্ছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখদায়ক প্রাকৃত পদার্থ ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও অনর্থকর বুদ্ধিতে পূর্ব্বেই তোমরা তাহা পরিত্যাগ করায় তৎসমুদয় আর তখন তোমাদিগকে মোহগ্রস্ত করিতে পারিবে না। দেহপাত পর্য্যন্ত তাহার স্মৃতিমাত্রই বর্ত্তমান থাকিবে।

মদিরাপানে মত্ত অন্ধপ্রায় ব্যক্তির যেমন নিজের পরিহিত বস্ত্র আছে কিংবা খুলিয়া পড়িয়াছে তাহার খেয়াল থাকে না, তদ্রূপ সিদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ আত্মস্বরূপানন্দে সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন বলিয়া তাঁহার এই নশ্বর দেহ উপবিষ্ট আছে অথবা উত্থিত হইয়াছে, দৈববশে ভোজনাদি প্রাপ্ত হইয়াছে কিম্বা হয় নাই—এই সব কিছুরই প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকে না। নিজের দেহের প্রতিই যখন তাঁহার লক্ষ্য থাকে না, তখন জাগতিক অন্যান্য পদার্থের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য কিরূপে থাকিবে ?

যে প্রারব্ধ কর্ম্মের বশে এই দেহ গঠিত হইয়াছে, সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান্ থাকে, সেই পর্য্যন্তই প্রারব্ধ গঠিত এই দেহ জীবিত থাকে। কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ জাগরিত হইলে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে আসক্ত হন না, তদ্রূপ যিনি সমাধির দ্বারা পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়াছেন, তিনিও জগৎপ্রপঞ্চের ও এই দেহের প্রতি আসক্ত হন না।"

তৎপর শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই যে স্বয়ং শ্রীসনকাদি-কুমারগণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবার নিমিত্ত হংসরূপে সেখানে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"ময়েতদুক্তং বো বিপ্রা গুহ্যং যৎ সাংখ্যযোগয়োঃ।
জানীত মাগতং যজ্ঞং যুষ্মদ্ধর্ম্মবিবক্ষয়া ॥" ভাগঃ ১১।১৩।৩৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"হে বিপ্রগণ! সাংখ্য (আত্মানাত্মবিবেক) ও যোগের যাহা রহস্য, আমি তোমাদিগকে তাহা উপদেশ করিবার জন্য হংসরূপে আগমন করিয়াছি জানিবে।"

তৎপর সেই হংসরূপী ভগবান্ পুনরায় বলিলেন—

"অহং যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যস্যর্ত্তস্য তেজসঃ।
পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্ত্তের্দ্দমস্য চ॥
মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ॥"

ভাঃ ১১।১৩।৩৯-৪০

—"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি যোগ, সাংখ্য, সমদর্শন, সত্য, তেজ, শ্রী, কীর্ত্তি ও দমগুণের পরম আশ্রয়। আমি নির্গুণ (গুণাতীত), নিরপেক্ষ, সকলের সুহৃৎ, প্রিয় ও আত্মা। সমতা ও অসঙ্গতা প্রভৃতি গুণসমূহ আমাকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান্ আছে।"

শ্রীশ্রীহংসভগবান্ এইরূপ গুহ্যতত্ত্ব উপদেশ করিয়া শ্রীসনকাদি ঋষিগণের সংশয় ছিন্ন করিলে তাঁহারা ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিয়া উত্তম স্তোত্রের দ্বারা তাঁহার স্তব করিলেন। এইরূপে সনকাদি কর্ত্তৃক পূজিত ও সংস্তুত হইয়া শ্রীশ্রীহংসভগবান্ ব্রহ্মার সম্মুখেই স্বধামে গমন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

ইহার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায় হইতে উদ্ধবকে যাহা কিছু উপদেশ করিয়াছেন, তৎসমস্তই পূর্ব্বোক্ত হংসরূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবানেরই উপদেশ। কারণ, ভাগবতের ঐ ১১শ স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের ৩।৪।৬।৭ শ্লোকে দেখা যায় যে উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

"পুরা কিল মহাবাহো! ধর্ম্মং পরমকং প্রভো!
যত্তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেঽভ্যাত্থ মাধব॥
স ইদানীং সুমহতা কালেনামিত্রকর্ষণ।
ন প্রায়ো ভবিতা মর্ত্ত্যলোকে প্রাগনুশাসিতঃ॥"

"কর্ত্তাবিত্রা প্রবক্তা চ ভবতা মধুসূদন।
ত্যক্তে মহীতলে দেব! বিনষ্টং কঃ প্রবক্ষ্যতি॥
তৎ ত্বং নঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
যথা যস্য বিধীয়েত তথা বর্ণয় মে প্রভো!"

ভাগঃ ১১।১৭।৩-৪-৬-৭

—'হে মহাবাহো! হে প্রভো! হে শত্রুদমনকারি মাধব! পুরাকালে আপনি পূর্ব্বোক্ত হংসরূপে ব্রহ্মার সম্মুখে সনকাদিকে যে মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল গত হওয়ায় মর্ত্ত্যলোকে সেই পূর্ব্বোপদিষ্ট পরম ধর্ম্ম এখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর নাই বলিলেই চলে—প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, আর হইবেও না।·······আর ধর্ম্মের কর্ত্তা, রক্ষিতা ও প্রবক্তা আপনি মহীতল পরিত্যাগ করিলে **সেই বিনষ্ট ধর্ম্ম** কে উপদেশ করিবেন? অতএব হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! হে প্রভো! আপনার প্রতি ভক্তিরূপ ধর্ম্ম, মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহার পক্ষে যেরূপ আচরণ বিধেয়, আমার নিকট তাহা বর্ণনা করুন।'

এইস্থলে উদ্ধবের উক্তির মর্ম্ম ও পূর্ব্বাপর প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সুদীর্ঘ কালপ্রবাহে হংসরূপী শ্রীভগবানের উপদেশসমূহ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তাহা বলিবার আর কেহ থাকিবে না বলিয়া উদ্ধব সেই উপদেশ করিবার প্রার্থনা করাতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই পূর্ব্বোপদিষ্ট ও কালক্রমে বিনষ্টপ্রায় পরম-ধর্ম্মের উপদেশ পুনরায় ১১শ স্কন্ধের ১৭শ অধ্যায় হইতে ২৯শ অধ্যায় পর্য্যন্ত অবশিষ্টাংশে করিয়াছেন। উদ্ধব অবশ্য মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা শ্রীভগবানের উপদেশ বুঝিবার জন্যই। সুতরাং উক্ত অধ্যায়গুলির সমস্ত উপদেশই যে শ্রীভগবান্ পূর্ব্বকালে হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া করিয়া-ছিলেন, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ যে—"মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ" বাক্যের দ্বারা শ্রীসনকাদি-ঋষিগণকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ভক্তপ্রবর উদ্ধবও যে সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন "যত্তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেঽভ্যাত্থ মাধব"... ...ইত্যাদি (যাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে),

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সকল বাক্যের দ্বারাও ইহা বুঝা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীহংসভগবান্ অভিন্ন। বস্তুতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে হংসরূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীসনকাদিকে জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত "তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা" (ভাগঃ ১১।১৩।১৯) ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। অতএব শ্রীহংসভগবান্‌রূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ যে উপদেশ পূর্ব্বে করিয়াছিলেন,তাহাই যে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনিই উদ্ধবের প্রার্থনায় পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন, ইহাতেও কোন সংশয় নাই। সুতরাং সেই সকল উপদেশ এখানে আলোচিত হইতেছে।

প্রথমতঃ উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"শম, দম, তত্ত্ববিচার, শৌচ, সদাচার, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, আমাতে ভক্তি, দয়া ও সত্য—এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাব। তেজ, বল, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বীরত্ব, উদারতা, উদ্যম, স্থৈর্য্য, ব্রাহ্মণের হিতকারিতা ও প্রভুত্ব—এইসকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাব। আস্তিকতা, দানশীলতা, দম্ভহীনতা, ব্রাহ্মণসেবা এবং ধনাদি যতই বর্দ্ধিত হউক না কেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হওয়া অর্থাৎ আরও সংগ্রহ করিবার আকাঙ্ক্ষা—এই সকল বৈশ্যের স্বভাব। দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া অকপটে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই বর্ণত্রয়ের, গো সমূহের ও দেবগণের সেবা করা এবং সেই সেবালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকা, এই সকল শূদ্রের স্বভাব। অপবিত্রতা, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিকতা, অকারণ কলহ, কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল অন্ত্যজগণের স্বভাব।”

ইহার পর সাধারণভাবে সর্ব্ববর্ণের ধর্ম্ম কি তৎসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিলেন—

“অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ॥

—ভাগঃ ১১।১৭।২১

—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, কাম-ক্রোধ-লোভ-হীনতা এবং প্রাণিগণের প্রীতিকর ও হিতকর আচরণ করা—এই সকল সর্ব্ববর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম।

অতঃপর ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি সকল আশ্রমেরই সাধারণ ধর্ম্ম বিষয়ে ভগবান্ বলিতেছেন—

“শৌচমাচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাস্তির্মমার্চ্চনম্।
তীর্থসেবাজপোঽস্পৃশ্যাভক্ষ্যাসম্ভাষ্যবর্জ্জনম্॥
“সর্ব্বাশ্রমপ্রযুক্তোঽয়ং নিয়মঃ কুলনন্দন।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়সংযমঃ॥”

ভাগঃ ১১।১৭।৩৪-৩৫

—হে উদ্ধব! শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, আমার অর্চ্চনা, তীর্থসেবা, জপ, অস্পৃশ্যবর্জ্জন, অভক্ষ্য বর্জ্জন, অনুচিতবাক্যত্যাগ, সর্ব্বভূতে মদ্ভাব, মনঃসংযম, বাক্‌সংযম ও দেহসংযম—এই সমস্ত নিয়ম সকল আশ্রমেই বিহিত।’

অতঃপর শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন যে, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান—এই তিনটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ ধর্ম্ম এবং প্রতিগ্রহ, অধ্যাপনা ও যাজন কেবল ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপৎকালে কাহার কিরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত তাহার সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিলেন—আপৎকালে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দারিদ্র্য-পীড়িত হইলে বণিকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের দ্বারা আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। যদি তাহাতেও আপদ্ দূরীভূত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ তখন ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন; তথাপি কখনও 'শ্ববৃত্তি' অর্থাৎ নীচসেবা করিবেন না।

আপৎকালে ক্ষত্রিয় জীবনধারণের জন্য বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন বা মৃগয়া দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন, অথবা বিপ্রবৃত্তি আচরণ করিবেন; তথাপি কখনও 'শ্ববৃত্তি' অর্থাৎ নীচসেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না। বিপদ্কালে বৈশ্য শূদ্রবৃত্তি এবং শূদ্র কারুদিগের কটবয়ন (অর্থাৎ মাদুর প্রভৃতি বয়ন) কার্য্য অবলম্বন করিবেন। কিন্তু আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলে ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণ আর সেইসকল কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না।

অতঃপর শ্রীভগবান্ গৃহস্থের ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রসঙ্গে বলিলেন—গৃহস্থ তাঁহার সাধ্যানুসারে বেদাধ্যয়ন, "স্বধা" প্রয়োগ (অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও পিণ্ডদানাদি কার্য্য), "স্বাহা" প্রয়োগ (অর্থাৎ দেবগণের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে হোম), বলিপ্রদান (অর্থাৎ প্রাণীগণকে ভোজ্যপ্রদান) ও অন্নজলাদি প্রদানের দ্বারা যথাক্রমে আমারই বিভিন্নরূপ—ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ ও মনুষ্যগণের পূজা করিবেন অর্থাৎ গৃহস্থ প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। গৃহস্থ পিত্রাদি হইতে প্রাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনের দ্বারা কিংবা বিশুদ্ধভাবে স্বোপার্জ্জিত ধনের দ্বারা ও পোষ্যবর্গকে পীড়ন না করিয়া (অর্থাৎ পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণে কার্পণ্য না করিয়া) সামর্থ্যানুসারে যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিবেন। গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বনকারী ব্যক্তিও যদি জ্ঞানী ও মুমুক্ষু হন, তাহা হইলে তিনি আত্মীয় স্বজনগণের প্রতি আসক্ত হইবেন না। তিনি স্বর্গাদি পারলৌকিক ভোগকে ঐহিক ভোগের ন্যায় অনিত্যরূপে দর্শন করিবেন। বিভিন্ন দেশীয় পথিক্গণের পথিমধ্যে সংযোগ যেমন নিত্য নহে, তেমনই দারা, পুত্র, স্বজন ও বন্ধুগণের সহিত সংযোগও নিত্য নহে। নিদ্রানুগামী স্বপ্ন যেমন নিদ্রাভঙ্গে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ এই পুত্র-কলত্র প্রভৃতি সকলের দেহই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

গৃহস্থ এইরূপ বিচার করিয়া বাসনামুক্ত, মমতাশূন্য ও অহংকারবর্জ্জিত হইয়া অতিথির ন্যায় উদাসীনভাবে গৃহে বাস করিলে গৃহস্থাশ্রম তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করিতে পারে না। হে উদ্ধব! আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ গৃহস্থ গার্হস্থ্য-ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিয়া গৃহেই অবস্থান করিবেন অথবা তিনি পুত্রবান্ হইলে বনে গমন করিবেন কিম্বা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। যে ব্যক্তি গৃহের প্রতি আসক্ত, পুত্র ও বিত্তের আকাঙ্ক্ষায় কাতর, স্ত্রৈণ ও কৃপণ, সেই মূঢ় ব্যক্তি 'আমার' এইরূপ অভিমানের দ্বারা সংসারে আবদ্ধ হয়। 'হায়! আমার মাতা-পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, পত্নীরও শিশুসন্তান রহিয়াছে, সুতরাং আমার অসহায় পুত্র-কন্যাগণ আমার অভাবে অনাথ হইয়া কিরূপে বাঁচিয়া থাকিবে?' এইরূপে চিন্তাকুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া সংসারে মোহগ্রস্ত গৃহস্থ পুত্রকলত্রাদির প্রতি আসক্তি-নিবন্ধন অবিরত তাহাদিগের চিন্তা করিতে করিতে ঘোর তামসী যোনি প্রাপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বানপ্রস্থ ধর্ম্ম, সন্ন্যাস ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচারী ধর্ম্ম

অতঃপর শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভক্তপ্রবর উদ্ধবের নিকট বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম ও সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন—"হে উদ্ধব! বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক গৃহস্থ পুত্রের উপর পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া অথবা স্ত্রীসহই বনে গমন করিবেন এবং আয়ুর তৃতীয়াংশ জিতেন্দ্রিয় হইয়া বনেই অতিবাহিত করিবেন। তিনি পবিত্র বন্য ফলমূলের দ্বারা জীবন-ধারণ করিবেন এবং চীরখণ্ড, বল্কল, অথবা তৃণ বা বৃক্ষপত্র নির্ম্মিত পরিধেয় পরিধান করিবেন। তিনি দন্ত ধাবন করিবেন না, কেশ, নখ, লোম ও শ্মশ্রু এবং গাত্রমল ধারণ করিবেন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবেন এবং পবিত্র যজ্ঞভূমিতে শয়ন করিবেন। তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির দ্বারা (চতুর্দ্দিকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও মস্তকোপরি সূর্য্য—এই পঞ্চাগ্নির দ্বারা) শরীরকে তাপিত করিবেন, বর্ষাকালে বৃষ্টির ধারা সহ্য করিবেন ও শীতকালে জলে কণ্ঠ পর্য্যন্ত মগ্ন থাকিয়া তপস্যা করিবেন। তিনি দেশ কাল ও নিজের সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া নিজেই নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ করিবেন; কিন্তু একদিনের সংগৃহীত দ্রব্য অন্যদিন ভোগ করিবেন না (অর্থাৎ পরদিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিবেন না)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি বনজাত দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত চরু ও পিষ্টকাদি দ্বারা শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিবেন, কিন্তু কখনও বেদবিহিত পশুমাংসের দ্বারা আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিবেন না; অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমী ব্যক্তি কখনও জীব-হিংসা করিয়া যজ্ঞ করিবেন না। বানপ্রস্থাশ্রমী ব্যক্তির পক্ষেও গৃহস্থাশ্রমীর ন্যায় অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞ কর্ত্তব্য বলিয়া বেদ বিধান করিয়াছেন। ঐ বানপ্রস্থাশ্রমী বার্দ্ধক্য হেতু কম্পমান শরীর দ্বারা নিয়ম পালনে অসমর্থ হইলে এবং সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতেও অসমর্থ হইলে আমাতেই মন প্রাণ সমর্পণ-পূর্ব্বক আহবনীয়াদি অগ্নিসমূহকে আত্মাতে সম্যক্‌রূপে আরোপিত করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন। যদি বানপ্রস্থাশ্রমী ব্যক্তির স্বর্গাদি লোক-সমূহের যাবতীয় ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তবে তিনি আহবনীয়াদি অগ্নি-সমূহকে স্বীয় আত্মাতে আরোপিত করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করিবেন।"

অতঃপর শ্রীভগবান্ সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে বলিতেছেন—"সন্ন্যাসী কৌপীন পরিধান করিবেন; যদি তিনি অন্য বস্ত্রও পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে যতটুকু বস্ত্রের দ্বারা কৌপীন আচ্ছাদিত হইতে পারে, ততটুকু বস্ত্রই পরিধান করিবেন। আপৎকাল ভিন্ন অন্য সময়ে দণ্ড ও পাত্র ব্যতীত পরিত্যক্ত অন্য কিছুই ধারণ করিবেন না। সন্ন্যাসীর পক্ষে মৌন, চেষ্টাশূন্যতা ও প্রাণায়াম এই তিনটি যথাক্রমে বাক্য, শরীর ও মনের দণ্ড-স্বরূপ। যাঁহার এই সকল দণ্ড নাই, তিনি কেবল বংশদণ্ড প্রভৃতি ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারেন না। সন্ন্যাসী, চারিবর্ণের মধ্যে শাস্ত্রনিন্দিত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতিতগণকে বাদ দিয়া অপর বক্তির গৃহে ভিক্ষা করিবেন। ভিক্ষা করিবার সময়ে ভিক্ষার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি অথবা কোনও বিশেষ বস্তুর লাভালাভ যে গৃহে অনিশ্চিত, সেইরূপ গৃহেই ভিক্ষা করিবেন। তিনি এইরূপ সাতটির অধিক গৃহে ভিক্ষা করিবেন না, সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকিবেন। অতঃপর তিনি গ্রামের বাহিরে কোনও জলাশয়ে গমন করিয়া স্নান, আচমনাদি করিয়া সংগৃহীত সমস্ত দ্রব্যকে জল-প্রোক্ষণাদির দ্বারা পবিত্র করিয়া লইবেন এবং তাহার কিছু আমার ভক্তগণকে ভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্টাংশ নিজে মৌনী হইয়া ভোজন করিবেন।

তিনি নিঃসঙ্গ হইয়া একাকী এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী, বিষয়ে অনাসক্ত, সংযতেন্দ্রিয়, পরমাত্ম-চিন্তায় নিরত, পরমাত্মাতেই রমণশীল ও পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ হইবেন অথবা আমার প্রতি ভক্তির দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে সেই সন্ন্যাসী নির্জ্জন ও নিরুপদ্রব স্থানে বাস করিয়া নিজের আত্মাকে আমার সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করিরেন। সন্ন্যাসী পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—এই ষড়িন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া তুচ্ছ কাম্য বিষয়সুখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বৈরাগ্যযুক্ত হইবেন এবং নিরন্তর আমার ধ্যানের দ্বারা আত্মাতেই স্থিতিলাভ করিয়া পরমানন্দে বিচরণ করিবেন। ইহলোক ও পরলোকের সমুদয় ভোগ্য বস্তুই নশ্বর ও পরিণামে দুঃখদায়ক এবং নিজের শরীরও নষ্ট হইয়া যায় জানিয়া সন্ন্যাসী ইহলোক ও পরলোকের ভোগ্য বিষয়ে এবং নিজের শরীরে আসক্ত হইবেন না। এই স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীর (মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও বাগাদি ইন্দ্রিয় সমূহ ও প্রাণের সমষ্টি), এমন কি সমস্ত জগৎই মায়ামাত্র এইরূপ বিচার করিয়া সন্ন্যাসী সেই সকল বস্তুতে আত্মাভিমান ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপে স্থিত হইবেন এবং সেই সমুদয়কে আর আত্মরূপে চিন্তা করিবেন না।

তিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যায় আসক্ত হইবেন না, পাষণ্ডের ন্যায় অসদাচারে ও অশিষ্ট ব্যবহারে রত হইবেন না, বৃথা তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং নিরর্থক বাদ-প্রতিবাদে কোনও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। দুর্জ্জনগণের ব্যবহারেও তিনি উদ্বিগ্ন হইবেন না এবং অপর কাহাকেও উদ্বেগ দিবেন না। তিনি ধীরভাবে পরের দুর্ব্বাক্যসকল সহ্য করিবেন এবং কাহাকেও অবজ্ঞা করিবেন না বা পীড়া দিবেন না। তিনি পশুর ন্যায় স্বীয় দৈহিক সুখের জন্য কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করিবেন না ; কারণ চন্দ্র এক হইলেও বিভিন্ন জলপাত্রে যেরূপ নানা প্রতিবিম্বরূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এক পরমাত্মাই ভূতসমূহে এবং জীবাত্মাসমূহে অবস্থিত আছেন। প্রত্যেক দেহের উপাদান ভূতসমূহও এক ; সুতরাং তিনি দেহাদির একত্ব চিন্তা করিয়া দেহাদির প্রতিও শত্রুতাচরণ করিবেন না। সেই জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও কখনও খাদ্যদ্রব্য না পাইলেও বিষণ্ণ হইবেন না এবং পাইলেও আনন্দিত হইবেন না ; কারণ খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া বা না পাওয়া সবই দৈবের অধীন। কিন্তু তিনি আহারের জন্য চেষ্টা করিবেন, কারণ প্রাণধারণ করিলেই তিনি তত্ত্বচিন্তা করিতে পারিবেন এবং তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিলেই তিনি মুক্ত হইতে পারিবেন।

মননশীল সন্ন্যাসী যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত অন্ন ভালই হউক বা মন্দই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হউক, তাহাই ভোজন করিবেন। সেইরূপ যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বস্ত্র এবং শয্যাই তিনি ব্যবহার করিবেন। বিষয়সমূহ দুঃখপ্রদ বলিয়া তাহার প্রতি যিনি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইরূপ ধীর ও শান্ত ব্যক্তি আমাকে লাভ করিবার উপায় অবগত না হইয়া থাকিলে কোনও অভিজ্ঞ মননশীল গুরুর নিকট গমন করিবেন এবং শ্রদ্ধাবান্ ও অদোষদর্শী হইয়া প্রীতি ও আদরের সহিত যতদিন ব্রহ্মকে জানিতে না পারেন, ততদিন মৎস্বরূপ গুরুর ভক্তিসহকারে সেবা করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সংযত করিতে পারে নাই, যাহার মনঃসংযম কিছুমাত্র নাই, যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ করে নাই, সেইরূপ ব্যক্তি যদি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহা হইলে রাগদ্বেষাদিযুক্ত ধর্ম্মহীন সেই ব্যক্তি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেবগণকে, নিজের আত্মাকে, ও অন্তর্য্যামী আমাকে প্রতারণা করিয়া থাকে এবং ইহলোক ও পরলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে। আমাতে নিষ্ঠা ও অহিংসা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তপস্যা ও তত্ত্ববিচার বানপ্রস্থীর ধর্ম্ম, প্রাণিগণের রক্ষা ও যজ্ঞানুষ্ঠান গৃহস্থের ধর্ম্ম এবং আচার্য্যের সেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম।"

ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বিষয়ে শ্রীভগবান্ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তদশ অধ্যায়ে উদ্ধবকে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তৎসমস্তও প্রসঙ্গতঃ এখানে বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ, উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। প্রথমতঃ উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য,—এই তিন বর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাকালে উপনয়ন দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া ইন্দ্রিয়-দমন-পূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিবেন এবং বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থ বিচার করিবেন। তিনি মেখলা, অজিন, দণ্ড, অক্ষমালা, যজ্ঞোপবীত, কমণ্ডলু ও কুশ ধারণ করিবেন। তিনি জটা ধারণ করিবেন, দন্ত মার্জ্জন ও বস্ত্র প্রক্ষালন করিবেন না এবং বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত আসনে উপবেশন করিবেন না। তিনি স্নান, ভোজন, হোম, জপ ও মলমূত্র ত্যাগের সময় মৌনী থাকিবেন এবং নখ, মুখলোম, বক্ষলোম ও উপস্থলোম ছেদন করিবেন না।

সেই ব্রহ্মচারী কখনও স্বয়ং বীর্য্যপাত করিবেন না। স্বপ্নে বীর্য্যপাত হইলে জলে অবগাহন স্নান করিয়া প্রাণায়াম করতঃ গায়ত্রী জপ করিবেন। তিনি পবিত্র, সমাহিত ও মৌনী হইয়া প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গায়ত্রী জপ করিয়া অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবগণের সেবা করিবেন। তিনি আচার্য্যকে মৎস্বরূপ বলিয়া জানিবেন, কখনও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবেন না এবং মনুষ্যবোধে তাঁহার উপর দোষারোপ করিবেন না ; কারণ গুরু সর্ব্বদেবময়।

ব্রহ্মচারী সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে ভিক্ষালব্ধ খাদ্যদ্রব্য এবং অন্য যাহা কিছু প্রাপ্ত দ্রব্য সমস্তই গুরুর নিকট আনিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিবেন এবং গুরু যাহা ভোজন করিতে বলিবেন, সেই অন্ন সংযত হইয়া গুরুর আহারের পর ভোজন করিবেন। গুরুসেবাপরায়ণ ব্রহ্মচারী দীনের ন্যায় কৃতাঞ্জলি, মধুরভাষী ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া প্রসন্নভাবে গুরুর নিকট অবস্থান করিবেন। তিনি গুরুর গমনে অনুগমন, গুরুর শয়নের পরে শয়ন ও জাগরণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে জাগরণ, গুরু উপবেশন করিলে তাঁহার আজ্ঞানুসারে উপবেশন করিবেন ও এইভাবে সর্ব্বদা তাঁহার সেবায় তৎপর থাকিবেন। এইরূপ অনুষ্ঠানপরায়ণ ব্রহ্মচারী সর্ব্বপ্রকার ভোগ হইতে বিরত হইয়া যতদিন অধ্যয়ন সমাপ্ত না হয়, ততদিন অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করতঃ গুরুকুলে বাস করিবেন।

যদি সেই ব্রহ্মচারী ব্রহ্মলোকে অথবা বিষ্ণুলোকে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি আরও বেদাধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক হরি ও গুরুর আরাধনাদিরূপ অস্খলিত ব্রত ধারণ করিয়া গুরুকে নিজদেহ সমর্পণ করিবেন অর্থাৎ যাবজ্জীবন গুরুসেবায় নিরত থাকিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইবেন। তিনি বেদাভ্যাস-জনিত তেজে তেজীয়ান্, পাপশূন্য ও ভেদবুদ্ধিবিহীন হইয়া অগ্নিতে, গুরুতে, আত্মাতে ও সর্ব্বভূতে পরমেশ্বর আমার উপাসনা করিবেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী কিম্বা সন্ন্যাসী রমণীগণের নিরীক্ষণ, স্পর্শন, আলাপন, পরিহাস ও স্মরণাদি পরিত্যাগ করিবেন এবং কোন প্রাণীর স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমদৃশ্য কখনও দেখিবেন না। এইরূপ অস্খলিত ব্রতধারী মদ্ভজনপরায়ণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর তীব্র তপস্যার দ্বারা নিজের কর্ম্মসমূহ ও অহংমমাভি-মান বিনষ্ট হইলে তিনি নির্ম্মলচিত্ত হন এবং অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকিয়া পরিশেষে আমাকে প্রাপ্ত হন।

উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরে দ্বিতীয় আশ্রমে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে নিজবুদ্ধি অনুসারে বেদার্থ অবগত হইয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুর অনুমতি লইয়া অঙ্গে তৈলাদি মর্দ্দনপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন স্নান করিবেন। তদনন্তর তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন। কিম্বা ব্রাহ্মণ হইলে একেবারে সন্ন্যাসাশ্রমেও প্রবেশ করিতে পারেন। অথবা এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রম গ্রহণ করিবেন, অনাশ্রমী থাকিবেন না।"—

এইরূপে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্।।
ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ।।"

—ভাগঃ ১১।১৮।৪৪-৪৫

—যিনি অনন্যপরায়ণ ও সর্ব্বভূতের প্রতি মদ্ভাবে ভাবিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত স্বধর্ম্মের দ্বারা নিত্য আমার ভজনা করেন, তিনি আমার প্রতি অচলা ভক্তি লাভ করেন। হে উদ্ধব! তিনি সেই অচলা ভক্তির দ্বারা সকলের উৎপত্তি ও লয়স্থান সর্ব্বলোক-মহেশ্বর সর্ব্বকারণ পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এইরূপে ভক্তপ্রবর উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বর্ণনা করিয়া এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ স্বধর্ম্মাচরণের দ্বারা মনুষ্য যে ভক্তিলাভ করিয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারে তাহা উপদেশ করিয়াছেন। অতঃপর শ্রীভগবান্ উদ্ধবের প্রশ্নের বিষয়ীভূত সেই ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্ম ("ধর্ম্মস্তদ্ভক্তিলক্ষণঃ") বিস্তৃতভাবে ভাগবতের পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সকলও এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদসমূহে বর্ণিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দ্রব্য, দেশ, কাল প্রভৃতির শুদ্ধি অশুদ্ধি ও বেদের তাৎপর্য্য।

অতঃপর ১১শ স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ভক্ত সাধকগণের সাধন-সহায়ক সদাচার প্রভৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে উদ্ধবকে দ্রব্য,দেশ, কাল ইত্যাদির উপযোগিতা, শুদ্ধি অশুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ করিতেছেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে নিষ্পাপ উদ্ধব! আমি মনু প্রভৃতিরূপে মনুষ্যগণের কল্যাণকর সদাচারসমূহ তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছি। দেশ, কাল প্রভৃতি বস্তু এক ভগবদাত্মক হইলেও ধর্ম্মাদিকার্য্য ও সাধনানুষ্ঠানে সেই দেশ, কাল প্রভৃতি বস্তুর যোগ্যতা অযোগ্যতা, শুদ্ধি অশুদ্ধি প্রভৃতি বিচার করিয়া যোগ্য ও শুদ্ধ বস্তু গ্রহণ করিতে হয়, এবং অযোগ্য ও অশুদ্ধ বস্তু ত্যাগ করিতে হয়। সাধকগণের সাধনের উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মসমূহের নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যই বেদ দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র এবং কর্ম্মসমূহের গুণ ও দোষ অর্থাৎ যোগ্যতা অযোগ্যতা ও শুদ্ধি অশুদ্ধি বিধান করিয়াছেন।

দেশ সকলের মধ্যে কৃষ্ণমৃগবিহীন দেশ এবং ব্রাহ্মণ ও ভগবদ্-ভক্তবিহীন দেশ অশুদ্ধ। আর কৃষ্ণমৃগ বিচরণ করিলেও যে দেশ সৎপুরুষশূন্য, ম্লেচ্ছবহুল ও অনুর্ব্বর, সেই সকল দেশও অশুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া কথিত হয়। কালের মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণকাল এবং যে কালে ধর্ম্মকার্য্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায় সেই কালই ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রশস্ত ও শুদ্ধ। আর যখন দ্রব্যসমূহের অপ্রাপ্তিবশতঃ বা রাষ্ট্রবিপ্লবাদিবশতঃ ধর্ম্মকার্য্য লুপ্ত হইয়া যায়, সেই ধর্ম্মকার্য্য-নাশক কাল দোষযুক্ত অর্থাৎ অশুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

দ্রব্য, কাল, বাক্য, সংস্কার, আধিক্য, অল্পত্ব, শক্তি, অশক্তি, বুদ্ধি এবং সমৃদ্ধির দ্বারা দ্রব্যের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি হইয়া থাকে; যেমন বস্ত্রাদি দ্রব্যের জলাদি দ্বারা শুদ্ধি ও মূত্রাদি দ্বারা অশুদ্ধি হয়। সদ্যগৃহীত জল ও সদ্য পক্ক অন্ন যেমন শুদ্ধ, সেইরূপ কালব্যবধানবশতঃ পর্য্যুসিত জল ও অন্নাদি অশুদ্ধ হয়, এইরূপ স্থলে শুদ্ধি অশুদ্ধির পক্ষে কালই কারণ। আবার, "এই দ্রব্য শুদ্ধ কি অশুদ্ধ"—এইরূপ সন্দেহ হইলে ব্রাহ্মণবাক্যের দ্বারা সেই দ্রব্যের শুদ্ধি বা অশুদ্ধি হইয়া থাকে। পুষ্পাদি দ্রব্য প্রোক্ষণের দ্বারা শুদ্ধ হয়, আবার তাহাই মালাকারের জল-সেকের দ্বারা অশুদ্ধ হয়। জলাশয় বৃহৎ হইলে সেই বৃহৎ জলাশয়ের জল অন্ত্যজ প্রভৃতির দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও তাহা অশুদ্ধ হয় না; কিন্তু জল অল্প পরিমাণ হইলে তখন তাহা স্পর্শদোষে দূষিত হয়। এইরূপ স্থলে দ্রব্যের আধিক্য বা অল্পতাই দ্রব্যের শুদ্ধি অশুদ্ধির হেতু। আবার উপবাসে সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে সূর্য্যগ্রহণাদি সময়ে অন্ন ভক্ষণ অশুদ্ধ, কিন্তু উপবাসে অসমর্থ বালক, বৃদ্ধ বা রোগী প্রভৃতির পক্ষে তাহা অশুদ্ধ হয় না। এখানে শক্তি বা সামর্থ্যই দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধির কারণ।

বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরিহিত বস্ত্রাদি পরিধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে অশুদ্ধ হয়, কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তির পক্ষে তাহা দোষের হয় না। এখানে বুদ্ধিই দ্রব্যের শুদ্ধি বা অশুদ্ধির হেতু। সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ধনীর পক্ষে ভগ্নপাত্রাদির ব্যবহার দোষের হয়, কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে তাহা অশুদ্ধ বা দোষের হয় না। এখানে সমৃদ্ধি শুদ্ধাশুদ্ধির হেতু। বিরুদ্ধ দ্রব্য, কাল প্রভৃতির দ্বারা অশুদ্ধ দ্রব্যের গ্রহণে গ্রহণকর্ত্তার পাপই হইয়া থাকে। মিলিত বা পৃথক্ পৃথক্ কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা ধান্য, কাষ্ঠ, গজদন্তাদি অস্থি, সূত্র, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি রসদ্রব্য, স্বুবর্ণাদি তৈজস পদার্থ, মৃগাদির চর্ম্ম ও মৃন্ময় পদার্থসমূহের শুদ্ধি হয়। স্নান, দান, তপস্যা উপনয়নাদি সংস্কার, সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম ও আমার স্মরণের দ্বারা আত্মার শুদ্ধি হয়।

গুরুর মুখ হইতে বিধিসম্মত ভাবে মন্ত্রের শ্রবণ ও তাহার অর্থজ্ঞান মন্ত্রকে শুদ্ধ করে এবং আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিলে কর্ম্মের শুদ্ধি হয়। বিশুদ্ধ দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্ম— এই ছয়টির দ্বারা ধর্ম্ম অর্জিত হইয়া থাকে; আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ অশুদ্ধ দেশ কালাদি অধর্ম্মজনক হয়।

নিজ নিজ অধিকারানুসারে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানুষের কখনও পতন হয় না; তাহাতে তাহার চিত্তশুদ্ধিই হইয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রের বিধি নিষেধ না মানিয়া নিজ ইচ্ছামত বিষয়ে আসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিলে তাহাতে কখনও চিত্তশুদ্ধি হয় না। যাহার দৃষ্টি কেবল কর্ম্মেই নিবদ্ধ, পরমাত্মা শ্রীভগবানে যাহার লক্ষ্য নাই, সেই ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ব্যক্তি বিষয়সমূহের প্রতি আসক্তিনিবন্ধন আত্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব জানে না, সেই ব্যক্তি বৃথাই জীবন ধারণ করে ও ভস্ত্রার (হাপরের) ন্যায় বৃথাই শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহ করে। মনুষ্যগণ স্বভাবতঃই নিজ নিজ দুঃখের কারণ স্বর্গাদি কাম্যবিষয়ের প্রতি, আয়ু, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য্য প্রভৃতির প্রতি এবং স্ত্রীপুত্রাদি স্বজনগণের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে। তাহারা নিত্যসুখ কি তাহা জানে না, সুতরাং তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মফলে দেবমনুষ্যাদি উচ্চ যোনিতেও পরিভ্রমণ করে, আবার স্থাবরাদি নীচ যোনিতেও প্রবেশ করে। এইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা বেদবাক্য শ্রবণে শ্রদ্ধাশীল, বেদ তাঁহাদিগকে কি প্রকারে পুনরায় কাম্যবিষয়েই প্রবর্ত্তিত করিবেন? (স্বর্গাদি কাম্য বিষয় ক্ষয়শীল ও অনিত্য, তাহার দ্বারা ও অক্ষয় আনন্দরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, স্বর্গাদির সুখ উপভোগ করিবার পর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।) "স্বর্গকামী ব্যক্তি যাগ করিবে" ইত্যাদি বেদোক্ত ফলশ্রুতি মনুষ্যগণের পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষরূপ পরম অক্ষয় ফলের কথা বলে না; কিন্তু "স্বর্গাদিফলশ্রবণে মনুষ্যগণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, এবং বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হইবে, এবং তাহার ফলে মনুষ্যগণ মোক্ষলাভ করিতে পারিবে"—ইহাই বেদের অভিপ্রায়।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিকাণ্ডাত্মক বেদসমূহ ব্রহ্মেরই স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সনৎকুমার, নারদ, পরাশর, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বহির্ভূত অতি গুহ্য পরম ব্রহ্মকেই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই বেদপ্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বই আমার প্রিয়। ঐ সকল বেদবাক্য আমার প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং জগৎকে কার্য্য ও আমাকে কারণরূপে নির্ণয় করিয়া কার্য্যজগৎকে পরিত্যাজ্য ও কারণস্বরূপ আমাকে প্রাপ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য।"

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অর্থের প্রতি অত্যাসক্তির পরিণাম, অর্থের অনর্থকারকতা ও জ্ঞান বিচার দ্বারা মনোজয়।

অর্থ ও অত্যধিক অর্থাসক্তি যে গৃহস্থের অনর্থ সাধন করে, সেই বিষয়ে উপদেশ প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ে উদ্ধবকে বলিতেছেন ঃ—

পুরাকালে মালব দেশে এক ধনশালী কিন্তু অত্যন্ত কৃপণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বাণিজ্যাদি করিয়া বিপুল ধনসঞ্চয় করিলেও তিনি কামপরায়ণ, অতিশয় লোভী ও কোপনস্বভাব ছিলেন। অর্থব্যয় হইবার ভয়ে তিনি ধর্ম্মকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে এবং স্ত্রী, পুত্র, দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণকে ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া কষ্ট দিতেন। স্বীয় জ্ঞাতি ও অতিথিদিগকে তিনি কখনও প্রীতিপূর্ণ বাক্যাদির দ্বারা আপ্যায়ন করিতেন না। ধর্ম্ম ও ভোগবর্জ্জিত তাঁহার গৃহে তাঁহার আত্মা কখনও ভোগাদি দ্বারা তৃপ্ত হইত না। সেই দুঃশীল ও অতিশয় কৃপণ ব্রাহ্মণের পুত্রেরা ও বন্ধুবর্গ সর্ব্বদা তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করিত এবং তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও ভৃত্যগণ সকল সময় বিষণ্ণ হইয়া থাকিত, সেইজন্য তাহারা তাঁহার প্রীতিজনক কোনও কার্য্য করিত না।

এইরূপে যক্ষের ন্যায় ধনরক্ষণশীল, ধর্ম্মহীন, এবং ভোগ-বিবর্জ্জিত এবং ইহলোক ও পরলোক হইতে চ্যুত সেই ব্রাহ্মণের উপর পঞ্চযজ্ঞভাগী দেবতাগণ ক্রুদ্ধ হইলেন। হে উদ্ধব! আত্মীয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পোষ্যবর্গের ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অনাদরের ফলে এবং দেবতাদিগকেও অনাদর করায় তাঁহার পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। ক্রমশঃ কৃষিকার্য্যের ও বাণিজ্যাদির ব্যাপারে তাঁহার পরিশ্রম মাত্রই সার হইল। সেই ব্রাহ্মণের অর্থও বিনষ্ট হইল; কারণ জ্ঞাতিগণ সেই ব্রাহ্মণের ধনের কতকাংশ কাড়িয়া লইল ও তস্করগণ কিছু অপহরণ করিল। মনুষ্য ও রাজা হইতে এবং দৈববশে কালপ্রবাহেও কিছু ধন বিনষ্ট হইয়া গেল। এইভাবে ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইলে ধর্ম্ম-ভোগহীন হইয়া ও স্বজনগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং ধনক্ষয়হেতু সন্তপ্ত হইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে খেদ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণের পরম বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি তখন বলিতে লাগিলেন—হায়! কি কষ্ট! এতদিন আমি বৃথাই দেহকে কষ্ট দিয়াছি। আমার দেহ ও অর্থ না লাগিল ধর্ম্মের কার্য্যে, না হইল ইহার দ্বারা কোনও প্রকার ভোগ। এতদিন আমি কেবল অর্থের জন্যই এত ক্লেশ স্বীকার করিলাম। কৃপণদিগের ধন ইহলোকে আত্মার সন্তাপের এবং দেহান্তে নরকের কারণ হয়; কখনও সুখের কারণ হয় না। অর্থের উপার্জ্জনে এবং উপার্জ্জিত অর্থের বৃদ্ধি, রক্ষণ, ব্যয়, নাশ ও উপভোগে মনুষ্যের পরিশ্রম, ত্রাস, চিন্তা ও ভ্রম সঞ্জাত হয়। চৌর্য্য, মিথ্যা, হিংসা, শঠতা, কাম, ক্রোধ, গর্ব্ব, মত্ততা, ভেদবুদ্ধি, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রীসেবা, দ্যূতক্রীড়া ও মদ্যপান—এই সকল অনর্থই মনুষ্যগণের অর্থমূলক বলিয়া বিবেকিগণ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব মুমুক্ষু এবং কল্যাণার্থী ব্যক্তি অর্থ নামক পরম অনর্থকে দূর হইতে পরিহার করিবেন। সামান্য অর্থের নিমিত্ত মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুদিগের সহিতও বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে এবং একপ্রাণ ও অতিপ্রিয় ব্যক্তিগণ শত্রু হইয়া উঠে। সামান্য অর্থের জন্য ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা সৌহার্দ্দ্য পরিত্যাগ করে এবং পরস্পর কলহ করিয়া শীঘ্রই পরস্পরকে ত্যাগ ও বিনাশ করিয়া থাকে। যাহারা দেববাঞ্ছিত মনুষ্যজন্ম, তদুপরি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও উহার অনাদর করে এবং স্বীয় যথার্থ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বারস্বরূপ এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া কোন্ মরণশীল বিবেকী পুরুষ অনর্থের আশ্রয় এই ধনে আসক্ত হইতে পারে? দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, আত্মীয়গণ, অতিথি প্রভৃতি ও নিজেকে অন্নাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত না করিয়া যে ব্যক্তি যক্ষের ন্যায় বিত্ত রক্ষা করে, সেই ব্যক্তি অধঃপতিত হইয়া থাকে—

"দেবর্ষিপিতৃভূতানি জ্ঞাতীন্ বন্ধূংশ্চ ভাগিনঃ।
অসংবিভজ্য চাত্মানং যক্ষবিত্তঃ পতত্যধঃ॥—ভাগঃ ১১।২৩।২৪

"আমি নিস্ফল অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় প্রমত্ত হইয়াছি। অপ্রমত্ত ব্যক্তিগণ যাহার দ্বারা মুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকেন, আমার সেই বিত্ত, বয়স ও বল চলিয়া গিয়াছে। এখন বৃদ্ধ আমি আর কি করিতে পারি? এইরূপ অনর্থ ঘটিবে জানিয়াও লোকে কেন নিস্ফল অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বারংবার ক্লেশ প্রাপ্ত হয়? নিশ্চয়ই এই সকল লোক কাহারও মায়ায় বিমোহিত হইয়াই এইরূপ বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কিং ধনৈর্ধনদৈর্ব্বা কিং কামৈর্ব্বা কামদৈরুত।
মৃত্যুনা গ্রস্যমানস্য কর্ম্মভির্বোত জন্মদৈঃ ॥ ভাগঃ ১১।২৩।২৭

—মৃত্যুকবলে নিপতিত এই সকল ব্যক্তির ধনে কিম্বা ধনদাতৃগণে প্রয়োজন কি? ভোগে কিম্বা ভোগদাতৃগণেই বা কি প্রয়োজন? জন্মপ্রদ কর্ম্মসকলেই বা প্রয়োজন কি?

অতএব নিশ্চয়ই সর্ব্বদেবময় শ্রীহরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন; কারণ তিনি আমাকে এইরূপ দীনদরিদ্র অবস্থায় উপনীত করিয়া সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বৈরাগ্যরূপ নৌকা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আমি যখন এই বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি তখন আমি আমার অবশিষ্ট জীবনে আত্মনিষ্ঠ, হইয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করিব।"

শ্রীভগবান্ বলিতে লাগিলেন—"মালবদেশীয় সেই দ্বিজবর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া 'আমি, আমার' ইত্যাদি অভিমানরূপ হৃদয়গ্রন্থিসকল ছিন্ন করিলেন এবং শান্ত মুনিগণের ব্রত অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ ও পঞ্চপ্রাণকে সংযত করিয়া তিনি এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং ভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আসক্তিশূন্য হইয়া নগর ও গ্রামে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। হে উদ্ধব! সেই বৃদ্ধ, ভিক্ষুক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সেখানকার অসৎ লোকেরা বিবিধ অপমানজনক উক্তির দ্বারা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। কেহ তাঁহার দণ্ড, কেহ কমণ্ডলু, অপর কেহ বা তাঁহার ভোজনপাত্র লইয়া গেল। কতকগুলি লোক তাঁহার আসন ও জপমালা, কেহ বা তাঁহার কন্থা ও ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডগুলি লইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদীতীরে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতে বসিলে কেহ কেহ তাহা কাড়িয়া লইল, অন্যান্য পাপিষ্ঠেরা তাঁহার গায়ে মূত্র ত্যাগ করিতে ও মস্তকে থুথু (ফেলিতে) লাগিল। তিনি মৌনী হইয়া থাকিলে উহারা তাঁহাকে কথা বলাইতে চেষ্টা করিল এবং কথা না বলিলে তাড়না করিতে লাগিল। অপরেরা "এই ব্যক্তি চোর"—ইত্যাদি নানাবিধ বাক্যবাণের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। কেহ বা তাঁহাকে বন্ধন করিতে লাগিল। কিন্তু সেই মুনিবর যতই এই প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি সেই সকল দুঃখকে স্বীয় কর্ম্মফল এবং অবশ্য ভোক্তব্য বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে এইরূপ বিচার উপস্থিত হইল।

"নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ॥"

—ভাগঃ ১১।২৩।৪৩

—এই সকল ব্যক্তি আমার সুখ দুঃখের কারণ নহে; দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম এবং কালও আমার সুখ দুঃখের কারণ নহে; কিন্তু পণ্ডিতগণ মনকেই সুখ দুঃখের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর এই মন দ্বারাই জীবের সংসারচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

"মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়স্ততশ্চ কর্ম্মাণি বিলক্ষণানি।
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি॥"

—ভাগঃ ১১।২৩।৪৪

বলবান্ মনই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৃত্তিসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই বৃত্তিসমূহ হইতেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মসমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং সেই কর্ম্মসমূহ হইতেই জীবগণের সেই কর্ম্মানুরূপ দেব-মনুষ্য-পশ্বাদিজন্ম লাভ হইয়া থাকে।

সৎপাত্রে দান, নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্ম্ম, শৌচাদি নিয়ম, অহিংসাদি যম, শাস্ত্রাভ্যাস, একাদশীর উপবাসাদি ব্রত, এবং অপরাপর ধর্ম্মকার্য্যসমূহের চরম ফল মনঃসংযম। এই মনঃসংযমই পরম যোগ।

বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া যাহার মন শান্ত হইয়াছে ও ভগবানে স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তাহার পূর্ব্বোক্ত দানাদি উপায় সমূহে কি প্রয়োজন? আর যাহার মন বিষয়সমূহে আসক্ত এবং তন্নিমিত্ত শান্ত না হইয়া বিক্ষিপ্ত ও আলস্যাদিতে অভিভূত, দানাদি দ্বারা তাহার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?

অপরাপর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ মনের বশীভূত হইয়া থাকেন, কিন্তু মন অপর কোনও দেবতার বশীভূত হয় না। অতএব সেই মনোরূপ দেবতাই দেব-মনুষ্যাদি সকলের ভয়ের কারণ এবং বলশালী হইতেও অধিকতর বলীয়ান্। যিনি তাহাকে বশে আনিতে পারেন তিনিই দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

সেই মন মর্ম্মপীড়াদায়ক শত্রু; তাহার বেগ দুঃসহ। কতকগুলি বিমূঢ় ব্যক্তি তাহাকে জয় না করিয়া জনগণের সহিত অনর্থক কলহ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং মিত্রগণকে উদাসীন ও শত্রুরূপে পরিণত করিয়া থাকে।

অতএব মনই সকল সুখদুঃখের কারণ বলিয়া সুখদুঃখাদি বিষয়ে অন্য কাহাকেও নিমিত্ত মনে করিয়া তাহাদের প্রতি অনুরক্ত অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ স্বীয় দন্ত দ্বারা জিহ্বায় দংশন করিলে যে বেদনা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য অপর কেহ কোনও প্রকার দায়ী হয় না। অতএব আমি প্রাচীনতম মহর্ষিগণের ন্যায় পরমাত্মনিষ্ঠ হইয়া মুকুন্দের চরণ-সেবা করিব ও তাহার দ্বারা দুস্তর সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"যাঁহার সমস্ত ধন বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই মুনি এইরূপে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া ক্লেশমুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে অসাধু ব্যক্তিগণ তিরস্কার ও অপমান করিলেও তিনি স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হন নাই। তিনি পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে এই গাথা গাহিয়াছিলেন –

"সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ।
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ ॥—ভাগঃ ১১।২৩।৬০

—কেহ কাহারও সুখদুঃখের দাতা নহে। দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি, গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধি এবং আত্মস্বরূপে অনাত্মবুদ্ধিরূপ মনের বিবিধ ভ্রমই দেহধারী জীবকে সুখদুঃখ প্রদান করে। আর কর্ম্মফলদাতা পরমেশ্বরই জীবের অজ্ঞানকে নিমিত্ত করিয়া মিত্র, উদাসীন ও শত্রু এবং সংসার সৃজন করিয়াছেন।'

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ ॥ ভাগঃ ১১।২৩।৬১

—অতএব হে তাত! তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে সমাহিত হইয়া আমাতে বুদ্ধি নিবেশিত করিয়া মনকে সংযত কর। এই মনঃ-সংযমই সর্ব্ববিধ যোগের সার।'

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাংখ্যযোগ উপদেশ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের চতুর্বিবংশ অধ্যায়ে উদ্ধবের নিকট সাংখ্যযোগ উপদেশ করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিয়াছেন—"প্রলয়কালে জীব ও প্রকৃতি এই উভয়ই অবিভক্ত হইয়া একমাত্র পরমকারণ পরব্রহ্ম স্বরূপ আমাতেই বিলীন ছিল। সেই বাক্য ও মনের অগোচর এক সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম আমিই সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষরূপে দুই প্রকার হইয়াছিলাম। পুরুষই 'জীব' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমি প্রকৃতিকে ক্ষোভিত করিলে সেই প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই গুণত্রয় হইতে 'সূত্র' অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের পূর্ব্বাবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। অহঙ্কার তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ঐ ত্রিবিধ অহঙ্কারই পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবগণের কারণ। তামসিক অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। রাজসিক অহঙ্কার হইতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি ও চন্দ্র এই একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ ও মন উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল পদার্থ আমারই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া মিলিতভাবে আমার অণ্ডরূপ উত্তম স্থান উৎপাদন করিয়াছে।

অনন্তর জলমধ্যে অবস্থিত সেই অণ্ডে আমি নারায়ণরূপে অবস্থিত হইয়াছিলাম; তখন আমার নাভিতে বিশ্বনামক পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সেই পদ্মে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মা রজোগুণযুক্ত হইয়া তপস্যার দ্বারা আমার অনুগ্রহে লোকপাল সমন্বিত ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই ত্রিবিধ লোক সৃষ্টি করেন। [এখানে অতলাদি সপ্তপাতাললোক ভূর্লোকের অন্তর্গত এবং 'মহঃ' হইতে সত্য লোক পর্য্যন্ত লোক লোকসমূহ স্বর্লোকের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে; এই ভূঃ ও স্বর্লোকের মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষ লোককে 'ভুব' লোক বলা হয়।]

স্বর্লোক বা স্বর্গলোক দেবগণের, অন্তরীক্ষলোক ভূতগণের এবং ভূর্লোক মনুষ্য প্রভৃতির বাসস্থান। এই লোকত্রয়ের পরবর্ত্তী মহর্লোকাদি সিদ্ধগণের বাসস্থান। ব্রহ্মা পৃথিবীর নিম্নস্থ অতলাদি লোকসকলকে অসুরগণের ও নাগগণের বাসস্থান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। হে উদ্ধব! ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মসমূহকে নিমিত্ত করিয়া জীবসমূহের সর্ব্বপ্রকার গতি এই ভূরাদি ত্রিলোকেই হইয়া থাকে। যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের নির্ম্মল গতি মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকে হইয়া থাকে। ভক্তিযোগের গতি মদ্ভাবপ্রাপ্তি। এই জগতে অণু, বৃহৎ, কৃশ ও স্থূল যাহা কিছু পদার্থ আছে, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত পদার্থই প্রকৃত্যাত্মক ও পুরুষ-সংযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি সেই সমস্ত পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছে এবং পুরুষ কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত সেই সমস্ত পদার্থে জীবরূপে অবস্থান করিতেছে।

প্রকৃতিই তাহা হইতে পরিণাম প্রাপ্ত এই নিখিল জগতের উপাদান। প্রকৃতি হইতে ভিন্নস্বরূপ জীব সম্পূর্ণ জগতের ধারক এবং কাল সেই জগতের অভিব্যঞ্জক অর্থাৎ প্রকাশক। ব্রহ্ম আমিই এই প্রকৃতি, জীব ও কাল এই ত্রিবিধস্বরূপ। এই প্রকৃত্যাদি আমারই শক্তি হওয়ায় শক্তিমান্ আমা হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না বলিয়া আমা হইতে উহাদের ভেদ নাই; সুতরাং আমিই নিখিল জগতের উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণ।"

এইরূপে শ্রীভগবান্ এই জীব-জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সাংখ্য-সম্মত রীতিতে বর্ণনা করিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চের আদিতেও তিনি, মধ্যেও তিনি, অন্তেও তিনি। প্রকৃতির পরিণাম এই নিখিল জগৎ, তাহার উপাদান প্রকৃতি, জীব ও কাল এই সমস্ত তাঁহারই স্বরূপ—তিনিই এই সমস্ত হইয়াছেন; তিনিই এই সকল সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, তাঁহাকে বাদ দিয়া তাঁহা হইতে পৃথক্‌রূপে কিছুই নাই। সাংখ্যসম্মত এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে আরও সুস্পষ্ট করা হইল :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) পরব্রহ্ম

২ জীব (পুরুষ)

৩ প্রকৃতি (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা)

৪ কাল

'সূত্র' (মহত্তত্ত্বের পূর্ব্বাবস্থা)

৫ মহত্তত্ত্ব

৬ অহঙ্কার

সাত্ত্বিক অহঙ্কার — ৭ মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ

রাজস অহঙ্কার — ৮ দশ ইন্দ্রিয়

তামস অহঙ্কার — ৯ শব্দস্পর্শাদিপঞ্চতন্মাত্র — ১০ আকাশাদি পঞ্চমহাভূত

উপরোক্ত চিত্রের সাহায্যে বুঝা যায় যে, মূলকারণ এক পরব্রহ্মই নিজেকে জীব হইতে আকাশাদি পঞ্চমহাভূত পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্বরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকলই তিনি এবং তিনিই এই সকলে অনুপ্রবিষ্ট। তাঁহা হইতেই এই সমস্তের অভিব্যক্তি হইয়াছে। আবার প্রলয় কালে এই সমস্তের তাঁহাতেই লয় হয়। যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাতেই তাহার লয় হয় অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের তাহার কারণেই লয় হয়। আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের যথাক্রমে শব্দস্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্রে, তন্মাত্রসমূহের তামস অহঙ্কারে, দশ ইন্দ্রিয়ের রাজস অহঙ্কারে, মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাত্ত্বিক অহঙ্কারে, অহঙ্কারের মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বের সূত্ররূপে স্থিত গুণত্রয়ে এবং সেই গুণত্রয়ের প্রকৃতিতে লয় হয়। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। অতঃপর প্রকৃতির কালে, কালের জীবে এবং জীবের পরমাত্মা পরব্রহ্মে লয় হয়।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তত্ত্বসম্বন্ধে নানামতের বিরোধ ভঞ্জন।

অতঃপর উদ্ধব শ্রীভগবান্‌কে প্রশ্ন করিলেন—"হে মহেশ্বর! এই জগতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতবাদ দেখা যায়। কোন কোন ঋষি পঞ্চতত্ত্ব, কেহ বিংশতি কেহ ষড়্‌বিংশতি, কেহ পঞ্চবিংশতি, কেহ সপ্ত, কেহ নব, কেহ ষট্ (ছয়), কেহ চতুঃ (চারি), কেহ একাদশ, কেহ ষোড়শ, আবার কেহ বা ত্রয়োদশ তত্ত্বের বর্ণনা করিয়া থাকেন। হে প্রভো! ঋষিগণ কি অভিপ্রায়ে ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তত্ত্বসংখ্যা বর্ণনা করিয়া থাকেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি তাহা আমাকে উপদেশ করুন।

এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২২শ অধ্যায়ে তাঁহাকে বলিতেছেন—"হে উদ্ধব! শব্দব্রহ্মজ্ঞ ও পরব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ তত্ত্বসম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, সেই সমস্তই যুক্তিসঙ্গত। কারণ তত্ত্বসমূহ একে অপরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আছে বলিয়া বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে উহাদের সংখ্যা ন্যূনাধিক্যরূপে (কম বা বেশী করিয়া) গণনা করা যাইতে পারে। একমাত্র কারণ স্থানীয় তত্ত্ব পরব্রহ্মে কার্য্যভূত অপর সমস্ত তত্ত্ব অথবা একমাত্র কার্য্যস্থানীয় তত্ত্ব পঞ্চভূতাত্মক জগতে কারণস্থানীয় অপর সমস্ত তত্ত্ব প্রবিষ্ট আছে দেখা যায়। এই কারণে বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে তত্ত্ব-সকলের সংখ্যার ন্যূনাধিক্যরূপে গণনা হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতঃপর শ্রীভগবান্ তত্ত্ব-সকলের সমন্বয় করিয়া তাহাদের অবিরোধ প্রদর্শন করিবার জন্য উদ্ধবকে বলিলেন—"হে উদ্ধব! অনাদি অবিদ্যাযুক্ত জীবের স্বতঃ আত্মজ্ঞান:হওয়া অসম্ভব বলিয়া সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পরমেশ্বর (গুরুরূপে) জীবের জ্ঞানদাতা হইয়া থাকেন। সুতরাং আমার মতে তত্ত্ব ত্রিবিধ—(১) চেতন জীব, (২) অচেতন প্রকৃতি ও (৩) সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পরমেশ্বর পরব্রহ্ম। তত্ত্বসংখ্যা সম্বন্ধে নানামতাবলম্বী বাদিগণের নির্দ্ধারিত তত্ত্বসমূহ এই তত্ত্বত্রয়ের অন্তর্গত। সত্ত্বাদিগুণত্রয় প্রকৃতিরই অন্তর্ভূ́ত; কারণ গুণসমূহের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। যাহা গুণসমূহের বিক্ষোভক, তাহাই কাল এবং সূত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্বই স্বভাব। যে মতে পঞ্চ তত্ত্ব বলা হয়, সেই মতে পূর্ব্বোক্ত চেতনজীব, অচেতন প্রকৃতি, পরমেশ্বর পরব্রহ্ম এবং কাল ও স্বভাব এই পাঁচটি তত্ত্ব।

পরমাত্মা, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবী—এই নয়টি তত্ত্ব আমাকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। জীব পরমাত্মার অংশ বলিয়া তাঁহারই অন্তর্ভূ́ত। যে মতে বিংশতি তত্ত্ব, সেই মতে পূর্ব্বোক্ত ঐ নবতত্ত্ব এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশটি ইন্দ্রিয় লইয়া ইহাদের সমষ্টি বুঝিতে হইবে। আর যে মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সেই মতে এই বিংশতি তত্ত্ব ও আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্মাবস্থারূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চতন্মাত্রের সমষ্টি বুঝিতে হইবে। আর যে মতে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব, সেই মতে ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত জীবকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে গণনা করিয়া ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে মতে সাতটি তত্ত্ব সেই মতে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত, ভোক্তা জীব, ও ইহাদের আশ্রয় পরমাত্মা—এই সাতটিকে বুঝিতে হইবে। এই মতে পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি অপর তত্ত্বসমূহ পঞ্চমহাভূতেরই অন্তর্গত। আর যে মতে তত্ত্ব ছয়টি, সেই মতে আকাশাদি পঞ্চমহাভূত ও পরব্রহ্ম—এই ছয়টি তত্ত্ব। জীব পরমেশ্বরের অংশ বলিয়া এই মতে জীব পরমেশ্বরেরই অন্তর্ভূ´ত। পরমপুরুষ পরমেশ্বরই নিজ হইতে উৎপন্ন ঐ পঞ্চমহাভূতের সহিত মিলিত হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন ও তাহাতে তিনি স্বয়ং প্রবিষ্ট হন।

যে মতে তত্ত্ব চারিটি, সেই মতে পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন তেজ, জল, পৃথিবী ও পরমেশ্বর—এই চারিটি তত্ত্ব। পূর্ব্বোক্ত অপর সকল তত্ত্বই এই তত্ত্বচতুষ্টয়ের অন্তর্গত। যে মতে সপ্তদশ তত্ত্ব গণনা করা হয়, সেই মতে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও আত্মা—এই সপ্তদশ তত্ত্ব কথিত হইয়া থাকে। সেইরূপ যে মতে ষোড়শ তত্ত্ব গণনা করা হয়, সেই মতে আত্মাকেই মন বলা হয়। সুতরাং সেই মতে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, ও আত্মা—এই ষোড়শটি তত্ত্ব। আর যে মতে ত্রয়োদশ তত্ত্ব, সেই মতে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই ত্রয়োদশটি তত্ত্ব। যে মতে একাদশ তত্ত্ব গণনা করা হয়, সেই মতে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও আত্মা—এই একাদশটি তত্ত্ব। আর যে মতে তত্ত্ব নয়টি সেই মতে প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র ও পরমেশ্বর—এই নয়টি তত্ত্ব। হে উদ্ধব! এইরূপে ঋষিগণ তত্ত্বসমূহের নানাপ্রকারে সংখ্যা গণনা করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুতঃ পরব্রহ্মই জীবরূপে ও চতুর্বিংশতিতত্ত্বযুক্ত প্রকৃতি-রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত তত্ত্ব পরব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয়—পরব্রহ্মেরই অন্তর্ভূ´ত হয়। অতএব এক হইতে ষড়্বিংশতি তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্তই সেই এক পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই অন্তর্ভূ´ত হওয়ায় সমস্ত মতই যথার্থ, কোনটিতেই কোনরূপ অসামঞ্জস্য নাই।

অতঃপর শ্রীভগবান্ উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে এই অধ্যায়ে প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ এবং দেহাদি হইতে পৃথক্‌রূপে আত্মার জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয় ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ করিয়া দেহাত্ম-বুদ্ধির দ্বারা জীবের জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসার-প্রাপ্তির বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকৃতি ও পুরুষের কথা এবং সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ইত্যাদি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সাংখ্যযোগ-বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম পরিচ্ছেদ

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৃত্তি

অতঃপর সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৃত্তি নিরূপণ প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে উদ্ধবকে বলিতেছেন—"হে উদ্ধব ! পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাদি গুণসকলের মধ্যে যে গুণ দ্বারা পুরুষ যে প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয়, আমি তাহা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি।

শম (মনঃ সংযম), দম (বাহ্যেন্দ্রিসংযম), সহিষ্ণুতা, বিবেক, তপস্যা, সত্য, দয়া, স্মৃতি, যথালাভে সন্তোষ, দান, বৈরাগ্য, আস্তিকতা, অনুচিত কর্ম্মে লজ্জা, সরলতা, বিনয় প্রভৃতি ও আত্মরতি—এই সকল সত্ত্বগুণের বৃত্তি।

বিষয় ভোগের ইচ্ছা ও তাহার জন্য চেষ্টা, দর্প, বিষয় প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট না হওয়া, গর্ব্ব, ধনাদিকামনায় দেবতাদিগের আরাধনা, ভেদবুদ্ধি, বিষয়সম্ভোগ, দর্পবশতঃ কর্ম্মে মনোযোগ (অর্থাৎ মদ-প্রযুক্ত যুদ্ধবিগ্রহাদিতে অভিনিবেশ), যশের আকাঙ্ক্ষা, উপহাস, স্বীয় প্রভাব প্রকট করা এবং পরিজন ও বিদ্যাদি সামর্থ্যের দ্বারা উদ্যম প্রকাশ—এই সকল রাজোগুণের বৃত্তি।

আর অসহিষ্ণুতা, কৃপণতা বা ব্যয়পরাঙ্মুখতা, শাস্ত্রবিরুদ্ধ আলোচনা, হিংসা, যাচ্ঞা, দম্ভ (ধর্ম্মধ্বজিতা), বৃথা পরিশ্রম, কলহ, অনুশোচনা, ভ্রম, দুঃখ, দীনতা, তন্দ্রা, আশা, ভয় ও উদ্যম-রাহিত্য—এই সকল তমোগুণের বৃত্তি।

শম প্রভৃতি গুণের দ্বারা পুরুষের সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিবে। এইরূপে কামাদির দ্বারা রজোগুণের বৃদ্ধি এবং ক্রোধাদির দ্বারা তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যখন সাধক নিরপেক্ষ ও নিষ্কাম হইয়া নিজকর্ম্মের দ্বারা ভক্তিসহকারে আমার অর্চ্চনা করে, তখন পুরুষই হউক কিম্বা স্ত্রী-ই হউক তাহাকে সত্ত্বস্বভাব বলিয়া জানিবে। যখন নিজের আত্মপ্রীতি ও কল্যাণ-কামনা করিয়া স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা আমার ভজনা করে,তখন তাহাকে রজোগুণযুক্ত জানিবে। আর যখন অপরের প্রতি হিংসাযুক্ত হইয়া নিজের কর্ম্মের দ্বারা আমার ভজনা করে, তখন তাহাকে তমোগুণযুক্ত জানিবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় জীবেরই, আমার নহে। কারণ এই গুণসকল জীবেরই চিত্তে উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের দ্বারাই জীব লিপ্ত ও আসক্ত হইয়া সংসার-পাশে বদ্ধ হইয়া পড়ে। যখন জ্ঞানপ্রকাশক নির্ম্মল ও কল্যাণ-জনক সত্ত্বগুণ রজোগুণকে ও তমোগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ সুখ, ধর্ম্ম ও জ্ঞান-যুক্ত হয় (অর্থাৎ তখন এইগুলিকে লাভ করে)। আর যখন আসক্তির, ভেদবুদ্ধির ও চিত্তের চঞ্চলতার কারণ প্রবৃত্তিস্বভাব রজোগুণ তমোগুণকে ও সত্ত্বগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ দুঃখ, কর্ম্ম, যশঃ ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। যখন বিবেকভ্রংশকারক আবরণস্বভাব আলস্যজনক তমোগুণ রজোগুণকে ও সত্ত্বগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা ও আশার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে।

হে উদ্ধব! যখন সাধকের চিত্ত প্রসন্ন হয় অর্থাৎ আমার গুণাদি চিন্তায় স্থৈর্য্য লাভ করে, যখন সে বাক্ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা আমার গুণ কীর্ত্তনাদিতে সুখ লাভ করে, যখন দেহে আমার চিহ্ন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণে ভীতিশূন্য হয় এবং যখন তাহার মন সর্ব্ব-প্রকার সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত হয়, তখন সেই সাধকের মৎপদপ্রাপক সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে।

জীবগণ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির ফলে ক্রমশঃ উপরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করে, তমোগুণের বৃদ্ধি হইলে ক্রমশঃ নিম্নগতিতে স্থাবর পর্য্যন্ত নীচ নীচ যোনি প্রাপ্ত হয় এবং রজোগুণের বৃদ্ধির দ্বারা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে লীন (মৃত) হয়, তাহারা স্বর্গে, যাহারা রজোগুণের বৃদ্ধিকালে লীন হয়, তাহারা নরলোকে এবং যাহারা তমোগুণের বৃদ্ধিকালে লীন হয়, তাহারা নরকে গমন করে। কিন্তু নির্গুণ অর্থাৎ গুণত্রয়ের বৃত্তি সমূহের জয়কারী আমার ভজনপরায়ণ ভক্তবৃন্দ আমাকেই প্রাপ্ত হন। আমার আজ্ঞা প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে আমার প্রীতির জন্য ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যভাবে স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্ম সাত্ত্বিক, যে কর্ম্মে ফলকামনা থাকে, তাহা রাজস এবং যে কর্ম্ম হিংসাবহুল ও দম্ভাদিবশতঃ করা হয়, তাহা তামস।

হে উদ্ধব! অভিমানশূন্য যে কেবল দেহাদিব্যতিরিক্ত জীবাত্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান তাহা সাত্ত্বিক, যে জ্ঞান দেহাদিবিষয়ক তাহা রাজস, আর যে জ্ঞান বালমূকাদিজ্ঞানতুল্য প্রাকৃত তাহা তামস এবং "সমস্তই কৃষ্ণাত্মক"—এইরূপ মদ্বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই নির্গুণ। অরণ্যবাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজস, দ্যূতক্রীড়াগৃহে বাস তামস এবং আমার মন্দিরে বাস নির্গুণ। আসক্তিহীন কর্ত্তা সাত্ত্বিক, অত্যন্ত আসক্তিতে বদ্ধ কর্ত্তা রাজস, পূর্ব্বাপর অনুসন্ধানশূন্য কর্ত্তা তামস এবং আমিই যাহার একমাত্র আশ্রয় সেই কর্ত্তাই নির্গুণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাজস, অধর্ম্ম বিষয়ে শ্রদ্ধা তামস এবং আমার সেবাতে শ্রদ্ধা নির্গুণ। হিতজনক, শুদ্ধ ও সহজলভ্য আহার্য্যবস্তু সাত্ত্বিক, ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিদায়ক আহার্য্যবস্তু রাজস এবং দুঃখদায়ক ও অশুচি আহার্য্যবস্তু তামস, আর আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত আহার্য্যবস্তু নির্গুণ। আত্মচিন্তা হইতে উদ্ভূত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়ভোগ হইতে উদ্ভূত সুখ রাজস এবং মোহ ও দৈন্য হইতে জাত যে সুখ তাহা তামস, আমার ধ্যানজনিত সুখই নির্গুণ বলিয়া জানিবে।” এইরূপে শ্রীভগবান্ সত্ত্বাদি গুণসমূহের বৃত্তি বর্ণনা করিয়া কল্যাণার্থী পুরুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন—

“সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ॥
এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥”

ভাগঃ ১১।২৫।৩১-৩২

—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব! পুরুষ ও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত মহদাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই ত্রিগুণাত্মক; অর্থাৎ দৃষ্ট, শ্রুত কিম্বা বুদ্ধির দ্বারা চিন্তার বিষয়ীভূত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত পদার্থই ত্রিগুণাত্মক। গুণ ও কর্ম্মজনিতই পুরুষের এই সংসার। হে সৌম্য! যে সাধকপুরুষ চিত্ত হইতে উদ্‌গত এই গুণসমূহকে আমার প্রতি ভক্তিযোগ দ্বারা জয় করিতে পারেন, তিনি মৎপরায়ণ হইয়া আমার সাধর্ম্ম্যপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব যাহাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই মনুষ্য-শরীর লাভ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ গুণের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ মননশীল হইয়া অপ্রমত্ত-চিত্তে আমার ভজনা করিবেন, সত্ত্বগুণের সেবা দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণকে জয় করিবেন এবং উপশমাত্মক সত্ত্বগুণের দ্বারাই আবার সত্ত্বগুণকেও জয় করিবেন। পরে আমার ভজনা করিতে করিতে তিনি গুণসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম পরিচ্ছেদ

সাধুসঙ্গের মহিমা ও প্রভাব

রজঃ ও তমোগুণের ক্ষয় ও সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকারক জ্ঞান ও ভক্তিলাভের উপায়স্বরূপ সাধুসঙ্গের মহিমা ও প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে উদ্ধবকে বলিতেছেন—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এতস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

ভাগ ঃ ১১।২৬।২৬

—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুগণের সঙ্গ করিবেন। সাধুগণই হিতোপদেশ দ্বারা শরণাগত ব্যক্তির মনের বিষয়াসক্তি দূর করিয়া দেন।

অতঃপর শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"যাঁহারা কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, যাঁহাদের চিত্ত আমাতেই অবস্থিত, যাঁহারা প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাশূন্য, অহঙ্কারবর্জ্জিত, দ্বন্দ্বরহিত ও পরিগ্রহশূন্য, তাঁহারাই সাধু।

হে মহাভাগ উদ্ধব! তাঁহারা নিত্য আমার লীলা-কথা-সকল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই সাধুগণের দ্বারা উচ্চারিত আমার লীলাকথা, শ্রবণকারী মনুষ্যগণের পাপ দূর করিয়া দেয়। যাঁহারা আগ্রহান্বিত হইয়া সেই সাধুগণ-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত আমার লীলাকথা শ্রবণ করেন, কীর্ত্তন করেন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুমোদন করেন, তাঁহারা নিশ্চয় মৎপরায়ণ ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার প্রতি ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। অনন্তগুণশালী আনন্দানুভূতি-স্বরূপ পরব্রহ্ম আমার প্রতি যিনি ভক্তি লাভ করেন, তাঁহার আর অপর কি বস্তু লাভ করিতে বাকী থাকে? তিনি সকল প্রকার পুরুষার্থ ই লাভ করিয়া থাকেন।"

সাধুগণের মহিমা ও প্রভাব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতকার বলিতেছেন ঃ—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥"

ভাগঃ ১১।২৬।৩১-৩২

—যেরূপ অগ্নিকে লাভ করিলে শীত, ভয় ও অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইরূপ সাধুগণের সঙ্গলাভ করিলে ভগবদ্বৈ-মুখ্যরূপজড়তা, সংসার-ভয় ও অজ্ঞান দূরীভূত হয়। সুদৃঢ় নৌকা যেমন সাগরজলে নিমগ্ন ব্যক্তির পরম আশ্রয় হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ শান্ত সাধুগণই ঘোর সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন জন্মমৃত্যু-প্রবাহে পতিত জনগণের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় হইয়া থাকেন।

"অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্॥"

ভাগঃ ১১।২৬।৩৩

—যেমন অন্নই প্রাণীগণের প্রাণ, আমিই আর্ত্তগণের রক্ষক এবং ধর্ম্মই পরলোকে মনুষ্যগণের সুখসাধন, সেইরূপ সাধুগণই সংসার ভয়ে ভীত পুরুষের পরম আশ্রয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥" ভাগঃ ১১।২৬।৩৪

—সূর্য্য উদিত হইয়া একমাত্র বহির্দৃষ্টি প্রদান করেন ; কিন্তু সাধুগণ আত্মা, অনাত্মা এবং পরমাত্মা-বিষয়ক জ্ঞান-দৃষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন। সাধুগণই দেবতা ও বান্ধব এবং সাধুগণই আত্মা ও আমি।"

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়েও শ্রীভগবান্ এই সাধুসঙ্গের গুণ ও মহিমার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাও প্রসঙ্গ-ক্রমে এই স্থলে লিখিত হইল।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দ্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥"

—ভাগঃ ১১।১১।২৯-৩১

—যিনি সকল প্রাণীর প্রতি কৃপালু, অহিংস ও ক্ষমাশীল, যিনি সহিষ্ণু, সত্য যাঁহার বল, যিনি নির্দ্দোষ, সমদর্শী ও সকলের উপকারী, যাঁহার চিত্ত কামসমূহ দ্বারা অভিভূত হয় না, যিনি জিতেন্দ্রিয়, কোমলচিত্ত, সদাচার সম্পন্ন, আসক্তি বিরহিত ও আমাতে সমস্তই সমর্পণ করেন, যিনি ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ সাধনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টারহিত, পরিমিতভোজী, শান্ত, ভগবদ্ধর্ম্মে অচঞ্চল, আমার শরণাগত, সতত আমার ধ্যানপরায়ণ, প্রমাদরহিত, নির্ব্বিকার চিত্ত ও ধৈর্য্যশীল,—যিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু—এই ষড়্‌বিধ দেহধর্ম্ম জয় করিয়াছেন অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা যাঁহার মন অভিভূত বা বিক্ষুব্ধ হয় না, যিনি স্বয়ং মান চাহেন না কিন্তু অপরকে মান প্রদান করেন, যিনি হিতোপদেশ দানে সুদক্ষ, প্রাণীমাত্রেরই মিত্র, করুণাময় ও জ্ঞানী —তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধু।"

এইরূপে শ্রীভগবান্ সাধুগণের গুণ ও লক্ষণ বর্ণনা করিয়া অবশেষে তাঁহার সবর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের গুণ ও লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—

"জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ।" ভাগঃ ১১।১১।৩৩

—আমার অভিমত এই যে পরব্রহ্ম আমি স্বরূপতঃ যেরূপ, আমার গুণ ও শক্তি যে প্রকার, এবং আমার ইয়ত্তা বা পরিমাণ যেরূপ—সেই সেই রূপে আমাকে বিশেষভাবে অবগত হইয়া যাঁহারা অনন্যভাবে (একান্ত ভক্তিসহকারে) আমার ভজনা করেন, তাঁহারা ভক্তশ্রেষ্ঠ।'

সাধুগণের মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া অতঃপর শ্রীভগবান্ ঐ অধ্যায়েরই শেষাংশে বলিতেছেন ঃ—

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্॥"

ভাগঃ ১১।১১।৪৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—হে উদ্ধব ! আমিই সাধুগণের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বলিয়া সেই সাধুসঙ্গ-লব্ধ-ভক্তিযোগ ব্যতীত আমাকে পাইবার অন্য কোনও উপায় নাই।

উদ্ধবকে এইরূপ বলিয়া শ্রীভগবান্ ইহার পরবর্ত্তী দ্বাদশ অধ্যায়ে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বিষয়ে বিশেষরূপে বলিতেছেন ঃ—

"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥"

ভাগঃ ১১।১২।১-২

—'হে উদ্ধব ! সাধুসঙ্গ অন্য সমস্ত সঙ্গের নিবর্ত্তক। সেই সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করে—যোগ, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, যাগ-যজ্ঞাদি ও জলাশয়খননাদি কার্য্য, দক্ষিণা, দেবার্চ্চনা, বেদপাঠ, তীর্থসমূহ, শৌচাদি নিয়মসমূহ ও অহিংসাদি যম সমূহও আমাকে সেইরূপ বশীভূত করিতে পারে না।

অতঃপর শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন—"হে নিষ্পাপ উদ্ধব! দৈত্যগণ, রাক্ষসগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, নাগগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গুহ্যকগণ ও বিদ্যাধরগণ, বিশেষ বিশেষ যুগে মনুষ্যলোকের মধ্যে রাজস ও তামসস্বভাব স্ত্রী শূদ্র ও অন্ত্যজগণ, বৃত্র ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি অসুরগণ, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্ববান্, গজ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃধ্র জটায়ু, তুলাধার, ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজের গোপীগণ ও যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রাহ্মণপত্নীগণ প্রভৃতি অনেকেই সৎসংঙ্গের প্রভাবে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা বেদপাঠ করে নাই, মহত্তম ব্যক্তিগণের উপাসনা করে নাই, ব্রতাচারণ করে নাই, তপস্যাও করে নাই, কেবল সাধুসঙ্গ দ্বারাই আমাকে লাভ করিয়াছে।"

অতঃপর গোপীদিগের সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বিশেষরূপে বলিতেছেন :—যোগ, তত্ত্বজ্ঞান, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদব্যাখ্যা, বেদাধ্যয়ন ও বৈরাগ্যের দ্বারা যত্ন করিয়াও যে আমাকে লাভ করা যায় না, সেই আমাকে গোপীগণ, গোসমূহ, যমলার্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষগণ, পশুগণ এবং কালীয় প্রভৃতি মূঢ়বুদ্ধি নাগগণ কেবল ভাবের (প্রীতির) দ্বারাই কৃতার্থ হইয়া অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্বফল্কতনয় অক্রূর বলরামের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া যাইবার পর সুদৃঢ় প্রেমের দ্বারা আমার প্রতি অনুরক্তচিত্ত গোপীগণের আমার বিয়োগে তীব্র দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল; তবুও সেই গোপীগণ আমাকে ছাড়া অন্য কিছু সুখকর বলিয়া মনে করে নাই। মুনিগণের যেমন সমাধিকালে নাম ও রূপ বিষয়ে কোনওরূপ জ্ঞান থাকে না, দৃঢ়তর অনুরাগবশতঃ আমাতেই সমাহিতচিত্ত সেই গোপীগণেরও নিজ নিজ দেহ, ইহলোক বা পরলোক কোনও কিছুরই জ্ঞান ছিল না। কিন্তু নদীসমূহ যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনই তাহারা আমাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের কেবল আমাকেই পাইবার জন্য কামনা ছিল, আমার স্বরূপ কি তাহা তাহারা জানিত না। তথাপি এইরূপ সহস্র সহস্র অবলা গোপী আমাকে তাহাদের রতিপ্রদ উপপতি বলিয়া জ্ঞান করিলেও সৎসঙ্গহেতু পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব হে উদ্ধব! তুমি বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্র, সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম, শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাত্ম-ভাবে পরম ভক্তিসহকারে সকল দেহধারীর আত্মস্বরূপ একমাত্র আমারই শরণাগত হও, তাহা হইলে তুমি একমাত্র আমার কৃপায় নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকারে নির্ভয় হইতে পারিবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ পরিচ্ছেদ

যমনিয়মাদি-যোগাঙ্গসমূহ ও ভক্তিলাভের উপায়

যম, নিয়ম, শম-দমাদি-যোগাভ্যাস, তিতিক্ষা, ধৃতি এবং দানাদি বিষয়ে উদ্ধব প্রশ্ন করিলে শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১৯শ অধ্যায়ে তাহার উত্তর দিয়াছেন।

সেই সব প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব! অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, সঙ্গত্যাগ, অন্যায় কর্ম্মে লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌনভাব, স্থৈর্য্য, ক্ষমা ও অভয়—এই দ্বাদশটী যম। বাহ্যিক শৌচ, আভ্যন্তরিক শৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, আমার অর্চ্চনা, তীর্থপর্য্যটন, পরোপকার, সন্তোষ ও গুরুসেবা—এই দ্বাদশটী নিয়ম। এই যম ও নিয়মসমূহ পালন করিলে তাহা মনুষ্যগণকে তাহাদের কামনানুযায়ী ফল ভোগ বা মোক্ষ দান করিয়া থাকে।"

অতঃপর শ্রীভগবান্ শমদমাদির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দ্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসম্মর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥
দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতম্।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্য্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনম্ ॥
অন্যচ্চ সূনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥"

—ভাগঃ ১১।১৯।৩৬—৩৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ঈশ্বররূপ আমাতে বুদ্ধির যে নিষ্ঠা (স্থিরতা) তাহাকে শম বলে ; ইন্দ্রিয়সংযমকে দম, দুঃখ সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থ ইন্দ্রিয়ের জয়কে ধৃতি বলে। সকল জীবের প্রতি বিদ্রোহাচরণ পরিত্যাগ করাকে দান এবং কামনা ত্যাগকে তপস্যা বলে। আপন স্বভাবকে জয় করাই যথার্থ বীরত্ব এবং সর্ব্বত্র সমদর্শনই সত্য। পণ্ডিতগণ সুনৃতা বাণীকে (সত্য বাক্যকে) ঋত নামে আখ্যাত করেন। কর্ম্মের প্রতি অনাসক্তিকেই শৌচ এবং সর্ব্বপ্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলেন।

অতঃপর শ্রীভগবান্ আরও বলিতেছেন যে, নিরপেক্ষতা অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে উদাসীনতা, দয়া, সুশীলতা প্রভৃতি গুণই মানবের শ্রী, সুখ দুঃখের অতীত হওয়াই যথার্থ সুখ, বিষয়-ভোগসুখের কামনাই দুঃখ, বন্ধ ও মোক্ষের তত্ত্ব যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিই মূর্খ, আমার স্বরূপানুভূতির উপায়ই যথার্থ পথ, যাহাতে চিত্তের চাঞ্চল্য বা বিক্ষেপ হয়, তাহাই কুপথ, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিই স্বর্গ এবং তমোগুণের বৃদ্ধিই নরক। হে সখে উদ্ধব! গুরুরূপী আমিই বন্ধু। মানুষের দেহই গৃহ ও গুণী ব্যক্তিই যথার্থ ধনী বলিয়া খ্যাত হয় ; যিনি অসন্তুষ্ট চিত্ত তিনিই দরিদ্র, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষই কৃপণ, যিনি বিষয়ে অনাসক্ত তিনিই যথার্থ স্বাধীন এবং যিনি বিষয়াসক্ত তিনিই যথার্থ পরাধীন।

এই সকল উপদেশ দিয়া অবশেষে শ্রীভগবান্ সংক্ষেপে সকল উপদেশের সারস্বরূপ শেষ কথা বলিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।
গুণদোষদৃশির্দ্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ ॥"

ভাগঃ ১১।১৯।৪৫

—গুণ ও দোষের বিশদ বর্ণনা অনাবশ্যক। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গুণ ও দোষ বলিয়া যে জ্ঞান তাহারই নাম দোষ, এবং এতদুভয়ের বর্জ্জনের নামই গুণ।

এই কথার তাৎপর্য্য এই যে শ্রীভগবান্‌ই যখন সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন এবং সকল প্রাণীর অন্তরের প্রবৃত্তির প্রেরক—সকল প্রাণীর সর্ব্বকর্ম্মের যথার্থ পরিচালক ও নিয়ন্তা, জীবের যখন স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি কিছুই নাই (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব করা বা ভোগ করা ইত্যাদি কোনও বিষয়ে যখন জীবের কিঞ্চিন্মাত্রও স্বাতন্ত্র্য নাই), তখন ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম প্রভৃতি ভেদদর্শনই অজ্ঞানমূলক। তিনিই যখন সকল কার্য্যের পরিচালক, এবং সম্পূর্ণ জগৎ তাঁহারই প্রকাশ, তখন পাপীও তিনি, পুণ্যবান্‌ও তিনি ; ভাল-মন্দ সবই তিনি—এই দৃষ্টিতে কোনও ভেদবুদ্ধি থাকে না। তিনিই সব, এই সমস্তই তাঁহার লীলামাত্র—এইরূপ দৃষ্টিই যথার্থ দৃষ্টি এবং ইহাই যথার্থ গুণ।

অতঃপর ভগবদ্ভক্তির কারণসমূহ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভক্তপ্রবর উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ যে সকল উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের এই উনবিংশ অধ্যায়েই বর্ণিত হইয়াছে, যথা ঃ—

শ্রীভগবান্ বলিলেন—"হে পবিত্রহৃদয় উদ্ধব ! যদিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বেই আমি তোমার নিকট ভক্তিযোগ বর্ণনা করিয়াছি, তথাপি তোমার প্রীতির নিমিত্ত ভগবদ্‌ভক্তির শ্রেষ্ঠ কারণসমূহের সহিত পুনরায় সেই ভক্তিযোগ বর্ণনা করিতেছি—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্ ।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্ ।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্ ।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্ ।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥"

ভাগঃ ১১।১৯।২০-২৪

—আমার অমৃতোপম কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার গুণকীর্ত্তন, আমার পূজায় সম্যক্ নিষ্ঠা, নানাবিধ স্তুতিদ্বারা আমার স্তব করা, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের সহিত আমাকে নমস্কার, আমার ভক্তদিগের বিশেষভাবে পূজা এবং সর্ব্বভূতে আমার সত্তা দর্শন, আমার সেবার নিমিত্তই সমস্ত দৈহিক কর্ম্ম-সম্পাদন, বাক্যদ্বারা আমারই গুণবর্ণন, আমাতেই মন সমর্পণ, অপর সর্ব্ববিধ কামনা বর্জ্জন, আমার নিমিত্ত অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ, আমার নিমিত্ত যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপশ্চরণ—হে উদ্ধব, আমাতে আত্মনিবেদন করিয়া যে সকল মনুষ্য এই সমস্ত ধর্ম্ম আচরণ করেন, আমাতে তাঁহাদের ভক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জাত হয়। তখন আর তাঁহাদিগের অন্য কোনও সাধন অবশিষ্ট থাকে না।'

"যদাত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্।
ধর্ম্মং জ্ঞানং স বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাভিপদ্যতে ॥ ভাগঃ ১১।১৯।২৫

—যখন সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ শান্ত মন পরমাত্মস্বরূপ আমাতে সমর্পিত হয়, তখন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও মোক্ষরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে।

এইরূপে ভক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ কারণ সমূহের সহিত ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়া অতঃপর শ্রীভগবান্ কর্ম্ম, জ্ঞান, ও ভক্তিযোগের অধিকারী সম্বন্ধে উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ে বলিতেছেন—

"মনুষ্যদিগের মঙ্গলের জন্য আমি তিন প্রকার যোগের উপদেশ করিয়াছি—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ও ভক্তিযোগ। ইহা ভিন্ন পরম কল্যাণকর মোক্ষ সাধনের অন্য কোনও উপায় আর কোথাও নাই। বিষয় ভোগের কামনা যাঁহাদের নাই, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা যাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ বৈরাগ্যযুক্ত শুদ্ধচিত্ত মুমুক্ষু পুরুষের পক্ষে জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়; আর বিষয়ভোগে ও কর্ম্মফলে যাঁহাদের বৈরাগ্য জন্মে নাই অথচ যাঁহারা চিত্তশুদ্ধি করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ অবলম্বনীয়। আর সৌভাগ্যক্রমে আমার কথাদিতে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কিন্তু যিনি কর্ম্মফলে বৈরাগ্যবান্ও নহেন এবং অত্যন্ত আসক্তও নহেন, তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। অতএব যতদিন কর্ম্মফলে বৈরাগ্য না জন্মিবে অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার লীলাকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না উৎপন্ন হইবে, ততদিনই শাস্ত্রবিহিত সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবে।"

এইরূপ উপদেশ করিয়া অবশেষে শ্রীভগবান্ ভক্তির মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া পরম গোপনীয় সার কথা বলিতেছেন—

"যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥

—ভাগঃ ১১।২০।৩২-৩৩

—বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যাগযজ্ঞাদি কার্য্যাবলীর দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা, দান ও যোগের দ্বারা এবং অপরাপর মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের দ্বারা যাহা কিছু লাভ করা যায়, আমার ভক্তগণ আমার প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারাই তৎসমুদয় অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন এবং ইচ্ছা করিলে তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ অথবা আমার পরমধামও অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। কিন্তু—

"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥"

ভাগঃ ১১।২০।৩৪

—মদ্‌গতচিত্ত আমার ভক্ত ধীর সাধুগণ অপর কিছুই লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না। আমি তাঁহাদিগকে আত্যন্তিক মোক্ষ প্রদান করিলেও তাঁহারা তাহা পাইতে ইচ্ছা করেন না।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীভগবানে তন্ময়চিত্ত ঐকান্তিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিসম্পন্ন ভক্তগণ সম্পূর্ণ নিষ্কাম হন বলিয়া যদিও মোক্ষলাভের কামনাও তাঁহাদের থাকে না, তথাপি শ্রীভগবান্ যে তাঁহাদিগকে মোক্ষই প্রদান করিয়া থাকেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ২৫শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যথা ঃ—

"তৈর্দ্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতো গতিমণ্বীং প্রযুঙ্ক্তে॥"

—ভাগঃ ৩।২৫।৩৬

—আমার মনোহর মুখনেত্রাদি, অবয়ব এবং আমার উদার লীলা বিলাস, হাস্য, কটাক্ষ ও মধুর ভাষণের দ্বারাই তাঁহাদিগের মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল অপহৃত হয়। (সুতরাং তাঁহারা আর চাহিবেন কি ? তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন ;) কিন্তু তাঁহারা না চাহিলেও তাঁহাদের ঐ ভক্তিই তাঁহাদিগকে মোক্ষ প্রাপ্তি করায়। ("অণ্বীং গতিং"—মুক্তিং "প্রযুঙ্ক্তে"—প্রাপয়তি ইতি শ্রীধরস্বামী)

কোনও কিছুর অপেক্ষা অর্থাৎ কামনা না রাখাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল এবং কামনাশূন্য নিরপেক্ষ পুরুষেরই আমার প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে আমা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরমার্থ-নির্ণয়

অতঃপর শ্রীভগবান্ সমস্ত জ্ঞানের সারস্বরূপ পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব-জ্ঞান উপদেশ করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে উদ্ধবকে বলিতেছেন :—

"পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥"
পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ॥" ভাগঃ ১১।২৮।১/২

—এই দেহ ও ভোগ্য বিষয় শ্রীভগবচ্ছক্তিরূপ প্রকৃতির কার্য্য এবং ভোক্তা জীবও ভগবদংশ ও ভগবদধীন—সুতরাং সমস্ত বিশ্বকেই এক ভগবদাত্মকরূপে দর্শন করিয়া আমার ভক্ত অপরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসাও করিবেন না এবং নিন্দাও করিবেন না। যে ব্যক্তি অপরের স্বভাবসমূহের ও কর্ম্মসমূহেব প্রশংসা বা নিন্দা করে সেই ব্যক্তি অসত্যবিষয়ে অভিনিবেশের ফলে শীঘ্রই "সমস্তই ভগবদাত্মক" এই প্রকার জ্ঞানলাভরূপ স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ দেবতা, রাজা, মনুষ্য প্রভৃতি কেহই কাহারও ইষ্ট বা অনিষ্ট প্রাপ্তির যথার্থ কারণ নহে। জীবের স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখাদি ভোগ শ্রীভগবান্‌ই কোন কিছুকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন। পরমাত্মাই বিশ্বাত্মক এবং সকল প্রাণীর সকল কর্ম্মের একমাত্র কর্ত্তা—ভাল মন্দ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, কোনও কিছুরই কর্ত্তা জীব নহে। অতএব সবই যখন শ্রীভগবান্ এবং সর্ব্বকর্ত্তা যখন তিনিই, তখন তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ভাল মন্দ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও পাপ পুণ্য বলিয়া কিছু নাই, সমস্তই তাঁহার লীলামাত্র। এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন সাধক, ভালমন্দ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও পাপপুণ্য কার্য্য দেখিয়া কাহারও প্রশংসা বা নিন্দা করেন না। তিনি সর্ব্বত্র একাত্মবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আনন্দময় হইয়া যান এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে তাঁহার লীলা দর্শন করেন। অজ্ঞান হইতেই ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, ভালমন্দ—এইরূপ ভেদদর্শন হইয়া থাকে। এইরূপ ভেদদর্শনকারী ব্যক্তি বারবার জন্মমৃত্যু প্রবাহে পতিত হইয়া দুঃখই প্রাপ্ত হয়—অক্ষয় আনন্দদায়ক মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সেই জন্যই শ্রীভগবান্ উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে বলিলেন—"স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ"।

অতঃপর শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

"আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ ॥"

—ভাগঃ ১১।২৮। ৬

—সেই প্রভু পরমেশ্বর পরমাত্মাই এই বিশ্ব সৃজন করেন, পালন করেন ও সংহার করেন এবং সেই বিশ্বাত্মা স্বয়ংই সৃষ্ট হন, পালিত হন ও লীন হন। অতএব—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এতদ্বিদ্বান্ মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণম্ ।
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ ॥"

—১১।২৮।৮

—আমাকর্ত্তৃক কথিত এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিষ্ঠা অবগত হইয়া আমার ভক্ত কাহারও নিন্দাও করেন না এবং কাহারও প্রশংসাও করেন না। তিনি সূর্য্যের ন্যায় জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন।

অজ্ঞানজনিত অহঙ্কার হইতেই নিজেকে ও অপরকে স্বতন্ত্র কর্ত্তা বলিয়া মনে হয় এবং তাহারই ফলে দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞানজনিত অহঙ্কারকে ভগবদারাধনার দ্বারা নাশ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

"অমূলমেতদ্বহুরূপরূপিতং মনোবচঃপ্রাণশরীরকর্ম্ম।
জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন ছিত্ত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ ॥"

—ভাগঃ ১১।২৮।১৭

—মুনিগণ বহুরূপে প্রকাশিত এবং মন, বাক্য, প্রাণ ও শরীরে আত্মাভিমানের জনক এই অহঙ্কারকে ভগবদারাধনার শাণিত জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা নির্ম্মূলভাবে ছেদন করিয়া বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব মোক্ষার্থী পুরুষ গুরুর অনুগ্রহে আত্মজ্ঞানের জনক বেদ, স্বধর্ম্মাচরণ, স্বীয় অনুভব, সৎসম্প্রদায় পরম্পরাগত উপদেশ ও শাস্ত্রানুকূল যুক্তি—এই সকলের দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমান নষ্ট করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে যত্ন করিবেন এবং আত্মানন্দে সন্তুষ্ট থাকিয়া তুচ্ছ সুখপ্রদ শব্দাদি বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভাগবত ধর্ম্ম

অতঃপর উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই অহঙ্কার নাশ ও আত্মজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগবতধর্ম্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"হে অচ্যুত! যাহার চিত্ত বশীভূত হয় নাই, তাহার পক্ষে আপনার উপদিষ্ট যোগানুষ্ঠান সুদুষ্কর। অতএব যাহা দ্বারা অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করা যায়, আমাকে তাহাই উপদেশ করুন। হে কমললোচন! আপনার ভক্তবৃন্দ আপনার শ্রীচরণারবিন্দের পূজা করিয়া আপনার মায়ায় অভিভূত হন না। হে অশেষবন্ধো! আপনার যে সকল ভৃত্য আপনি ভিন্ন আর কাহারও শরণাপন্ন হন নাই, তাঁহারা যে আপনার মায়ায় অভিভূত হন না, ইহা আশ্চর্য্যজনক নহে; কেন না, আপনি সেই ভক্তগণের বশীভূত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মস্তকস্থ কিরীটাগ্রভাগের দ্বারা যাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া থাকেন, সেই আপনি নিজে বানরদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। জগদীশ্বর আপনি সকল জীবের প্রিয় আত্মা। আপনি ভক্ত ও আশ্রিতগণকে সর্ব্বার্থ দান করিয়া থাকেন! হে প্রিয়তম! আপনি আপনার আশ্রিত ভক্তগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা জানিয়া কোন্ ব্যক্তি আপনাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? কোন্ ব্যক্তিই বা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির আশায় অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোক্ষ লাভের জন্য অন্য কোনও দেবতার পূজা করিবেন? আমরা যখন আপনার চরণ ধূলির সেবক, তখন আমাদের কিই বা লাভ না হইবে? হে পরমেশ্বর! আপনি বাহিরে গুরুরূপে ও অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে মনুষ্যগণের বিষয়-বাসনা ও অজ্ঞানাদি অশুভ দূর করিয়া তাহাদের হৃদয়ে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণও আপনার উপকারের কথা স্মরণ করিয়া অত্যধিক আনন্দ লাভ করিলেও ব্রহ্মার তুল্য পরমায়ুর দ্বারাও আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না।"

উদ্ধব ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর হাস্য করিয়া প্রেমসহকারে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের উনত্রিংশ অধ্যায়ে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

শ্রীভগবান্ বলিলেন—"হে উদ্ধব! মর্ত্ত্যমানব যে সমস্ত মঙ্গলপ্রদ ধর্ম্ম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আচরণ করিয়া দুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, আমি তোমার নিকট আমার সেই পরম মঙ্গলময় ধর্ম্মসকল বলিতেছি।

আমার ভক্ত আমাতে মন ও চিত্ত সমর্পণ করিবেন। তাহার ফলে আমার ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার তখন অনুরাগ জন্মিবে। তিনি ধীরে ধীরে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে আমারই প্রীতির জন্য সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, আমার ভক্ত সাধুগণ যে সকল দেশে বাস করেন, সেই সকল পবিত্র দেশেই বাস করিবেন এবং দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহাদের আচরিত কর্ম্ম সকলই আচরণ করিবেন, একাকী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা আমার ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজোচিত উপচারের দ্বারা এবং নৃত্যগীতাদি সহকারে আমার উদ্দেশ্যে পর্ব্ব, যাত্রা ও মহোৎসবাদি করিবেন ও করাইবেন।

"মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥
ইতি সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে।
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥"

—ভাগঃ ১১।২৯।১২-১৩

—এইরূপ করিতে করিতে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আমার ভক্ত আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা আমাকেই সর্ব্বভূতে এবং স্বীয় অন্তরেও আত্মারূপে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইবেন। হে মহাজ্ঞানী উদ্ধব! যিনি আমার ভক্ত, তিনি এইরূপে সর্ব্বভূতকে আমা হইতে অভিন্ন জ্ঞানে সম্মান করিয়া সর্ব্বাত্মক আমারই ধ্যানে নিরত থাকিবেন।

"ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥
নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি ॥"

—ভাগঃ ১১।২৯।১৪-১৫

—যিনি ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, দাতা ও তস্কর, সূর্য্য ও স্ফুলিঙ্গ এবং অক্রূর ও ক্রূর—এই সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনিই পণ্ডিত। যে ব্যক্তি মনুষ্যমাত্রের মধ্যেই নিরন্তর আমার স্বরূপের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবনা করেন, অচিরকালমধ্যেই তাঁহার অহঙ্কার এবং অপরের প্রতি স্পর্দ্ধা, অসূয়া ও তিরস্কার-বৃত্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

"বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥
যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্‌মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥
অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়বৃত্তিভিঃ ॥"

—ভাগঃ ১১।২৯।১৬-১৯

—আমার ভক্ত অপরের উপহাস ও মিত্রতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া এবং 'আমি উত্তম, উনি নীচ' এইরূপ দৈহিক দৃষ্টি ও লজ্জাদি পরিহার করিয়া অশ্ব, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সকলকে ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমার সত্তার উপলব্ধি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কায়-মনোবাক্যে এই প্রকার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিবেন। এইরূপ উপাসনার ফলে সেই সাধক 'সমস্তই ব্রহ্মাত্মক' এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তখন তিনি সকল প্রকার সংশয় হইতে মুক্ত হইয়া যাবতীয় ভোগসুখ হইতে বিরত হইবেন। অতএব উপরোক্ত প্রকারে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতে আমার সত্তার উপলব্ধি করার সাধনই আমার মতে মোক্ষলাভের সাধনসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নশ্বর মানবদেহ লাভ করিয়া তাহার দ্বারা এই জন্মেই পরমসত্য অবিনাশী আমাকে লাভ করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ও মনীষিগণের মনীষা। মানুষ আমার সহিত সম্বন্ধ-বিহীন সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া আমার উপাসনা, সেবা পূজা ইত্যাদি কার্য্যে নিষ্ঠার সহিত নিষ্কাম-ভাবে নিরত থাকিলে নিশ্চয়ই আমার অনুগ্রহে অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্ নিগু‍র্ণত্বাদনাশিষঃ॥"

—ভাগঃ ১১।২৯।২০

—হে উদ্ধব! নিষ্কামভাবে আমার উপদিষ্ট ভাগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে ত্রুটিবিচ্যুতির দ্বারা উহার অণুমাত্রও বিনষ্ট হয় না। কারণ আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই ভাগবদ্ধর্ম্ম নিগু‍র্ণ। আমি স্বয়ং এই ধর্ম্মকে নিগু‍র্ণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছি।

পবিত্রকীর্ত্তি শ্রীভগবানের এইরূপ বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া ভক্তপ্রবর উদ্ধবের নয়ন অশ্রুপূর্ণ ও কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। তিনি শ্রীভগবানের স্তব করিবার জন্য অঞ্জলিবদ্ধ হইলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি প্রণয়ব্যাকুল চিত্তকে ধৈর্য্য সহকারে স্থির করিয়া মস্তক দ্বারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল স্পর্শ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন—

"হে অজ! হে সর্ব্বকারণ কারণ! আমার মোহময় অজ্ঞানা-ন্ধকার আপনার সান্নিধ্যলাভে দূর হইয়াছে। অগ্নির নিকটবর্ত্তী ব্যক্তির উপর শীত, অন্ধকার ও ভীতি কি প্রভাব বিস্তার করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সক্ষম হয়? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার মত ভৃত্যকে বিজ্ঞানময় প্রদীপ প্রদান করিয়াছেন। আপনার ভৃত্য ভক্তজনের আপনি যেরূপ উপকার করেন, তাহা যিনি অবগত আছেন এমন কোন্ ব্যক্তি আপনার পাদমূল পরিত্যাগ করিয়া অপরের শরণ গ্রহণ করিবেন? আপনার মায়া-প্রভাবে দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও সাত্বতবংশীয়গণের প্রতি আমার যে সুদৃঢ় স্নেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, আপনিই আবার তাহা পরম করুণায় আত্মজ্ঞানরূপ শাণিত অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া দিলেন। হে মহাযোগিন্! আপনাকে নমস্কার।"

তখন ভগবান্ বলিলেন—"তুমি আমার নিকট সেই ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইলে। এক্ষণে তুমি বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাহা পুনঃ পুনঃ ভাবনা করিয়া আমাতেই বাক্য ও চিত্ত নিবেশিত করতঃ আমারই উপদিষ্ট সেই ভাগবত ধর্ম্মে নিরত থাকিবে। তাহা হইলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।" তখন উদ্ধব ভগবানের পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া অতিকষ্টে তথা হইতে বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ মত ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবদ্‌গতি প্রাপ্ত হইলেন। এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

"য এতদানন্দসমুদ্রসম্ভৃতং
জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্।
কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা
সচ্ছ্রদ্ধয়াসেব্য জগদ্বিমুচ্যতে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভবভয়মপহর্ত্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি।।"

—ভাগঃ ১১।২৯।৪৮-৪৯

যোগেশ্বরগণও যাঁহার চরণকমলের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম ভক্ত উদ্ধবকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা বেদরূপ আনন্দ সমুদ্রের জ্ঞানরূপ অমৃত স্বরূপ, তাহা শ্রদ্ধার সহিত স্বল্পমাত্রও পান করিলে জীব মুক্ত হয় এবং তাঁহার সংসর্গে জগৎ (যে কোনও মরণশীল মনুষ্য) বিমুক্ত হইয়া থাকে। যিনি জীবের ভবভয় দূর করিবার জন্য মধুকরের ন্যায় জ্ঞান বিজ্ঞানের সার বেদার্থ সংগ্রহ করিয়া অমৃতের ন্যায় নিজ ভৃত্যগণকে পান করাইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণনামধেয় আদিপুরুষ নিগমকর্ত্তা ভগবান্ পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি!

গ্রন্থ শেষ করিতে যাইয়া আমরাও বলি ঃ—

'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ—
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।। গীতা ১১।৩৮-৩৯

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঠিয়া বাবা কা স্থান

গুরুকুল রোড্, পোঃ বৃন্দাবন

হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও পুস্তকাবলী ঃ—

১। বাসুদেব ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক মাসিক-পত্রিকা। মূল্য-সডাক বার্ষিক ৬'০০ টাকা। আশ্বিন মাস হইতে বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়; কিন্তু অন্ততঃ ৬ মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। প্রাপ্তিস্থান ঃ— কার্য্যাধ্যক্ষ বাসুদেব, বাসুদেব কার্য্যালয়, ১নং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড্, পোঃ বজ্বজ্, জিলা ২৪ পরগণা।

২। (ক) "শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড—"শ্রীশ্রীসনকাদি চতুঃসন্ (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার) ও তাঁহাদের উপদেশাবলী" (যন্ত্রস্থ)

৩। "শ্রীনিম্বার্ক-পদ্ধতি"—শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই অত্যাবশ্যকীয় নিত্যপাঠ্য পুস্তক। মূল্য ২'৫০ নঃ পঃ।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রীমৎ স্বামী জানকীদাসজী কাঠিয়া বাবা, কাঠিয়া বাবা কা স্থান, গুরুকুলরোড্, পোঃ বৃন্দাবন, জিলা মথুরা।

২। শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য, নরনারায়ণ ট্রেডিং কোম্পানী, পোঃ-করিমগঞ্জ, জিলা কাছাড় (আসাম)।

৩। শ্রীদাশরথি চক্রবর্ত্তী, কার্য্যাধ্যক্ষ বাসুদেব, বাসুদেব কার্য্যালয়, ১নং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড্, পোঃ বজ্বজ্, জিলা ২৪ পরগণা।

৪। শ্রীনিত্যানন্দ মিত্র—৫১।১।২বি, সিক্‌দারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi